বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

খুনের দায়

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

খুনের দায়

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

বুড়ো এক ইন্ডিয়ানকে বাঁচাতে গিয়ে মাত্র
সতেরো বছর বয়সে মানুষ খুন করল জন পার্কার।
কিংস্টোন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো ও।
পথে ওর সর্বস্ব কেড়ে নিল এক তস্কর।
লোকটাকে খুঁজে বের করে ফেয়ার ফাইটে খুন করল জন।
একের পর এক ঘটছে অঘটন, মানুষ মারা পড়ছে ওর হাতে।
এক সময়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতি ও খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে
দেয়া হলো ওকে। আইনের তাড়া খেয়ে অবিরাম ছুটতে
ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল জন। সিদ্ধান্ত নিল নিজের নির্দোষিতা
প্রমাণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হবে ওকে।
ফলে: মরতে হলো ফোর্টওয়ার্থের শেরিফকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

খুনের দায়

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আতঙ্ক শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামানঃ দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহ্দীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ওয়েস্টার্ন

খুনের দায়

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

এক

এপ্রিলের সেই দিনটির কথা কখনোই ভুলতে পারবে না জন পার্কার। সুনসান পরিবেশ, মাথার উপর নির্মেঘ নীল আকাশ, চারদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রেয়ারি–যেন বিশাল একটা নকশাদার চাদর বিছিয়ে রেখেছে কেউ। গাছে-গাছে নানান জাতের পাখীর কূজন, বুনো ফুলের ঘ্রাণে মাতোয়ারা বাতাস। হঠাৎ এক ঝলক দমকা বাতাস ক্রীকের ধারে সার দিয়ে দাঁড়ানো কটনউডের পাতায় ঝির-ঝির শব্দ তুলল।

কাঠের সাইডওয়াকে বিশাল পায়ের পাতার থপ-থপ শব্দ তুলে প্যারাডাইস সেলুনের দেয়ালের পাশে ফাঁকা লট পেরিয়ে পেছনে অ্যালিওয়ের দিকে চলল বৃদ্ধ বুল্‌স্ আই। একটা সাদা-কালো কুকুরও সেলুনের ছায়া ছেড়ে ওর পায়ে পায়ে চলেছে। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ।

নিত্যদিনের রুটিন। লোকটা এবার সেলুনের পেছনে কি করবে সেটা জন পার্কারের জানা। গত ছয় মাস ধরে প্রতিদিনই একই দৃশ্য দেখে আসছে। সকালে সেলুনম্যান পল জোনাথনের ফেলে দেয়া বোতলগুলো এবার একে একে উপুড় করবে বৃদ্ধ হাঁ করা মুখে–যে ক'ফোঁটা হুইস্কি অবশিষ্ট আছে, তাই ওর কাছে সাত রাজার ধন।

কাজ শেষ করে এলোমেলো পায়ে ফিরে এলো বৃদ্ধ ইন্ডিয়ান, সেলুনের ফ্রন্ট ওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঝিমুতে শুরু করল।

কেউই চায় না কোন ইন্ডিয়ান মদ্যপান করুক। বুলস আইর কাছে কেনার মত টাকা থাকলেও কেউ ওর কাছে বেচতে রাজি হত না। কিন্তু প্রতি সকালে প্যারাডাইস সেলুনের পেছনে ফেলে দেয়া খালি বোতল থেকে ওর সামান্য ক'ফোঁটা হুইস্কি পানে কেউই আপত্তি তোলে না।

বৃদ্ধর বয়স কত হবে সেটা জন জানে না। তবে চেহারা দেখে বোঝা যায়, আশির কম হবে না। ওর গ্র্যান্ডপারই সমবয়সী প্রায়। কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান প্রথা অনুযায়ী ওর গোত্রের লোকজন ওকে মরার জন্য প্রেয়ারিতে রেখে গিয়েছিল।

কিন্তু ওর লোকজন যতটুকু ভেবেছিল তার চেয়ে বেশিদিন বাঁচার ক্ষমতা ওর ছিল। এক ট্র্যাপার ওকে ওখান থেকে কিংস্টনে নিয়ে এসেছিল। এখন শহর থেকে সিকি মাইল দূরে ক্রীকের পাড়ে ঘাস-পাতায় ছাওয়া একটা কুটিরে বাস করে ও, বুনো পশু-পাখী শিকার করে পেট চালায়। শিকার না পেলে লোকজনের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট খেয়ে পেট ভরায়।

সেই বিশেষ সকালে মিস্টার হোয়াইটের জেনারেল স্টোরের সামনে একটা ওয়্যাগন আনলোড করছিল জন পার্কার। দুই রুক্ষদর্শন রাইডার শহরে ঢুকল। পশ্চিম দিকের ট্রেইল ধরে এসেছে ওরা, ধূলি-ধূসর পরনের পোশাক, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, মুখে অনেক দিনের না কামানো দাড়ি–দেখেই বোঝা যায়, দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেইলে আছে।

ওদের ঘোড়া দুটোর দশাও কাহিল। মাথা নুয়ে আছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। সেলুনের সামনে থেমে ঘোড়া দুটো হিচ রেইলে বাঁধল ওরা, তারপর সেলুনের দিকে চলল। দেয়ালে হেলান দিয়ে এখনও ঝিমুতে থাকা বুল্‌স্ আইর দিকে চোখ যেতেই কঠোর হয়ে উঠল ওদের চেহারা। মুখে কি যেন বলল, দূর থেকে বোঝা গেল না। সেলুনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল লোক দুটো।

boighar.com

সব মাল আনলোড করে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ওয়্যাগনের ছায়ায় দাঁড়াল জন। আধঘণ্টা হয় লোক দুটো সেলুনে ঢুকেছে, ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিল ও। হঠাৎ সেলুনের স্যুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এলো দু'জন, বুল্‌স্ আইর দিকে চোখ যেতেই বিড় বিড় করে কি যেন বলল। একজন হঠাৎ পা বাড়িয়ে ওর গায়ে একটা লাথি মারল, তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে হোঁচট খেল, ভাবখানা যেন, অসাবধানতাবশত ঘটেছে ঘটনাটা। কেঁপে উঠল ইন্ডিয়ানের শিথিল শরীর, কিন্তু তবু চোখ খুলল না ও।

সেলুনের সামনে এসে ঘোড়ার বাঁধন খুলে স্যাডলে চাপল দু'জন। ওদিকে রাগে ফুঁসছে জন। বুড়ো লোকটাকে খামোকা লাথি মেরেছে ব্যাটা। পশ্চিম দিক থেকে এসেছে ওরা, কাজেই ইন্ডিয়ানদের অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। সময়টা ১৮৭০ সাল। তিন বছর আগে উইচিটা ম্যাসাকারের জের হিসেবে শাইয়্যানরা এখনও কলোরাডো টেরিটোরিতে ঝামেলা করছে, সুযোগ পেলেই শ্বেতাঙ্গদের ওপর চড়াও হচ্ছে।

লোক দু'জন ঘৃণার দৃষ্টি দেখল বুড়োকে ঘাড় ফিরিয়ে। ওদের একজন হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে এলো, স্যাডলব্যাগ থেকে একটা ল্যাসো বের করে ফেলেছে। ওর মতলব বুঝতে পেরে আতঙ্কে জমে গেল জনের শরীর।

মাতাল ইন্ডিয়ানটার দিকে ল্যাসো ছুঁড়ে মারল রাইডার, ঘোড়া ঘুরিয়ে ওকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে চলল রাস্তার দিকে। সব ক'টা দাঁত বের করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে লোকটা, অপর লোকটাও স্যাডলে বসে প্রশংসা মাখা দৃষ্টিতে সঙ্গীর কাজ দেখছে।

দড়ির টানে ছেঁচড়ে চলল বুলস আইর শরীর, কাঠের সাইড ওয়াকের কিনারায় মাথা ঠুকে যাওয়ায় সামান্য একটু ককিয়ে উঠল ও, তারপর নির্জীব হয়ে গেল।

ওদিকে মহা উদ্যমে ঘোড়া ছোটাচ্ছে রাইডার, আরও জোরে জোরে হাসছে। রাস্তার নড়ি পাথরের ঘায়ে গায়ের চামড়া ছিলে

বইঘর.কম

যাচ্ছে বৃদ্ধর, ধুলো এবং রক্তের মাখামাখিতে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে শরীরটা। রাস্তার পাশে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে, তামাশা দেখছে, কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছে না।

হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল জনের। বুড়ো মানুষটার সঙ্গে গত কয়েক মাসে বেশ খাতির জমে উঠেছিল ওর। অথচ এখন তার বিপদে কোন সাহায্যই করতে পারছে না। জনের বয়স এখন মাত্র সতেরো। সাথে বাউয়ি নাইফটা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

তবুও কিছু একটা করার জোর তাগিদ অনুভব করল জন, ছুরিটা হাতে নিয়ে দ্রুত রাস্তার দিকে ছুটল। চক্রাকারে ঘুরছে এখন রাইডার, দড়িটা ভীষণ দোল খাচ্ছে। অনেক কষ্টে দড়িটা ধরতে পারল জন, ওটার টানে সে-ও বুলস আইর মত রাস্তায় গড়িয়ে চলল।

মরিয়া হয়ে দড়িতে ছুরি চালাল ও। প্রবল ঝাঁকুনির কারণে কাটতে পারছে না কিছুতেই। কয়েক বারের চেষ্টায় দড়ি কাটতে সক্ষম হলো ও, শার্টের আস্তিনে চোখ-মুখের ধুলো মুছে উঠে দাঁড়াল। কয়েক হাত দূরে পড়ে রয়েছে বুলস আইর শরীর। নির্জীব।

BOIGHAR

ওদিকে হেঁটে গেল জন, হাঁটু মুড়ে বসে বুলস আইর হার্টবিট পরীক্ষা করে দেখল। কোন সাড়া নেই। মরে গেছে লোকটা। অথচ মাত্র কয়েক মিনিট আগেও জীবিত ছিল ও, দৃশ্যত কোন কারণ ছাড়াই খুন করা হলো ওকে, ও ইন্ডিয়ান বলে কেউ টুঁ শব্দটিও করল না। কী নির্মম!

স্থাণুর মত উঠে দাঁড়াল জন। কাঁদছে। তীব্র অপরাধবোধে ভুগছে ও, মনে হচ্ছে যেন আগেভাগে চেষ্টা করলে বুলস আইকে বাঁচানো যেত। হঠাৎ একটা ল্যাসোর ফাঁস উড়ে এলো ওর দিকে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই শরীরের মাঝখানে শক্তভাবে বসে গেল দড়িটা, হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে আলগা হয়ে গেল পা।

বুলস আইর মত ওকেও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ল্যাসো।

boighar.com

বুনো উল্লাসে চেঁচাচ্ছে লোক দু'টো, দারুণ মজা পাচ্ছে। রাস্তার চোখা নুড়ি পাথরের ঘায়ে শার্টের নিচে গায়ের চামড়া ছিলে যাচ্ছে জনের, ডান হাতে এখনও ছুরিটা ধরে আছে। বাম হাতে দড়ি ধরে ওটা কাটার চেষ্টা করল ও। দড়িটা লাফাচ্ছে বলে পারছে না। অনেক কষ্টে কয়েক বারের চেষ্টায় দড়ি কাটতে পারল।

সারা শরীরে ব্যথা, কয়েক জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে, চোখে ধুলো ঢোকায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়াল ও, শার্টের আস্তিনে চোখ-মুখের ধুলো মুছল, রাগে জ্বলছে শরীর।

হঠাৎ রাইডার দু'জনকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর দিকে আসতে দেখল জন। ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ওকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারতে চায়। পিছিয়ে না গিয়ে ওদের ঘোড়া দু'টোর মাঝ বরাবর ছুট লাগাল ও, দৃষ্টি স্যাডলগান দু'টোর ওপর।

ওকে সামনে দেখে সামান্য একটু সরে গেল ঘোড়া দু'টো। মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে এলো ও, সেই সঙ্গে ওদের একজনের স্যাডলবুট থেকে একটা স্পেন্সার কারবাইন ছিনিয়ে আনল। চেম্বারে একটা গুলি পাঠিয়ে দ্রুত পাক ঘুরল ও। যে কোনও ধরনের অস্ত্র চালাতে পারে ও মোটামুটি। সেন্ট লুইসের শূটিং গ্যালারিতে কিছুদিন প্র্যাকটিসও করেছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাইডার দু'জনও। জনের হাতে ধরা স্পেন্সারটা দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওদের, দ্রুত কোমরে হাত চালাল দু'জনই। ট্রিগার টিপল জন। গুলিটা একজনের গলায় বিঁধল। স্যাডলে ঝাঁকি খেল লোকটার শরীর। আতঙ্কিত ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলল আরোহীকে।

দ্রুত আরেকটা গুলি চেম্বারে পাঠাল জন। দ্বিতীয় লোকটার হাতে গর্জে উঠল পিস্তল। বাম হাতের বাহুতে তীব্র ছ্যাঁকা অনুভব করল জন। ভাগ্যিস লোকটার ঘোড়াটা গুলির শব্দে লাফিয়ে উঠেছিল, নইলে হয়তো গুলিটা সোজা ওর বুকেই বিঁধত।

ট্রিগার টিপল জন। গুলিটা লোকটার কপালে একটা গর্ত তৈরি

বইঘর.কম

করল। ছিটকে স্যাডল থেকে সঙ্গীর পাশে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

স্থাণুর মত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জন পার্কার। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে গেছে যে, অবিশ্বাস্য ঠেকছে ওর কাছে, যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে বুলস আইর লাশ। সামান্য দূরে বেকায়দা ভঙ্গিতে পাশাপাশি পড়ে আছে জনের গুলিতে নিহত লোক দু'টো।

লোকজন এবার গুটিসুটি মেরে ঘটনাস্থলের দিকে এগোতে শুরু করল। ওরা জনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যেন ও কিংস্টনের কেউ নয়, একজন আগন্তুক। কারবাইনটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল ও, ফ্রী স্ট্রীটের প্রান্তে বাড়ির দিকে ছুটল।

বাড়িতে নিজের কামরায় পৌঁছে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, বাম বাহু এবং শরীরের অন্যান্য স্থান থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তে বিছানা ভিজে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দরজার কাছে পায়ের শব্দ শোনা গেল। গ্র্যান্ডপা ঘরে ঢুকছেন।

'কি হয়েছে, জন?' স্বভাব সুলভ নরম কণ্ঠে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ টম পার্কার। 'এই অসময়ে শুয়ে আছ কেন?'

কোন কথা বলল না জন। জানে এখন কথা বলতে গেলে কেঁদে ফেলবে। দাদা ওর বিছানার পাশে বসলেন, রক্ত দেখে কঠিন হয়ে উঠল তাঁর চেহারা।

'কি হয়েছে, জন? কে তোমার এমন দশা করল?'

এবারও কোন কথা বলল না জন। কাঁপছে ওর শরীর।

'ড্যামিট, জন!' বৃদ্ধর কণ্ঠের সব নম্রতা হারিয়ে গেছে। 'কি হয়েছে খুলে বলো আমাকে।'

'ওরা বুলস আইর গলায় দড়ি পরিয়ে ওকে রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল,' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে শুরু করল জন। 'দু'জন অচেনা লোক। আমি ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে ওকে মুক্ত করায় ওরা আমার ওপর চড়াও হলো। বুলস আইর মত

boighar.com

আমাকেও ল্যাসোর ফাঁসে আটকে টেনে নিয়ে চলল। আমি কোনমতে ছাড়া পেয়ে ওদের একটা স্পেন্সার ছিনিয়ে নিলাম...'

'তারপর?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ বৃদ্ধর।

'তারপর আমি লোক দু'টোকে খুন করলাম।'

'কি করেছ তুমি?' সরু হয়ে গেল দাদার নীল চোখজোড়া। বেশ কিছুক্ষণ কথা সরল না বৃদ্ধর মুখ দিয়ে। অবশেষে বললেন, 'ড্যামিট, জন! কেন একাজ করলে?'

'ওরা বুলস আইকে "খুন করছিল",' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জন। 'আমাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

'কিন্তু এসব দেখার জন্য এখানে একজন শেরিফ আছে।'

'কিন্তু শেরিফ তখন কোথায় ছিল, গ্র্যান্ডপা?' প্রতিবাদী কণ্ঠে জন বলল। 'শেরিফের অপেক্ষায় থাকলে এতক্ষণে আমিও বুলস আইর মত লাশ হয়ে যেতাম।'

'শেরিফকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, জন। একা মানুষ, সবদিক সামলাতে হয় ওকে।'

কোন কথা বলল না জন। দাদা ছুরি দিয়ে শার্ট কেটে ওর বাহুর ক্ষতস্থানটা উন্মুক্ত করলেন। ওটা পরীক্ষা করে দেখে মাথা দোলালেন। 'তেমন মারাত্মক নয়। গুলি মাংস ভেদ করে গেছে, হাড়ে আঁচড় কাটেনি।'

গরম পানি এবং ব্যান্ডেজের সরঞ্জাম এনে জখমগুলো ধুয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করলেন দাদা।

বইঘর.কম

দুই

দরজার বাইরে কণ্ঠস্বর শুনে জেগে উঠল জন। গ্র্যান্ডপা অন্য এক লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটা শেরিফ বাড আর্থার, চিনতে পারল জন, সকালের ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছে।

কামরায় পদশব্দ শোনা গেল। জনের বিছানার পাশে এসে গ্র্যান্ডপা জানতে চাইলেন, 'এখন কেমন আছ, জন?'

'ভাল,' জবাবে জন বলল। যদিও জানে কথাটা সত্যি নয়। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে ওর, বাম বাহু এবং শরীরের অন্যান্য ক্ষতস্থানে ভীষণ ব্যথা করছে।

'শেরিফ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' গ্র্যান্ডপা বললেন।

'আসতে বলো।'

জনের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল রাশভারি চেহারার শেরিফ। শক্তপোক্ত গড়ন, গ্র্যান্ডপার সমবয়সী প্রায়, দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিনের সখ্যতাও রয়েছে।

'আমি তোমার সঙ্গে সকালের ঘটনাটার ব্যাপারে কথা বলতে চাই, জন,' বলল শেরিফ। গ্র্যান্ডপার দিকে তাকাল। 'ওর সঙ্গে কথা বললে তোমার কোন আপত্তি নেই তো, মিস্টার পার্কার?'

'আমি আবার কবে থেকে তোমার কাছে মিস্টার পার্কার হলাম, বাড?' অসন্তোষ মাখা কণ্ঠ বৃদ্ধ টম পার্কারের। 'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।'

জন বলল, 'আমি যা করেছি, স্রেফ আত্মরক্ষার খাতিরে

করেছি, শেরিফ। ওই লোকটা যখন বুলস আইকে দড়ির প্রান্তে টেনে নিয়ে চলল...'

'আমি ওসব শুনেছি,' ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল শেরিফ। 'আমি জানতে চাচ্ছি, কে প্রথম গুলি করেছিল, তুমি নাকি ওরা।'

'আমিই প্রথম গুলি করেছি। তবে তার আগে ওরাই কোমরে হাত চালিয়েছিল।'

'তুমি যাচ্ছেতাই প্রশ্ন করছ, বাড,' প্রতিবাদ জানালেন গ্র্যান্ডপা। 'দৃশ্যতই আত্মরক্ষার খাতিরে কাজটা করেছে ও।'

গরম চোখে বৃদ্ধর দিকে তাকাল শেরিফ। 'তুমি আমাকে আমার কাজ শিখিয়ে দিতে চাইছ নাকি?'

'মনে তো হচ্ছে তাই করতে হবে।'

রাগে লাল হয়ে গেল শেরিফের চেহারা। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'লোকজন এখন তোমার ছেলে, অর্থাৎ ওর বাবার কথা বলাবলি করছে, টম।'

'কিন্তু এখানে ওর বাবার প্রসঙ্গ আসছে কেন?'

'কেন জানি না। তবে ওরা বলছে, যেমন বাবা, তেমনি তার ছেলে।'

'নিকুচি করি আমি ওদের!' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন টম পার্কার। 'ওরা ওকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, ও আত্মরক্ষা করেছে– ব্যস এইটুকুই। কিন্তু এখানে ওর বাবার প্রসঙ্গ আসছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। বলল, 'সপ্তাখানেকের মধ্যে ইনকোয়েস্ট হবে। তখন করোনারের জুরিই ঠিক করবে কে দোষী কিংবা কে নির্দোষ। দু'দুটো মানুষ খুন হয়েছে, সেজন্য কাউকে না কাউকে তো মূল্য দিতেই হবে।'

'তিনজন মানুষ খুন হয়েছে,' শুধরে দিলেন গ্র্যান্ডপা। 'নাকি ইন্ডিয়ানদের তুমি মানুষ বলে গণ্য করো না?'

আবারও লাল হয়ে উঠল শেরিফের চেহারা।

বইঘর.কম

কণ্ঠে রুক্ষতা বজায় রেখে গ্র্যান্ডপা বললেন, 'তুমি বোধহয় যা জানার জেনেছ, বাড। এবার রাস্তা মাপতে পারো।'

গজগজ করে কি যেন বলল শেরিফ, বোঝা গেল না। হঠাৎ ঘুরে গট্-গট্ করে দরজার দিকে চলল। গ্র্যান্ডপা জানালার দিকে হেঁটে গিয়ে বাইরে তাকালেন।

'বাবার ব্যাপারে কি বলে গেল শেরিফ?' জানতে চাইল জন।

দীর্ঘক্ষণ নীরব রইলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'তোমার বোধহয় সবকিছু জানার সময় এসে গেছে, জন।'

একটা চেয়ার টেনে জনের বিছানার পাশে বসলেন গ্র্যান্ডপা। ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'তোমার বাবা যখন খুন হয় তখন তোমার বয়স মাত্র দুই।'

'খুন হয়! কিভাবে?'

'শেরিফের পাসির হাতে। সারেন্ডার না করায় ওকে গুলি করে মারে।'

'কি করেছিল বাবা? কেন ওরা পিছু নিয়েছিল?'

বেদনার কালো ছায়া নামল বৃদ্ধের চেহারায়। উনি যখন আবার কথা বললেন, মনে হলো যেন পাতাল থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর। 'এক প্রভাবশালী, বদ লোকের নজর পড়েছিল তোমার মায়ের ওপর। লোকটা মিছেমিছি বলে বেড়াচ্ছিল তোমার মায়ের সঙ্গে তার গোপন প্রেম আছে। কয়েকবার সাবধান করেছে তোমার বাবা ওকে, কিন্তু ও শুনবে না কিছুতেই। শেষে যখন সেলুনে তোমার বাবার উপস্থিতিতেই বিশ্রী ভাষায় এই গল্প বলতে শুরু করল উঁচু গলায়–তোমার বাবা ওকে চ্যালেঞ্জ করে পিস্তল ড্র করতে বলল। লোকটা কোমরের দিকে হাত বাড়াতেই নিজের পিস্তল বের করে গুলি করল ওর বুকে।'

'ঠিকই তো করেছে, এতে অন্যায়টা কোথায় হলো?' অবাক হলো জন।

'লোকটা মারা যাবার পর দেখা গেল ওর কোমরে পিস্তল ছিল

boighar.com

না।'

হাঁ হয়ে গেছে জনের মুখ। 'তাহলে? তাহলে...'

'ব্যাপারটা টের পেয়েই ঘোড়ায় উঠে পালাল তোমার বাবা,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন গ্র্যান্ডপা। 'তারপর...তারপর ওরা ওর পিছু নিল, বুনো কয়োটের মত গুলি করে মারল ওকে।' বেদনায় বুজে এলো গ্র্যান্ডপার কণ্ঠ।

মা-কে মনে পড়ে না জনের, তবে তার একটা ফটো দেখেছিল।

'তারপর মায়ের কি হলো, গ্র্যান্ডপা?'

'চলে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর এখানে আর মুখ দেখানোর জো ছিল না তার।'

'তুমি কোন খোঁজ করোনি?'

'করেছি। তোমাকে সেন্ট লুইসে তোমার আন্ট জুলির ওখানে রেখে অনেক খোঁজ করেছি ওর, কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি।'

বাবা-মায়ের করুণ কাহিনী শুনে ব্যথায় ভরে গেল জনের বুক।

'নিশ্চয় মারাত্মক কিছু ঘটেছিল,' বলে চললেন গ্র্যান্ডপা। 'নইলে অবশ্যই চিঠি লিখত। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, একটা কাজ খুঁজে পেলে আমাকে চিঠি লিখে তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।'

তারপর আর কিছুই জানতে চাইল না জন। আরও কিছুক্ষণ গুম হয়ে চেয়ারে বসে রইলেন গ্র্যান্ডপা, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অতল ভাবনায় তলিয়ে গেল জন। এ শহরের লোকজন ওর বাবা-মা-র প্রতি ভাল আচরণ করেনি। ওদের কটূক্তি ও বক্রদৃষ্টির কারণেই মা-কে শহর ছাড়তে হয়েছিল। রাস্তায় ও যখন আক্রান্ত হয়েছিল তখনও কেউ ওর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, আর এখন ওর মৃত বাবাকে জড়িয়ে ওর নামে কুৎসা রটাচ্ছে। করোনারের

বইঘর.কম

জুরিও হয়তো ওকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে পুরবে।

ভাবতে ভাবতে কখন নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, গির্জায় দশটা বাজার ঘণ্টাধ্বনি শুনে ঘুম ভাঙল। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল, শরীর ভীষণ হালকা লাগছে, খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। অল্পক্ষণ পর একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন গ্র্যান্ডপা।

গ্র্যান্ডপার আনা মাংস, রুটি, সুপ ও দুধ খেয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করল ও। খাওয়া শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল, সারাটা রাত নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে সকাল সাতটার দিকে উঠল।

ওঅশ স্ট্যান্ডে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরে নিল ও, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। শরীর এখনও দুর্বল লাগছে, বাম বাহু এবং শরীরের অন্যান্য ক্ষতগুলোয়ও ভীষণ ব্যথা, তবুও আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে চায় না ও। স্টোরের চাকরিটা হারালে চলবে না, তাছাড়া প্রেমিকা কিটির সঙ্গে দেখা করে ওর মনোভাবও জানা দরকার।

শহরবাসীদের কথা ভাবতেই মাথায় রাগ চেপে গেল জনের। ওরাই ওর বাবাকে মেরেছে, ওর মা-কে ঘরছাড়া করেছে, এখন ওকেও বিনা দোষে শাস্তি দিতে চাইছে।

গ্র্যান্ডপাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিচেনে ঢুকে একাকী নাস্তা সেরে নিল ও, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। মাথাটা ভীষণ চক্কর দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন রাস্তার মাঝখানে পড়ে যাবে।

পা টিপে টিপে কোনমতে মিস্টার হোয়াইটের জেনারেল স্টোরে এলো ও। স্টোরকীপার ওর দিকে সহানুভূতি মাখা দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে ফ্লোরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার হোয়াইট,' বলল জন। 'আজ সকালে কাজে আসতে পারিনি বলে। তোমাকে বোধহয় সপ্তাখানেক

boighar.com

একাই চালিয়ে নিতে হবে। আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই...'

'দুঃখিত, জন,' তেমনি বিব্রত ভঙ্গিতে ফ্লোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল স্টোরকীপার। 'তোমাকে আগেই বলব বলে ভেবেছিলাম, এখন ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে, আমি বোধহয় তোমাকে ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারব।'

'অথচ আগে তুমি আমাকে কিছুই জানাওনি,' আশাহত কণ্ঠে বলল জন। 'কালকের ঘটনার সঙ্গে এর কোন যোগসূত্র আছে কি-না বুঝতে পারছি না।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, ওর কথার জবাব দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করল না। 'আমার অফিসে এসো, তোমার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি।'

স্টোরের পেছনে অফিসে এসে মিস্টার হোয়াইটের কাছ থেকে প্রতিদিন আধ ডলার করে বাইশ দিনের বেতন বুঝে নিল জন, তারপর আবার স্টোরের দিকে হাঁটা ধরল। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন আলাপ করছিল দুই মহিলা, ওকে দেখে অপ্রস্তুত ভাবে থেমে গেল, বোঝাই যাচ্ছে ওর ব্যাপারেই আলাপ করছিল ওরা।

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে রাস্তায় নেমে এলো ও; পশ্চিমে ক্যানারি হাউজের দিকে চলল। ওটা কিটিদের বাড়ি। ওকে দেখে বাড়ির দিক থেকে দৌড়ে এলো মেয়েটা, ওর হাত ধরে রাস্তার পাশে একটা লাইলাক ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল।

'তুমি বেশি ব্যথা পাওনি তো, জন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল পনেরো বছর বয়সী সুন্দরী কিটি। ওর সোনালী চুলের একটা গোছা কপাল থেকে সরিয়ে দিল জন। বলল, 'জখমটা তেমন মারাত্মক নয়। বোধহয় তাড়াতাড়ি সেরে উঠব।'

'ঠিক কাজই করেছ তুমি, জন। যা করেছ সেজন্যে আমি তোমাকে নিয়ে গর্ব বোধ করি।'

'তাহলে এই দলে তুমি একা। মিস্টার হোয়াইট এইমাত্র

বইঘর.কম

আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিল।'

'তুমি কাল যা করেছ সেজন্যে?'

'নয়তো কি? যাক্, আমি আহত হয়েছি জেনেও তুমি আমাকে দেখতে এলে না যে?'

'আমি যেতে চেঁয়েছিলাম···কিন্তু বাবা যেতে দেননি। উনি বললেন···'

'কি বললেন তোমার বাবা?'

'ওটা কোন ব্যাপার নয়, জন। আমি যে তোমাকে ভালবাসি সেটাই আসল কথা।'

'আমাকে খুলে বলো, কিটি,' একগুঁয়ে শোনাল জনের কণ্ঠ। 'আমার জানা দরকার।'

কিটিকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল জন, 'তোমার বাবা কি বলেছেন সেটা আমার জানা দরকার।'

হঠাৎ অঝোর ধারায় অশ্রু নেমে এলো কিটির দুগাল বেয়ে। জনের বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ওর পিঠে হাত রেখে জন বলল, 'আমার জানা দরকার, নইলে তোমাকে পীড়াপীড়ি করতাম না।'

মাথা তুলল কিটি, রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'বাবা বললেন: তুমি নাকি তোমার বাবার মত হয়েছ। তোমার শরীরেও তোমার বাবার বদ রক্ত আছে। আমাকে এই বলে শাসিয়েছেন যে তোমার সঙ্গে ফের দেখা করলে পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবেন।'

জবাবে কিছু বলার সুযোগ পেল না জন। হঠাৎ মাটি ফুঁড়েই যেন উদয় হলো কিটির বাবা।

'শুয়োরের বাচ্চা!' হুঙ্কার ছাড়ল গাট্টাগোট্টা লোকটা, জনের ডান হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে কিটির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে লোকটার গায়ের ওপরই পড়তে যাচ্ছিল জন, বোধহয় ও পাল্টা হামলা করতে যাচ্ছে ভেবে ওর মুখে জোরসে ঘুসি হাঁকাল কিটির বাবা।

boighar.com

বসে পড়ল জন, নাক দিয়ে দর-দর করে রক্ত ঝরছে। ক্রন্দনরত কিটির বাহু ধরে ওকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল ওর বাবা।

গোটা শহরটার উপর বিষিয়ে গেল জনের মন। এখানকার লোকজন ওর বাবা-মায়ের সর্বনাশ করে ছেড়েছে, এখন ওরও শেষ দেখতে চাইছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতে হবে, নইলে ওর বাবার মত ওকেও খুন করে ফেলবে এরা।

তিন

উঠে দাঁড়াল জন, রুমাল দিয়ে নাকের রক্ত মুছে হন্-হন্ করে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল। রাগে মাথা গরম, কালকের লোক দু'টোর মতই কিটির বাবাকেও খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

নাহ্, কিংস্টনে ওর আর থাকা চলে না, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। কলোরাডোতে সোনার সন্ধানে যেতে পারে ও। তারপর একদিন বড়লোক হয়ে আবার কিংস্টনে ফিরে আসবে, কিটিকে বিয়ে করে সুখের সংসার পাতবে। তখন কিংস্টনের লোকজন ওকে সমীহের চোখে দেখবে।

কিছু টাকাও আছে ওর হাতে। স্টোরে কাজ করে চল্লিশ ডলার জমিয়েছে, আজ মিস্টার হোয়াইটের দেয়া এগারো ডলার সহ ধরলে মোট একান্ন ডলার। ওতে নিশ্চয়ই পথ খরচা হয়ে যাবে।

ঘরের দরজায় গ্র্যান্ডপার সঙ্গে দেখা হলো। বৃদ্ধের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। 'এ শরীরে বাইরে যাওয়া ঠিক হয়নি তোমার;

বইঘর.কম

জন।'

জন বলল, 'মিস্টার হোয়াইট আমাকে বরখাস্ত করেছে, গ্র্যান্ডপা। আর কিটির বাবা বলে দিয়েছে কিটি আর কখনোই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

'চাকরি হারিয়েছ, তাতে কি? আরেকটা চাকরি জোটানো যাবে। আর কিটির বাবাও হয়তো একসময় মত বদলাবে।'

'আমি কিন্তু তা মনে করি না, গ্র্যান্ডপা। আমি এখান থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না গ্র্যান্ডপা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনকে লক্ষ করলেন। তারপর বললেন, 'কথাটা তুমি মন থেকে বলেছ তো, জন?'

'অবশ্যই। এ শহরটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, এখানে আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না। দেখছ না, কিটির বাবা আমার নাকের কী হাল করেছে?'

'কোথায় যাবে বলে ভাবছ? সেন্ট লুইসে তোমার আন্ট জুলির কাছে ফিরে যাবে?'

মাথা নাড়ল জন। 'পশ্চিমে যাব হয়তো। কলোরাডোতে সোনার সন্ধানে যাবার কথা ভাবছি।'

সেন্ট লুইসে আন্ট জুলির সঙ্গে ছ'মাস আগে পর্যন্ত থেকেছে জন। ওখানে আবার ফিরে গিয়ে বেচারিকে আর কষ্ট দিতে চায় না।

'কবে যাবে বলে ভাবছ?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ইনকোয়েস্ট শেষ হলেই চলে যাব। ওরা আমাকে জেলে পুরবে বলে মনে করো?'

'মনে হয় না। তোমাকে জেলে পোরার মত যথেষ্ট যুক্তি নেই ওদের হাতে। যাবার সময় বুড়ো ডিউককে নিয়ে যেতে পারো। সাথে স্যাডলটাও নিতে পারো। ঘোড়াটা আমি এখন আর তেমন ব্যবহার করি না।'

boighar.com

'ধন্যবাদ, গ্র্যান্ডপা।'

গ্র্যান্ডপাকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল জন।

ঘটনার এক সপ্তাহ পর ইনকোয়েস্ট হলো। গ্র্যান্ডপা জনকে নিয়ে কোর্ট হাউসে এলেন। মিস্টার হোয়াইট, মিস্টার ও মিসেস ক্যানারিকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কিটি নেই।

কাউন্টি করোনার প্রথমে জনের মুখে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনলেন। তারপর সাক্ষীদের ডাকা হলো। মিস্টার হোয়াইট সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম। সে-ও ঘটনার দিন অন্যদের মতই বুলস আই কিংবা জনকে কোন সাহায্য না করে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। তবুও ওদের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করা হলো না।

শেষ পর্যন্ত করোনার রায় দিলেন। 'জন পার্কার কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ছিল আত্মরক্ষামূলক।'

গ্র্যান্ডপার সঙ্গে কোর্ট হাউস ত্যাগ করল জন। লোকজনের চেহারা দেখে মনে হলো হতাশ হয়েছে। হয়তো ওর কঠিন শাস্তি আশা করেছিল। জনের ইচ্ছে হলো সব ক'টার গালে একটা করে চড় কষিয়ে দেয়। এরাই ওর বাবাকে খুন করেছে, ওর মা-কে কিংস্টন ছাড়া করেছে। ওরাই আবার বুলস আইর ওপর হামলার সময় নিষ্ক্রিয় থেকেছে। ওকে নির্যাতন করা হচ্ছে দেখেও একটা আঙুল নাড়েনি।

গ্র্যান্ডপা ওর সঙ্গে তেমন কথা বললেন না, তবে পুরোটা বিকেল ও সন্ধ্যা ধরে ওকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বোঝা যাচ্ছে, বৃদ্ধ চাইছেন না ও কিংস্টন ছাড়ুক। কিন্তু জন জানে, এ জায়গা ওকে ছাড়তেই হবে, নইলে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে ও।

পরদিন সকালে বুড়ো ডিউকের পিঠে স্যাডল চাপাল ও। গ্র্যান্ডপা ওকে দুই স্যাডলব্যাগ ভর্তি খাবার ও কাপড়-চোপড় দিলেন। স্যাডলের পেছনে একটা ব্ল্যাঙ্কেট রোলও বেঁধে দিলেন।

স্যাডলে চাপল জন। গ্র্যান্ডপা ভাঙা গলায় বললেন, 'মাঝে-মধ্যে চিঠি লিখে তোমার অবস্থা জানিয়ো, জন।'

'শিওর,' জন বলল, বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে একটু হাসারও চেষ্টা করল। 'বিদায়, গ্র্যান্ডপা।'

'বিদায়।'

রাস্তায় পৌঁছে আবার পিছু ফিরে চাইল ও। গ্র্যান্ডপা এখনও পোর্চে দাঁড়িয়ে, বেদনামাখা দৃষ্টিতে ওর চলে যাওয়া দেখছেন। শেষবারের মত গ্র্যান্ডপার উদ্দেশে হাত নেড়ে পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল ও। যাবার আগে একবার কিটিকে দেখে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সে-ইচ্ছে জোর করে দমন করল।

শহর থেকে মাইল দশেক পশ্চিমে একটা ঝরনার পাড়ে থামল ও, ঘোড়ার পানি পান শেষ হলে নিজেও পান করল। আরও দশ মাইল এগিয়ে আবার থামল। সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে ততোক্ষণে।

একটা গাছের ছায়ায় বসে স্যাডলব্যাগ থেকে মাংস-রুটি বের করে খেল ও, তারপর বিশ্রাম নিতে লাগল। অল্পক্ষণ পর ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, এক রাইডার ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর সামনে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল রাইডার। লোকটা কিংস্টনের কেউ নয়, কিন্তু ওকে ওখানে দেখেছে জন।

শক্তপোক্ত গড়নের পঞ্চাশোর্ধ্ব এক লোক, দাড়ি-গোঁফ পেকে ধূসর হয়ে গেছে। ওর মাঝখানটা মোটা, শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট, বলিষ্ঠ দুই বাহুতে কিলবিল করছে পেশী। জনের দিকে তাকিয়ে সব ক'টা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'তুমি নিশ্চয় জন পার্কার, যে কিংস্টনে দু'জন মানুষকে খুন করেছে।'

কিসের যেন একটা অস্বস্তি খচ্-খচ্ করছে জনের মনে। উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। খাবার খেতে এখানে থেমেছিলাম।'

'এত অসামাজিক হলে চলে কি করে, বাছা?' বলল লোকটা।

boighar.com

'তুমি কি বুড়ো এড হুইলারকে খাবার খেতেও ডাকবে না?'

'দুঃখিত, মিস্টার হুইলার। আমার কাছে খাবার কম, সামনের শহরে পৌঁছার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

যেন মনে আঘাত পেয়েছে এমন চেহারা করল লোকটা, স্টিরাপে পা গলিয়ে স্যাডল থেকে নামল। এখনও ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু ওর চোখজোড়া অত্যন্ত শীতল। ওকে পাশ কাটিয়ে ঘোড়ার দিকে যেতে চাইল জন, কিন্তু লোকটা ওর শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

জন নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেই একটা দশাসই পাঞ্চ কষল লোকটা ওর নাক বরাবর, টাল সামলাতে না পেরে সটান ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল জন।

উঠে বসল ও। বলল, 'আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি, মিস্টার হুইলার। আসলে তুমি কি চাও?'

'আমি চাই, বেচারা বুড়ো এড হুইলারের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু সাথে থাকলে ঝটপট দিয়ে দাও।'

ওর সর্বস্ব লুট করতে চাইছে লোকটা, বুঝতে পারল ও। এড হুইলার বোধহয় বুঝতে পেরেছে, জন আর কিংস্টনে ফিরে গিয়ে শেরিফকে নালিশ জানাবে না। তাছাড়া জানালেই বা কি, হুইলার ততক্ষণে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যাবে।

এখন দু'টো পথ খোলা জনের সামনে। লড়াই করা, কিংবা দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া। শেষে লড়াই করারই সিদ্ধান্ত নিল ও, কিন্তু হাতের কাছে পাথর, লাঠি বা অন্য কিছু দেখতে পেল না।

পা জোড়া ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এড হুইলার, ঠোঁটের প্রান্তে এখনও ঝুলছে বিশ্রী হাসিটা।

'কি হলো, বয়?' তাড়া লাগাল তস্কর। 'পকেট খালি করবে, নাকি লড়বে? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো। আমি তো আর আজীবন অপেক্ষায় থাকতে পারি না।'

উঠে দাঁড়াল জন। বলল, 'আমি তোমাকে একটা পাই

বইঘর.কম

পয়সাও দেব না।'

'ঠিক আছে, এসো তাহলে।'

সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে লোকটাকে। মুখের বিশ্রী হাসি আরও বিস্তৃত হলো। আগে বাড়ল। সামনে এগোল জনও। সমবয়সীদের সঙ্গে লড়ার অভিজ্ঞতা ওর রয়েছে, কিন্তু বয়স্ক কারও সঙ্গে আগে কখনও লড়েনি।

নগ্ন উল্লাস এড হুইলারের চেহারায়, কিন্তু চোখ জোড়ার শীতল ভাব অপরিবর্তিত। কাছে এসে হঠাৎ গতি বদলে ডানে সরে গেল জন, সাথে সাথেই জোরে ঘুসি চালাল লোকটার মাথার পাশে।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেন নিরেট পাথরে বাড়ি খেয়ে ফিরে এলো জনের মুষ্টি। চক্রাকারে ঘুরতে লাগল জন লোকটার চারপাশে। মওকা খুঁজছে। হঠাৎ দু'হাতে ওর দু'বাহু জাপটে ধরল এড হুইলার, বাম বাহুর ক্ষতস্থানে আঘাত লাগায় ককিয়ে উঠল জন।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ও, পারছে না, যেন অসুরের শক্তি লোকটার শরীরে। হঠাৎ ওর বাম বাহু ছেড়ে দিয়ে মুক্ত হাতে ওর নাক-মুখে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল লোকটা। মাথা ঝিম্-ঝিম্ করছে, নাকের ফুটো ও মুখের অন্যান্য ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো।

একটা বস্তার মত ঘাসের ওপর ছুঁড়ে মারল ওকে এড হুইলার। দম ফাটানো হাসিতে ফেটে পড়ল, যেন দারুণ উপভোগ করছে ব্যাপারটা। জনের পাঁজরে জোরসে কয়েকটা লাথি চালাল, প্রায় অজ্ঞান শরীরটা কয়েক হাত দূরে গড়িয়ে গেল।

উবু হয়ে বসে জনের পকেটে হাত চালাল লোকটা। 'এবার দেখি, বাছা, বুড়ো এডের জন্য পকেটে কি রেখেছ?'

গড়িয়ে সরে যেতে চাইল জন। পারল না। শরীরটা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে আছে। ওর পকেট থেকে মোট একান্ন

boiqhar.com

ডলার হাতিয়ে নিল এড হুইলার। বাবার একমাত্র স্মৃতি রূপার ঘড়িটাও নিয়ে নিল। উঠে দাঁড়াল লোকটা। ওর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল জন। তারপর ঘোড়ার খুরের শব্দও শুনল। চলে যাচ্ছে তস্কর।

জনের চারপাশটা অন্ধকার হয়ে এলো। যখন জ্ঞান ফিরল, চারদিকে আঁধার নেমেছে। বাম বাহুর ক্ষতটায় ভীষণ ব্যথা। নাক-মুখের দশাও খারাপ। চোখজোড়া প্রায় বুজে যাওয়ায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। খটখটে শুকনো জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটল ও, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের স্বাদ অনুভব করল।

পাশের ঝরনায় জল বয়ে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মৃদুমন্দ বাতাস গাছের পাতায় ঝির্-ঝির্ শব্দ তুলেছে। ভীষণ ঠাণ্ডাও পড়ছে, শীতে জমে যাবার দশা হয়েছে ওর। তেষ্টায় কণ্ঠ তালু শুকিয়ে কাঠ। চারপেয়ে প্রাণীর মত হামা দিয়ে ঝরনার দিকে চলল ও। ডান পাঁজরের প্রচণ্ড ব্যথায় পিঠটা বাঁকা হয়ে গেল। লোকটার লাথিতে পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে কি না কে জানে।

মনে হচ্ছে আর বাঁচবে না ও। তবে কোনভাবে টিকে গেলে এড হুইলারকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেয়ার পণ করল।

সঙ্কীর্ণ ঝরনাটার পাশে এসে পানিতে নাক-মুখ ডুবিয়ে দিল ও। হাত দিয়ে রক্ত পরিষ্কার করল। তারপর আঁজলা ভরে পানি খেল। চোখের পাতায় লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার হওয়ায় দৃষ্টি কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওকে জানে না মেরে ভুল করেছে লোকটা, ভাবল জন, কারণ ওকে খুঁজে বের করে সমুচিত শাস্তি দেবে ও। প্রথম সুযোগেই একটা অস্ত্র যোগাড় করবে, তারপর আরও ভাল করে প্র্যাকটিস করবে। কেউ আর কোনদিন ওর সর্বস্ব লুট করতে পারবে না, কিংবা ওকে ল্যাসোর ফাঁসে আটকাতে পারবে না।

চারপাশে তাকিয়ে ডিউককে খুঁজল ও। কোথাও নেই। ধক্

বইঘর.কম

করে উঠল বুকের ভেতরটা। তবে কি ঘোড়া আর অন্যান্য জিনিসপত্রও নিয়ে গেছে এড হুইলার?

চার

জন জানে, এখন ওর সামনে মাত্র দু'টো পথ খোলা। বিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে কিংস্টনে ফিরে যাওয়া, কিংবা সামনে এগিয়ে যাওয়া। ফিরে গেলে লোকজনের উপহাস ও বক্রদৃষ্টি মেনে নিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে। এদিকে এড হুইলারও পার পেয়ে যাবে। শেরিফকে রিপোর্ট করলেও সে এড হুইলারকে ধরতে পারবে না। ধরার চেষ্টা করবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সর্বাঙ্গে ব্যথা। ভীষণ ঠাণ্ডাও লাগছে। বাড়িতে গরম বিছানা ও গ্র্যান্ডপার আদর যত্নের কথা মনে পড়ায় ফিরে যেতে প্ররোচিত হলো ও, অবশেষে মনের সঙ্গে লড়াই করে আগে বাড়ারই সিদ্ধান্ত নিল।

অন্ধকার রাত, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, তারার আলোয় পথ চিনে চলতে হচ্ছে ওকে। নির্জন প্রেয়ারি, কোথাও কোন ঘরবাড়ি কিংবা জনমানবের চিহ্ন নেই। কয়েকবার হোঁচট খেল ও, তবুও পশ্চিম দিকেই এগিয়ে চলল। এভাবে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে সারা রাত হাঁটল। ওর আশঙ্কা, অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে সে ঘুম হয়তো আর কখনোই ভাঙবে না।

সূর্য উঠল অবশেষে। সকালের সোনালী রোদে চারদিক ঝলমলিয়ে উঠল। আবহাওয়াও গরম হয়ে উঠল দ্রুত। পশ্চিমে

boighar.com

এগুচ্ছে জন, অনিদ্রা ও ক্লান্তির কারণে হোঁচট খাচ্ছে বার বার। সঙ্গে খাবার কিংবা টাকা-পয়সা নেই। কিন্তু খাবারের উৎস জানা থাকলে প্রেয়ারিতে না খেয়ে মরতে হয় না কাউকে।

দুপুরের দিকে একটা ঝরনার পাড়ে থেমে কিছু বুনো শেকড় উপড়ে খেল ও, একটা গাছে কিছু পাকা চায়না স্ট্রবেরীও পাওয়া গেল। খাবার পেটে পড়তেই কিছুটা চাঙ্গা বোধ করল, আবার হাঁটতে শুরু করল জন।

বিশাল দেশ ক্যানসাস। সুদূর পশ্চিমে কয়েকশো মাইল দূরের ঢেউ খেলানো পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। পায়ে হেঁটে অতদূর পথ পাড়ি দেয়া অসম্ভব। সামনেই কোথাও থামতে হবে ওকে, কাজ করে হাতে কিছু পয়সা জমাতে পারলে একটা ঘোড়া আর পিস্তল কিনে আবার রওনা দেবে। যেভাবেই হোক, এড হুইলারকে খুঁজে ও বের করবেই।

সারাটা দিন কোন ঘরবাড়ি, মানুষ কিংবা ট্র্যাক চোখে পড়ল না জনের। বিকেলের দিকে দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সূর্যের তেজ কমে আসার সাথে সাথে ঠাণ্ডা জেঁকে বসছে ক্রমে। আরেকটা রাত গরম পোশাক বা আশ্রয়বিহীন অবস্থায় কাটাতে হলে নির্ঘাত ঠাণ্ডায় মারা পড়বে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দূরে একটা খামারবাড়ির ছাদ দেখে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল ওর। গরম খাবার ও আশ্রয় কি মিলবে তাহলে? ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ততক্ষণে, শরীরের টাল সামলানো কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

ফার্ম হাউজটার উঠোনে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বার্ন থেকে বেরিয়ে এলো মাঝবয়সী এক লোক, জনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমি জন পার্কার,' দুর্বল কণ্ঠে বলল ও। 'কাল দুপুরে কিংস্টনের বিশ মাইল পশ্চিমে এক তস্কর আমাকে আক্রমণ করে, আমার ঘোড়া আর জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে গেছে।'

বইঘর.কম

বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হোমস্টেডার বলল, 'তো আমি কি করতে পারি তোমার জন্য?'

'আমার কিছু খাবার আর আশ্রয়ের দরকার। পরে কাজ করে সব পুষিয়ে দেব।'

মাথা দোলাল লোকটা। আবার বার্নে ঢুকল। ওর গাই দোহনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক বাদে দুধভর্তি বালতি হাতে আবার বেরিয়ে এলো ও।

'পাম্পে হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ির ভেতরে এসো,' বলল লোকটা।

পাম্পে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলো জন। দু'জন মহিলাকে দেখতে পেল: একজন বৃদ্ধা, অন্যজন কমবয়সী। হোমস্টেডারের মা এবং স্ত্রী, ধারণা করল ও। ডাইনিং টেবিলে ওর জন্য খাবার নিয়ে এলো কমবয়সী মহিলা। গোগ্রাসে গিলল ও, যেন একমাস ধরে কিছু খায়নি।

ওর খাওয়া শেষ হলে লোকটা বলল, 'বার্নে গিয়ে ঘুমোতে পারো তুমি। তবে ধূমপান চলবে না।'

জন বলল, 'আমার সঙ্গে কোন ম্যাচ নেই।'

'ভাল,' মাথা দোলাল লোকটা। 'তুমি এখানে কেবল থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করতে পারবে।'

'কিন্তু আমার টাকার দরকার। পশ্চিমে যাবার পথ খরচার জন্য।'

'দুঃখিত, বাছা। আমার হাতে কোন টাকা-পয়সা নেই।'

পুরো রাত নিঃসাড়ে ঘুমাল ও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল। এড হুইলারের পেছনে ছুটছে ও। অবশেষে মুখোমুখি হলো দু'জন...

ভোরে হোমস্টেডারের হাঁকডাকে ঘুম ভাঙল ওর। সর্বাঙ্গে ব্যথা। নাক-মুখের ফোলা কমলেও ব্যথা বরং বেড়েছে। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর উঠোনে এলো। সূর্য সবে উঠতে শুরু করেছে।

boiqhar.com

ব্রেকফাস্ট সেরে হোমস্টেডারের নির্দেশে কোরালে গাই দোয়ালো ও, তারপর দু'টো ষাঁড়ের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে মাঠে এলো। জোয়ালে লাঙল জুড়ল লোকটা, কিভাবে জমি চষতে হয় শিখিয়ে দিল ওকে।

কষ্টকর কাজ। জনের এ শরীরে তো বটেই। অল্পতেই হাঁফিয়ে উঠল ও। শরীরের ব্যথা বেদনা বেড়েই চলেছে, বাম বাহুর ক্ষতটার মুখ খুলে গিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। এড হুইলারের লাথিতে জখম পাঁজরের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠল। ইচ্ছে হলো সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যাবে কোথায়?

কয়েক ঘণ্টা এক নাগাড়ে জমি চষল ও, তারপর বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল। তখনই এক রাইডারকে ওর দিকে আসতে দেখল। কাছে এসে ঘোড়ার রাশ টানল লোকটা, ওর বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে তোমার, বাছা?'

'আমাকে মার-ধর করা হয়েছে।'

'কে করল কাজটা? কোথায়?'

'লোকটা নিজের নাম বলেছে এড হুইলার। কিংস্টনের বিশ মাইল পশ্চিমে ঘটেছে ঘটনাটা, গত পরশু দুপুরে।'

আরও কাছে এসে ওকে দেখল লোকটা। 'তুমি জন পার্কার?'

'হ্যাঁ। কিভাবে জানলে?'

'অনুমান। কিংস্টনে তোমার ব্যাপারে সব জেনেছি। শুনেছি তুমি পশ্চিমের পথে রয়েছ।'

'এড হুইলার আমার ঘোড়াটা কেড়ে নেয়ার আগে পর্যন্ত তাই ছিলাম।'

'এখন আরেকটা ঘোড়া কেনার জন্য কাজ করছ?'

'না। এখানে আমি কেবল থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করছি।'

'আমি পশ্চিমে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে যেতে পার আমার সঙ্গে।'

সন্দেহমাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল জন। যেন জনের

বইঘর.কম

মনোভাব বুঝতে পেরেই লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তোমার মত লোকদের পছন্দ করি, তাই সাথে যেতে বলছি। কিংস্টনে তুমি কী দুঃসাহস দেখিয়েছ তা আমি শুনেছি।'

সুদর্শন লোকটা, বয়স পঁয়ত্রিশের মত। মাঝারি উচ্চতা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, এড হুইলারের মতই শক্তপোক্ত পেশিবহুল শরীর, কিংস্টনের শেরিফ বাড আর্থারের মতই বিশাল গোঁফ, বুলস আইর খুনী দু'জনের মতই চওড়া কার্নিশের হ্যাট মাথায় চাপিয়েছে। কিন্তু ডান হাতটা অকেজো, কনুই থেকে ঝুলছে।

জন বলল, 'দাঁড়াও, এক মিনিট, আমি জোয়াল খুলে ষাঁড়গুলো কোরালে দিয়ে আসি।'

ও জানে না লোকটা কেন ওকে সাথে নিয়ে যেতে চাইছে। জানার ইচ্ছেও নেই। পশ্চিমে যাবার একটা সুযোগ মিলেছে, এতেই ও খুশি। এবার এড হুইলারকে খুঁজে বের করবে ও। দুর্বৃত্ত হয়তো ভাববে ও আহত এবং সঙ্গে কোন ঘোড়াও নেই, তাই অসতর্ক থাকবে।

ওর চলে যাবার কথা শুনে মুখ গোমড়া করল হোমস্টেডার। কিন্তু জনের ধারণা, থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে যথেষ্ট কাজ করেছে ও। লোকটার পেছনে ঘোড়ার পিঠে চড়ল, পশ্চিমে এগিয়ে চলল ওরা।

কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পরিচয় দিল আগন্তুক। 'আমার নাম বেন কুপার। বাড়ি টেক্সাস।'

ওর বাড়িয়ে দেয়া নুলো হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল জন, হাতটার কেন এ দশা হয়েছে সেটা জানতে চেয়েও মত পাল্টাল।

পুরো দিন পশ্চিমে এগিয়ে চলল ওরা। ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে বেন কুপার, যাতে সহজে ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে না যায়। সন্ধ্যা নামার পরও কোন শহর চোখে পড়ল না ওদের। পথে কেবল দু'টো হোমস্টেড দেখেছে।

একটা ঝরনার পাড়ে থামল ওরা। কুপার ঘোড়ার পিঠ থেকে

boighar.com

জিন খসাল। ঘোড়া বাঁধার ফাঁকে শুকনো কাঠ যোগাড় করতে শুরু করল জন। আগুন জ্বালিয়ে স্যাডলের পেছনে বাঁধা কালো হয়ে যাওয়া একটা প্যান এনে উনুনে চাপাল কুপার। তারপর একটা গানিশ্যাক থেকে খাবার বের করল। ঝটপট ফ্ল্যাপ জ্যাক, সল্টপর্ক ও কফি তৈরি করে ফেলল ও। বোঝা যায়, রান্নার কাজে প্রচুর দক্ষতা রয়েছে।

একটা মাত্র প্লেট ও গ্লাস থাকায় জনকে প্রথমে খেতে ডাকল কুপার, একটা শ্যাক থেকে গিটার বের করে আগুনের পাশে বসে গিটার বাজিয়ে গান ধরল। গলাটা সাধারণ, কিন্তু বেশ দরদ দিয়ে গাইছে ও, এ বুনো নির্জনতায় অত্যন্ত করুণ আর মিষ্টি লাগছে গানটা।

'বিলি ভেনেরো হার্ড দেম সে
ইন অ্যান আরিজোনা টাউন ওয়ান ডে,
দ্যাট আ ব্যান্ড অভ অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানস
ওয়্যার আপন দ্য ট্রেইল অভ ডেথ।
হার্ড দেম টেল অভ মার্ডার ডান
থ্রী মেন কিল্‌ড্ ইন রকি রান··· '

গানটা শুনতে শুনতে খাওয়া শেষ করল জন। তারপর কুপার খেতে বসল। খাওয়া শেষ করে ঝরনায় গিয়ে বালি দিয়ে গ্লাস-প্লেট মেজে ধুলো, তারপর আগুনের পাশে ফিরে এসে ফসরৎ করে একটা সিগারেট রোল করল। জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এড হুইলারকে তাড়াতাড়ি ধরতে চাইছ তুমি, জন?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিয়ে আবার ট্রেইলে নামব আমরা।'

কুপারের প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠল জন। ওর ধারণা ছিল, এড হুইলারের প্রসঙ্গ হয়তো লোকটা এতক্ষণে ভুলেই গেছে। লতা-

বইঘর.কম

পাতা বিছিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল ও। এড হুইলারের মুখোমুখি হবার মুহূর্তটা কল্পনা করছে।

একটা পিস্তল দরকার ওর। সেদিন একতরফা পিটুনি দিয়েছে ওকে তস্করটা। হাতাহাতি লড়াইয়ে ওর সঙ্গে এখনও পেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই। তবে হাতে একটা পিস্তল থাকলে···

'তোমার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে, মিস্টার কুপার?' জানতে চাইল জন।

'একটা সিক্স শূটার আছে, আমার স্যাডলব্যাগে।'

'এড হুইলারের সঙ্গে দেখা হলে আমাকে ওটা ব্যবহার করতে দেবে?'

'আগে কখনও সিক্স শুটার ব্যবহার করেছ?'

'সেন্ট লুইসের শূটিং গ্যালারিতে কয়েকবার প্র্যাকটিস করেছি।'

'শুধু অস্ত্র চালাতে জানলেই হবে না, নিশানাও নিখুঁত হতে হবে। দেখি, সুযোগ পেলেই আমি তোমাকে প্র্যাকটিস করাব।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার কুপার।'

লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল জনের মন। অথচ তার পরিচয়টাই জানা হয়নি এখনও।

পুরো দিনের খাটুনিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল জন, কুপারের ডাকে ধড়মড় করে জেগে উঠল।

'আমাদের যাত্রার সময় এসে গেছে, জন। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

অল্পক্ষণের মধ্যে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা, তারার আলোয় পথ চিনে নিয়ে সারা রাত অবিরাম পশ্চিম দিকে চলল। অবশেষে পুব দিগন্তে সূর্যটা উঁকি দিতেই ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল কুপার।

ঝুঁকে পড়ে মাটিতে ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখছে লোকটা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দু'টো ঘোড়ার ট্র্যাক। এড হুইলারও হতে পারে।'

boighar.com

আবারও ট্র্যাক পরীক্ষায় মন দিল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর বলল, 'এড হুইলারই, জন। কাল রাতে এদিক দিয়ে গেছে।'

'সামনে কোনও শহর পড়বে?'

'দশ মাইল পশ্চিমে। শহরটার নাম চেরোকি স্ট্রাইপ।'

আবার পথ চলতে লাগল ওরা। জন ভাবছে, ট্র্যাকটা গত রাতের হয়ে থাকলে এড হুইলার হয়তো চেরোকি স্ট্রাইপেই গেছে। ওকে সেখানে কিংবা তার পশ্চিমে কোথাও পাওয়া যাবে। জনের মন বলছে, আজই এড হুইলারের মুখোমুখি হতে পারবে ও।

পাঁচ

ট্রেইলের পাশে একটা সাইনবোর্ডের লেখা পড়ে ওরা জানতে পারল, চেরোকি স্ট্রাইপ আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। ট্রেইল ছেড়ে ঘন গাছ-পালার দিকে এগোল কুপার, এক জায়গায় এসে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল। জনও নামল তার দেখাদেখি।

স্যাডলব্যাগ থেকে অস্ত্র বের করে আনল কুপার। একটা পুরোনো আর্মি কোল্ট পিস্তল। বহু ব্যবহারে মসৃণ বাঁট। ওটা জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আজই যদি এড হুইলারের দেখা পাও, তাহলে আগেভাগে তৈরি থাকা উচিত তোমার।'

পিস্তলের নল তুলে দূরের একটা ছোট পাথরে নিশানা ঠিক করল জন, হ্যামার কক করে ট্রিগার টিপল। পাথর থেকে বালি খসাল গুলি।

বইঘর.কম

সন্তুষ্টির ভাব বেন কুপারের চেহারায়। 'রাজি রাখতে পারি, তুমি একজন জাত পিস্তলবাজ, জন।'

এবার আরও দূরের একটা টার্গেট দিল কুপার জনকে। একটা গাছের গুঁড়িতে গুলি লাগাতে হবে। পর পর কয়েকবার গুলি করল ও। সব ক'টা গুলি প্রায় একই জায়গায় গিয়ে বিঁধল।

এবার রীতিমত সমীহের ভাব ফুটে উঠল কুপারের চেহারায়। বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, তুমিই সেই লোক, যাকে মনে মনে এতদিন খুঁজছিলাম...'

কিছু বুঝতে না পেরে জন জানতে চাইল, 'কথাটার মানে কি, মিস্টার কুপার?'

'কিছু না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল লোকটা। 'চলো, এবার রওনা দেয়া যাক।'

অস্ত্রটা জনের কাছ থেকে নিয়ে রিলোড করে আবার ওকে ফিরিয়ে দিল কুপার। 'এটা তোমার কাছে থাক,' বলে স্যাডলে চাপল। জনও পেছনে উঠে পড়ল। জীবনে এই প্রথম বারের মত কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করছে।

এবার জোরে ঘোড়া ছোটাল কুপার। প্রবল ঝাঁকুনিতে বাম বাহু আর পাঁজরের জখমে প্রচণ্ড ব্যথা লাগছে, ঠোঁট কামড়ে সেটা সহ্য করে গেল জন। এড হুইলারকে ধরতে যে কোন ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে রাজি ও।

অবশেষে চেরোকি স্ট্রাইপে পৌঁছল ওরা। একটা ক্রীকের পাড়ে শহরটা। উত্তরে উঁচু ব্লাফ, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। কিংস্টনের চেয়েও শহরটা ছোট। মেইন স্ট্রীটের একপাশে চারটে এবং অপর পাশে ছয়টা দালান। আর রয়েছে ডজনখানেক লিভিং স্যাক।

হোটেলের সামনে থামল বেন কুপার, স্যাডল বুট থেকে রাইফেলটা নিয়ে নিচে নামল। জনও নামল, বেল্টে গোঁজা পিস্তলটা ঠিকঠাক করে রাখল, যাতে দরকার পড়লেই বের করে

boighar.com

আনতে পারে।

হোটেলের পোর্চে বসে আড্ডা দিচ্ছে কয়েকজন বয়স্ক লোক। কুপার জানতে চাইল, 'এড হুইলার নামের কেউ আজ রাতে এ হোটেলে উঠেছে?'

একজন জানতে চাইল, 'লোকটা দেখতে কেমন?'

বেন. কুপার এড হুইলারের চেহারার বর্ণনা দিতেই মাথা দোলাল লোকটা। 'হ্যাঁ, এখানেই ছিল।'

'এখনও আছে?'

'কে জানে। কাল গভীর রাতে শহরে ঢুকেছিল। আজ আমরা আসার আগেই চলে গেছে কি-না জানি না।'

'তুমি এখানে অপেক্ষা করো, জন,' কুপার বলল। 'আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসি।'

হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল ও। শরীরে টান-টান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে জন। দু'তিন মিনিট পর দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে আসছে এড হুইলার।

হার্টবিট বেড়ে গেল জনের। ওকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তস্কর, বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে চোয়াল।

'আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছ?' জন বলল।

'কিছুটা হয়েছি বইকি,' বিস্ময়ের বদলে এবার দেঁতো হাসি ফুটে উঠল কুপারের মুখে। ধীর পায়ে সামনে এগুলো, একটা টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। 'কী চাও? মরতে?'

'আমি তোমাকে আইনের হাতে তুলে দিতে চাই।' শান্ত গলায় বলল জন।

হুইলার কয়েক কদম এগুতেই কোমরে হাত রেখে জন বলল, 'ব্যাস! দাঁড়াও! আমাকে গুলি করতে বাধ্য কোরো না।'

থমকে দাঁড়াল এড হুইলার। বাম হাতে এখনও দাঁত খোঁচাচ্ছে।

হঠাৎ হোটেলের দরজার দিক থেকে একটা চিৎকার শোনা

গেল। 'জন, সাবধান; ওর কাছে পিস্তল!'

চকিতে লোকটার ডান হাতের দিকে তাকাল জন। ব্যাক পকেট থেকে একটা খুদে ডবল ব্যারেল ডেরিঞ্জার বের করে আনছে হুইলার। দ্রুত কোমরে হাত চালাল জন। বেন কুপারের চিৎকারে খানিকটা হতচকিত হয়ে পড়েছিল এড হুইলার, সেটাই জনকে বাঁচিয়ে দিল।

ড্র করল জন। বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখে জনের দিকে তাকাল লোকটা, সত্যিই ওর হাতে পিস্তল উঠে এসেছে। জনের গুলি এড হুইলারের কপালে লাল একটা গর্ত সৃষ্টি করল। ডেরিঞ্জার থেকে বেরিয়ে আসা লক্ষ্যহীন গুলি জনের পায়ের কাছে ধুলো ওড়াল। পরমুহূর্তে গাছের গুঁড়ির মত ধপ্ করে মাটিতে পড়ল হুইলার।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে জন। ওর মনে হলো যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেছে সবকিছু। সামনে এগিয়ে এলো বেন কুপার, হাঁটু গেড়ে বসে এড হুইলারের পালস্ পরীক্ষা করে দেখল—কোন সাড়া নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা একাত-ওকাত করল কুপার। 'মারা গেছে ও।' জনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। 'ও তোমার কাছ থেকে কয় ডলার ডাকাতি করেছে, জন?'

'একান্ন ডলার। সাথে আমার ঘোড়া আর একটা রূপার ঘড়িও নিয়ে গিয়েছিল।'

আবার হাঁটু গেঁড়ে বসে মৃতের শার্টের পকেটে হাত চালাল কুপার। ঠিক তখুনি হোটেলের দরজার দিক থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল।

'থামো, মিস্টার! তোমরা একটা লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে টাকা-পয়সা লুট করবে, সেটি হতে দিচ্ছি না আমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে জন দেখল, হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাঝ বয়েসী ভারিক্কি চেহারার এক লোক। ভেস্টের পকেটে শোভা পাচ্ছে ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ।

'লোকটা আমাকে জখম করে আমার ঘোড়া আর টাকা-পয়সা

boighar.com

লুট করেছিল, ডেপুটি,' বলল জন। 'তাছাড়া এখানে সবাই দেখেছে, ও-ই আগে পিস্তল বের করেছিল। আমি কেবল আত্মরক্ষার খাতিরে...'

'থামো, তুমি!' ধমকে উঠল ল-ম্যান। 'কে দোষ করেছে না করেছে সেটা কোর্ট বুঝবে। আমি এখন তোমাদের দু'জনকে জেলে পুরব।'

উঠে দাঁড়িয়েছে বেন কুপার, ওর রাইফেলের মাজল সোজা ডেপুটির বুক বরাবর তাক করা।

'তোমার পাওনা বুঝে নাও, জন!' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল কুপার।

'ওর কথায় কান দিয়ো না, বয়,' বলল ডেপুটি। 'ও তোমাকে আউট-ল বানাতে চাইছে।'

'তোমার কথা জানি না, জন,' বলল কুপার। 'কিন্তু কোর্ট বসার আগ পর্যন্ত কয়েকটা দিন জেলে পচে মরার ইচ্ছে আমার অন্তত নেই। তাছাড়া ওই একচোখা ডেপুটি সুবিচার করবে তারই বা গ্যারান্টি কি? হয়তো মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।'

কুপারের কথাগুলো মনে ধরল জনের, লাশটার দিকে হেঁটে গেল। এমনিতেই আইনের প্রতি খুব একটা আস্থা নেই ওর।

লাশের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে একান্ন ডলার গুনে নিয়ে ওটা আবার যথাস্থনে রেখে দিল ও, তারপর শক্ত হয়ে যাওয়া হাতের কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে নিল।

'এটা আমার বাবার,' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জন। 'আমার ঘোড়া আর টাকা-পয়সার সাথে এটাও লুট করেছিল ও।'

'তোমরা এসব করে পার পাবে না, মিস্টার!' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ডেপুটি।

হাতে ধরা রাইফেলের মাজল নাচাল কুপার। বলল, 'তুমি তোমার ঘোড়ায় ওঠো, জন। আমাদের পিছু নিতে যেয়ো না, ডেপুটি।'

বইঘর.কম

লোকটার চেহারায় ডর-ভয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, কিন্তু কিছু বলে লাভ হবে না জেনে চুপ করে থাকল। এড হুইলার নিজের ঘোড়ার সঙ্গে জনের ঘোড়াটাও হিচ রেইলে বেঁধে রেখেছে। পিছিয়ে এসে ওটার বাঁধন খুলে পিঠে চাপল জন। কুপারও তাই করল। জোর কদমে আবার পশ্চিম দিকে ঘোড়া ছোটাল ওরা।

কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকিয়ে থামল কুপার। 'ঘোড়া এবং জিনিসপত্র ফিরে পেয়ে তুমি খুশি হয়েছ, জন?'

মাথা দোলাল জন। একটা অস্বস্তি খচ্-খচ্ করছে ওর মনে। মনে হচ্ছে যেন ঝামেলা থেকে নিস্তার নেই ওর। যেখানেই যাবে, ঝামেলা ওকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

বেন কুপারের প্রতি কৃতজ্ঞ ও। লোকটা ওকে সাহায্য না করলে হয়তো এখনও সেই ফার্ম হাউজেই পড়ে থাকত ওকে। তাছাড়া চিৎকার দিয়ে সতর্ক করে না দিলে এড হুইলার হয়তো ওকে খুনই করে ফেলত।

কোন অন্যায় কাজ করেনি ওরা। এড হুইলারকে খুন না করে কেবল টাকা এবং জিনিসপত্র উদ্ধার করতে চেয়েছিল জন। কিন্তু লোকটা অস্ত্র বের করায় সে-ও গুলি করতে বাধ্য হয়েছে।

নীরবে পথ চলছে ওরা। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জন। 'তুমি কি মনে করো ডেপুটি আমাদের পিছু নেবে?'

'নিতে পারে। যদি পাসি যোগাড় করতে পারে।'

'আর যদি না পারে? তাহলে কি হবে?'

'কী আর হবে।'

'তাহলে কি আমাদের নামগুলো ওয়ানটেড-এর তালিকায় লেখা হয়ে যাবে?'

ভুরু কুঁচকে জনের দিকে তাকাল কুপার। বলল, 'চাইলে জেলে পচে মরার জন্য চেরোকি স্ট্রাইপে ফিরে যেতে পারো তুমি। আমি কিন্তু ওসবের মধ্যে নেই।'

boighar.com

কাঁধ ঝাঁকাল জন, আর কথা না বাড়িয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল। কিছুদূর এসে পিস্তলটা বেল্ট থেকে বের করে কুপারের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এটা রাখো। সামনের শহরে আমি একটা কিনে নেব।'

'ততক্ষণ পিস্তলটা তোমার কাছেই রাখো। বলা যায় না, আবার কখন দরকার হয়ে পড়ে।'

পিস্তলটা আবার বেল্টে গুঁজে কুপারের পিছু পিছু চলতে গিয়ে ওর পিঠের দিকে তাকাল জন। মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। লোকটা কেন ওকে সাহায্য করতে চাইছে? সেটা কি ওকে পছন্দ করে বলে? নাকি এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

মনের অস্বস্তির ভাবটা কাটছে না কিছুতেই। ওর বয়স মাত্র সতেরো, অথচ এরই মধ্যে তিন-তিনজন মানুষ খুন করেছে, ভবিষ্যতেও হয়তো বেঁচে থাকার তাগিদে আরও মানুষ মারতে বাধ্য হবে।

ছয়

এক নাগাড়ে এক সপ্তাহ ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলল ওরা। প্রতিদিন বিশ-ত্রিশ মাইল করে এগুচ্ছে। পথে কিছু শহর ও জনপদ পড়ল, কিন্তু জন যে রকম পিস্তল কিনতে চাইছে সে রকম কোথাও পাওয়া গেল না। ও চাইছে পয়েন্ট থারটি এইট ক্যালিবারে রূপান্তরিত একটা নেভী কোল্ট। কুপারের পিস্তলটা এখনও ওর বেল্টে গোঁজা, মনে হচ্ছে কুপারও সেটাই চাইছে।

বইঘর.কম

প্রতি দিনই সন্ধ্যা নামার পর সুবিধাজনক জায়গায় ক্যাম্প করে ওরা, সুযোগ পেলেই পিস্তলটা দিয়ে প্র্যাকটিস করে জন, আঁধার নামলে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে গিটার বাজিয়ে করুণ সুরে গান ধরে কুপার।

কুপারের কথায় নিজের উপর আস্থা বাড়ছে জনের। ওর ধারণা, জন একজন জাত পিস্তলবাজ। সেটা ও প্রমাণও করেছে। যে কোনও টার্গেটই সহজে ভেদ করতে পারে ও। কুপার ওকে ফাস্ট ড্রয়ের নানান কলাকৌশল শিখিয়ে দিল। সপ্তাহ শেষে দশ-বারো গজ দূরে তিন ইঞ্চি একটা পাথরের গায়ে ছয়বারের মধ্যে পাঁচবারই গুলি লাগাতে সক্ষম হলো ও।

ভূমির গড়ন ক্রমেই বদলে যেতে শুরু করেছে। ওরা যতই পশ্চিম দিকে এগুচ্ছে, শহর ও জনপদের সংখ্যা কমছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমের শত শত মাইল বিস্তৃত অবারিত প্রেয়ারি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদের।

কুপারকে প্রথম প্রথম অবিশ্বাস করত জন, কিন্তু লোকটার আচরণে ক্রমে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এসে গেল। কুপার একদিন কথায় কথায় জানাল, গুলি লেগে তার ডান হাতটা অকেজো হয়ে যাবার পর থেকে ওই হাতে ও আর পিস্তল চালাতে পারে না।

একসময়ে রেলট্র্যাকে এসে পৌঁছল ওরা, ওটা ধরে এগিয়ে চলল। কুপার জানাল ট্র্যাকটা অ্যাবিলিন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। বিখ্যাত এ বুনো শহরটার কাহিনী শুনেছে জন, এখন ওটা স্বচক্ষে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। টেক্সাসের দিক থেকে ক্যাটল ড্রাইভগুলো এখনও এসে না পৌঁছলেও শহরটাতে কর্মচাঞ্চল্যের নাকি কমতি নেই।

অবশেষে অ্যাবিলিন পৌঁছে গেল ওরা। শহরটার সাইজ দেখে অবাক হলো জন। চারটে হোটেল, দশটা বোর্ডিং হাউজ, পাঁচটা জেনারেল স্টোর, দশটা সেলুন গুনল ও। আরও রয়েছে অগুনতি দোকান-পাট এবং অন্যান্য স্যাক। দালানগুলো কিংস্টনের

boighar.com

দালানের মত নয়, বেশির ভাগই উঁচু ফলস ফ্রন্টেড একতলা অ্যাডোবি।

দালানগুলোর পেছনে মূল বিজনেস স্ট্রীটের পাশে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন জমতে থাকা খালি টিন, হাড় ও অন্যান্য আবর্জনার স্তূপ। হাজার হাজার ইঁদুরের বাস ওখানে।

রেলট্র্যাকের উত্তরে ভদ্রলোকরা বাস করে। ট্র্যাকের দক্ষিণে শহরের অংশটার নাম টেক্সাস টাউন। টেক্সাস থেকে ক্যাটল ড্রাইভগুলোর সঙ্গে আসা কাউহ্যান্ডদের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে শহরের এই অংশটা। এখানেই রয়েছে আপেলজ্যাক, ওল্ড ফ্রেইট, বুলস হেড এবং অ্যালামোর মত বিখ্যাত সেলুনগুলো। অ্যালামো সেলুনের তিন সেট ডবল ডোর রয়েছে। কুপার জানাল ওয়াইল্ড বিল হিকক্ শহরে এলে অ্যালামোকেই তার হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করে।

টেক্সাস টাউনের একটা লিভারি স্টেবলে ঘোড়া দু'টো রাখল ওরা। একটা সাইনবোর্ডে লেখা: 'শহরে অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।' অথচ গুলির আঘাতে সাইনবোর্ডটারই করুণ দশা হয়েছে। কুপারের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ও বলল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই। সাইনবোর্ডের ওই নির্দেশনামার পরোয়া করে না এখানকার কেউ।'

একটা সেলুনে ঢুকল দু'জন। দু'টো বিয়ারের অর্ডার দিল কুপার, ফ্রী লাঞ্চ কাউন্টার থেকে দু'প্লেট খাবার বেড়ে নিল ওরা। খাওয়ার পর একটা মার্কেন্টাইল স্টোরে ঢুকল। একটা পুরো শো-কেস ভর্তি নানান ধরনের অস্ত্র দেখতে পেল জন। ওর পছন্দের পিস্তলও রয়েছে। আঠারো ডলার দিয়ে কিনল ও পিস্তলটা, একটা হোলস্টার এবং দুই বাক্স কার্তুজও কিনল।

কুপার বলল, গোটা প্রেয়ারি পড়ে থাকতে পয়সা খরচ করে কামরা ভাড়া নেয়া বোকামি। তাছাড়া আবহাওয়াও বেশ চমৎকার। এক শ্যাক খাবার নিয়ে শহরের বাইরে এসে একটা

বইঘর.কম

ঝোপের আড়ালে ক্যাম্প করল ওরা।

নতুন কেনা পিস্তলটা দিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করার জন্য তর সইছিল না জনের। হোলস্টারের বেল্টটা ওর কোমরের তুলনায় বড় হওয়ায় আরও কয়েকটা ফুটো করে দিল কুপার, তারপর ওকে ওটা পরার কলাকৌশল শিখিয়ে দিল। ডান উরুতে নিচু করে হোলস্টার বাঁধার সুবিধে সম্পর্কে কুপার বলল, এতে করে প্রয়োজনের সময় সহজে হাতের নাগালে পিস্তল পাওয়া যায়। এখানে লোকজন প্রায় সরাই কোমরে পিস্তল ঝোলায়, যাদের হাত চালু তারাই সাধারণত টিকে থাকে।

কুপার জানাল, এককালে পিস্তলে খুব চালু ছিল ও। ওর নাম টেক্সাসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ডান হাতটা অকেজো হয়ে যাবার পর ওটা দিয়ে গিটার বাজানো এবং রাইফেলের ট্রিগার টেপা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

আঁধার নামার আগ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করল জন। কুপার ওকে সাহায্য করল। উপদেশ দিল: 'শুধু কোমরে পিস্তল ঝোলালে চলবে না, ওটার ব্যবহারও ভাল করে জানতে হবে। পিস্তল সাথে রাখলে যে-কোন সময়েই হামলার শিকার হতে পারো তুমি, আর না রাখলে এড হুইলাররা সব সময়ে তোমার উপর চড়াও হবে।'

কুপারের কথাই ঠিক, মনে মনে স্বীকার করে নিল জন। সেদিন ওর সাথে পিস্তল থাকলে এড হুইলার কখনোই ওকে ওভাবে পেটাতে পারত না, কিংস্টনে দুর্বৃত্তদের একটা রাইফেল ছিনিয়ে নিতে না পারলে ওকেও হয়তো বুলস্ আইর ভাগ্য বরণ করে নিতে হত।

রাত নামার পর আগুন জ্বেলে সাপার তৈরি করল কুপার। খাওয়ার পর জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মদ্যপান করতে সেলুনে চলে গেল সে। ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিল জন, মনে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

রাত তিনটের দিকে ওর ঘুম ভাঙাল কুপার। পুরোপুরি মাতাল

boighar.com

হয়ে এসেছে লোকটা। এই প্রথম ওকে মাতাল হতে দেখল জন। সেন্ট লুইস এবং কিংস্টনে প্রচুর মাতাল দেখেছে ও, কিন্তু সব সময় তাদের এড়িয়ে গেছে।

ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে কুপার, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভুর-ভুর করে হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে। জড়িত কণ্ঠে বলল, 'জন, তাড়াতাড়ি ওঠো। শহরে ফিরে গিয়ে ওই কুত্তীর বাচ্চাটাকে উচিত শাস্তি দিতে চাই আমি।'

উঠে বসে দু'হাতের পিঠে চোখ কচলাল জন। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, ঘাসের ওপর কুয়াশার মিহি প্রলেপ জমেছে।

'ঘুমিয়ে পড়ো, বেন,' জন বলল, 'সকালে জেগে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'না!' শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল মাতাল লোকটা। 'তুমি এক্ষুণি তৈরি হয়ে নাও, আপটাউনে ফিরে গিয়ে ওই কুত্তীর বাচ্চাটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।'

'তুমি কার কথা বলছ, বেন?'

'স্যাম হেনরি ওর নাম।'

'লোকটা তোমার কি ক্ষতি করেছে?'

'ও সেলুন ভর্তি লোকজনের সামনে আমার নুলো হাতটা নিয়ে ঠাট্টা-মশ্‌করা করেছে।'

'আমি এখন ঘুমাব, বেন,' জন বলল। 'প্লীজ, আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল কুপার। 'তবে কি এজন্যই তোমাকে সাহায্য করেছিলাম? আমার যেই সাহায্যের দরকার হলো, অমনি তুমি মুখের ওপর না করে দিলে?'

রেগে উঠল জনও। বলল, 'আমাকে কি করতে বলছ তুমি? তোমার পক্ষ হয়ে স্যাম হেনরিকে খুন করতে বলছ?' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'তবে কি প্রথম থেকে আমাকে নিয়ে তোমার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল? তুমি আমাকে সাহায্য করেছ

বইঘর.কম

কেবল নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য? আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ঘোড়ার মত ব্যবহার করতে চাইছ, তোমার এমন কোন শত্রু আছে যাকে ওই অকেজো হাতের কারণে খুন করতে পারছ না, কিন্তু সেটা করাতে চাইছ আমাকে দিয়ে।'

হঠাৎ সচল হয়ে উঠল কুপারের বাম হাত, জনের ডান গালে জোরসে চড় কষাল। উঠে দাঁড়াল জন, পোশাক পরতে শুরু করল। কুপার বলল, 'কোথায় চললে, জন?'

'যেদিকে খুশি। তোমার সঙ্গে আর নয়। স্টেবলে গিয়ে আমার ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাব।'

'এক মিনিট, জন,' অনুতপ্ত কণ্ঠ কুপারের। 'তোমাকে চড় মারার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি। কাজটা ঠিক করিনি।'

কোন জবাব না দিয়ে ব্লাঙ্কেট রোল ও জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল জন।

'জন, শোনো প্লীজ,' কুপারের নেশা পুরোপুরি উবে গেছে। 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনও তোমার গায়ে হাত তুলব না।'

'তুমি জাহান্নামে যাও, বেন কুপার।'

'পাগলামো কোরো না, জন। আমি স্বীকার করছি, তোমাকে দিয়ে একটা ব্যক্তিগত কাজ করাতে চাইছি, তবে তার বদলে তোমাকে সেরা করে তুলব আমি।'

ব্ল্যাঙ্কেট রোল আর স্যাডলব্যাগ মাথায় তুলে শহরের পথ ধরল জন। পেছন থেকে কুপার মরিয়া হয়ে বলল, 'জন, আমরা দু'জনই ওয়ানটেড। এড হুইলারকে খুন করা আর ডেপুটিকে অস্ত্র দেখিয়ে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য।'

থমকে দাঁড়াল জন। 'তুমি কিভাবে জানলে এসব?'

'এখানকার মার্শাল চেরোকি স্ট্রাইপ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে।'

'ও তোমাকে টেলিগ্রামটা দেখিয়েছে?' সন্দেহমাখা দৃষ্টিতে কুপারের দিকে তাকাল জন।

boighar.com

'ও আমার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছে। আমি সতেরো বছর বয়সী কোন ছেলেকে নিয়ে পথ চলছি কি-না তা জিজ্ঞেস করেছে।'

কুপার সত্যি কি মিথ্যা বলছে জানে না, তবুও ভীতির একটা শীতল স্রোত উঠে এলো জনের শিরদাঁড়া বেয়ে। স্রেফ আত্মরক্ষার জন্য এড হুইলারকে খুন করেছে ও, তাতেই রাতারাতি আউট-ল বনে গেল? অথচ মাত্র দু'সপ্তাহ আগেও শান্ত, সুবোধ বালক বলে পরিচিত ছিল। কত দ্রুত বদলে যেতে পারে একটা মানুষের জীবন।

'আমরা দু'জনই যদি আউট-ল হই তবে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই উচিত, বেন।'

'আলাদা হবার দরকার নেই। তবে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছাড়তে হবে।'

কোন কথা বলল না জন। ওর মন বলছে, কুপারকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। পিস্তলে হাত যথেষ্ট চালু হলেও এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি রয়ে গেছে ওর।

'তাহলে তুমি এখানে অপেক্ষা করো,' কুপার বলল। 'আমি ঘোড়া নিয়ে এখুনি আসছি।'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লোকটা। কাকে খুন করতে চাইছে? যে লোকটা গুলি করে চিরতরে ওর হাতটা অকেজো করে দিয়েছে তাকে?

চরম অস্বস্তিতে ভুগছে জন। কিংস্টন ছাড়ার পর থেকেই লক্ষ্যবিহীনভাবে পথ চলেছে ও। কলোরাডো টেরিটোরিতে যেতে চেয়েছিল প্রথমে, কিন্তু এখন কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না।

কুপার ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসে আগুন জ্বেলে বেকনভাজা ও কফি তৈরি করল। খাওয়ার পর আগুন নিভিয়ে আবার স্যাডলে চাপল দু'জন, দিনের আলো ফোটার আগেই দশ মাইল পশ্চিমে চলে এলো।

বইঘর.কম

'চেরোকি স্ট্রাইপের ঘটনাটা নিয়ে ভেবো না, জন,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে কুপার বলল। 'ওটা একসময় সবাই ভুলে যাবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, বেন?' জন জানতে চাইল।

'দক্ষিণে গেলে বোধহয় মন্দ হয় না। ওদিকে টেলিগ্রাফ লাইন নেই, চেরোকি স্ট্রাইপের ঘটনাও কেউ জানবে না।'

'দক্ষিণে মানে টেক্সাসে?' রোমাঞ্চিত হলো জন। 'ভালই হয় তাহলে। টেক্সাস দেখার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।'

দক্ষিণে মোড় নিল ওরা। বিপদসঙ্কুল ইন্ডিয়ান টেরিটোরি পাড়ি দিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। চলার পথে যখনই সময় পেল, জনকে ফাস্ট ড্রয়ের কলাকৌশল শেখাল কুপার। ক্রমে জনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, পিস্তলটা ওর শরীরেরই একাংশ–জীবনে আর কখনোই পিস্তল ছাড়তে পারবে না ও।

সাত

কুপারের উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি নেই জনের। লোকটা ওকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বলি দিতেও দ্বিধা করবে না।

দক্ষিণে চলতে চলতে প্রচুর প্র্যাকটিস করল জন। প্রত্যেক সেটলমেন্টে থেমে গুলি কিনল। গুলি ফুরিয়ে এলে খালি পিস্তল দিয়ে প্র্যাকটিস চালিয়ে গেল।

ফাস্ট ড্রয়ের হাজারো খুঁটিনাটি কায়দা ওকে শিখিয়ে দিল কুপার। কখনও দরজা-জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসবে না, কোন

boighar.com

লোককে বিশ্বাস না হলে ওর বাম দিকে অবস্থান নেবে, এমন কোন অবস্থানে থাকবে না যাতে পিস্তল বের করতে অসুবিধে হয়, মাটিতে দাঁড়ানো প্রতিপক্ষকে ঘোড়ার পিঠ থেকে মোকাবেলা করতে যেয়ো না।

হোলস্টারে কখনও তেল মাখতে যেয়ো না, তবে মাঝে-মধ্যে স্যাডল সোপ কিংবা সাধারণ সাবান দিয়ে ধুতে পারো। তেল চামড়াকে নরম করে ফেলে এবং সময় মত পিস্তল বের করতে অসুবিধে হতে পারে। কোনও লোকের হাতের গতিবিধির চেয়ে চোখের দিকে লক্ষ রাখা জরুরী, কারণ চোখ দেখে মনোভাব আঁচ করা সহজ। সাবধানী না হলে এক মুহূর্তের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে জান খোয়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

কুপারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করছে জন, প্রত্যেক বার প্র্যাকটিস করতে গিয়ে নিত্য-নতুন কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পেরে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। বাবাকে ওর মনে পড়ে না, কিন্তু কুপারের মনে যা-ই থাকুক না কেন এ-মুহূর্তে লোকটা তার বাবার ভূমিকা পালন করছে।

বয়স্কদের তুলনায় সতেরো বছর বয়সী তরুণের পক্ষে কোন কিছু আয়ত্ত করা সহজ। এ বয়সে শরীর-মন সতর্ক থাকে, পেশী সজীব ও বেগবান থাকে। জনের দক্ষতা দেখে প্রশংসা উপচে পড়ে কুপারের চেহারায়, কিন্তু কোন মন্তব্য করে না। একদিন বলল, 'ফাস্ট ড্র ছাড়াও আরও অনেক কিছু শিখতে হবে তোমাকে। প্রথম গুলিতেই কাজ সারতে না পারলে দ্রুতগতি কোন কাজে আসবে না। তাড়াহুড়ো করলে গুলি ফস্কে যেতে পারে, তাই ঠাণ্ডা মাথায়, নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, ড্র করতে হবে।'

অন্য একদিন বলল, 'একজন গানফাইটারের খ্যাতি তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তাতে তার প্রতিপক্ষ তাড়াহুড়ো করে এবং সহজেই কুপোকাৎ হয়।'

বইঘর.কম

ইন্ডিয়ান টেরিটোরি পেরিয়ে টেক্সাস পৌঁছল ওরা অবশেষে, কয়েকদিনের মধ্যে কানাডিয়ান রিভার পেরিয়ে রেড রিভারের দিকে চলল। কোমাঞ্চিদের হামলার ব্যাপারে সতর্ক ওরা। কুপার জানিয়েছে, এ মুহূর্তে কোমাঞ্চিরা শান্ত, তবে দু'জন সাদা মানুষকে একা পেয়ে হামলা করেও বসতে পারে।

মে মাস চলছে। রেড রিভারের একশো মাইল দক্ষিণে এসে প্রথম টেক্সাসগামী ক্যাটল ড্রাইভের দেখা পেল ওরা।

একটা সমতল মেসার ওপর থেকে বিশাল গরুর পালটা দেখা যাচ্ছে। কমপক্ষে তিন হাজার গরু হবে। চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঘোড়ার রেমুডা মূল দলের পাশাপাশি চলেছে। উড়ন্ত ধুলোর মেঘ, ড্রোভারদের হাঁক-ডাক, গরুর হাম্বা রব, ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি–সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। এত দিন গ্রেট ক্যাটল ড্রাইভের দৃশ্য কল্পনায় দেখেছে জন, এখন স্বচক্ষে দেখে অভিভূত হলো।

মেসার চূড়ায় অনড় বসে থেকেও ড্রোভারদের চোখে পড়ে গেল। তিনজন রাইডার ঘোড়া ঘুরিয়ে এগিয়ে এলো, ওদের সাত-আট গজ দূরে থাকতে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল, সন্দেহমাখা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

সামনের লোকটার বয়স পঞ্চাশের মত। বিশালদেহী লোক, মেদহীন পেটা শরীর, চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ। মুখে অনেকদিনের না কামানো দাড়ি, কাঁচা-পাকা বিশাল এক জোড়া গোঁফ, কাঁধ অবধি নেমে আসা চুলে অন্তত দু'মাস নাপিতের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। পরিষ্কার আকাশের মত নীল চোখ জোড়ার দৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন। ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা জানতে চাইল, 'তোমরা দু'জনই, নাকি আরও কেউ আছে?'

'না, দুজনই,' বলল কুপার।

লোকটা আবার বলল, 'চাকরি লাগলে বলো, আমি লোক খুঁজছি। সপ্তাখানেক আগে স্ট্যাম্পিডে আমার তিনজন লোক মারা গেছে। এখান থেকে অ্যাবিলিন পর্যন্ত যেতে জনপ্রতি চল্লিশ ডলার

boighar.com

করে পাবে। কিন্তু তার আগে কেটে পড়তে চাইলে এক পয়সাও পাবে না। খাবার ফ্রী।'

কুপারের দিকে তাকাল জন। ও নিজে ক্যাটল ড্রাইভে যোগ দিতে ইচ্ছুক। লক্ষ করল, বয়স্ক লোকটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টার এবং কুপারের অকেজো ডান হাতটার দিকে তাকাচ্ছে।

কুপারকে দ্বিধা করতে দেখে জন বলল, 'আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজি, মিস্টার। আমি অবশ্য আগে কখনও ক্যাটল ড্রাইভ করিনি, তবে ম্যানেজ করতে পারব বলে আশা রাখি।'

ওর দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'রেমুডার সঙ্গে চলবে তুমি, স্লিম গ্যারিকে সাহায্য করবে। আর হ্যাঁ, পিস্তলটা সবসময় হোলস্টারেই রেখো। এখানে আমি কোন ঝামেলা চাই না।'

কোন কথা না বলে মাথা দোলাল জন। ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল র‍্যাঞ্চার। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেও চোখের শীতল ভাব অপরিবর্তিত রইল। 'আমি ফ্রান্সিস বেকন, আর এই গরুগুলো আমার। তোমাদের কাজে সন্তুষ্ট হলে হোমর‍্যাঞ্চে চাকরি দিতে পারি, যদি তোমরা চাও।'

কুপারকে ড্রাইভের দিকে যেতে নির্দেশ দিল র‍্যাঞ্চার, জন চলল রেমুডার দিকে। চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঘোড়ার একটা পাল, দু'জন মিলে সামলাচ্ছে। ওদের একজন জনেরই বয়সী, বাকিজন বালক, বয়স বছর দশেক হবে।

ওর বয়সী ছেলেটা স্লিম গ্যারি হবে ভেবে সেদিকে এগুলো ও। বলল, 'মিস্টার বেকন আমাকে ভাড়া করেছেন। তোমার কাছে রিপোর্ট করতে বলেছেন।'

হালকা-লম্বা গড়ন ছেলেটার, লিকলিকে শরীর, র-হাইডের মত শক্ত। ফর্সা রঙ রোদে জ্বলে তামাটে রূপ নিয়েছে। ধূসর চোখ, মাথা ভর্তি লম্বা চুল। অবিন্যস্ত। জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম গ্যারি। সবাই আমাকে স্লিম বলেই ডাকে।'

বইঘর.কম

বালকের দিকে তাকাল, 'আর ওর নাম বিলি। বিলি বেকন। বসের ছেলে।'

স্লিমের বাড়িয়ে দেয়া হাত নিজের হাতে তুলে জন বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।'

'ধন্যবাদ,' জবাবে ছেলেটা বলল। 'তোমার কাজ হবে ঘোড়াগুলো যাতে এগিয়ে চলে এবং দলছুট হয়ে না যায় সেটা দেখা।'

মাথা দোলাল জন। ঘোড়া ঘুরিয়ে দূরে চলে গেল স্লিম। গরুর পাল আর রেমুডার মাঝখানে অবস্থান নিল জন। ঘোড়া সামলানো কঠিন কোন কাজ নয়, কিন্তু মূল সমস্যা হলো ধুলো। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ল ওর গোটা শরীরে। নাক-মুখের ফুটো দিয়েও ধুলো ঢুকে পড়ল। চোখের অবস্থা এমন হলো যে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। স্লিম রয়েছে বাতাসের দিকে, কাজেই এসব সমস্যা পোহাতে হচ্ছে না ওকে। এটাই স্বাভাবিক, ভাবল জন, নতুন লোক হিসেবে নোংরা কাজগুলো ওকে দিয়েই করানো হবে।

ঘোড়ার পিঠে একা চলতে গিয়ে ভাবনার সুযোগ পেল ও। নিজের জীবন কিভাবে কাটাবে সেটা নিয়ে ওর কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। বলতে গেলে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এভাবে একটা জীবন চলতে পারে না। সেন্ট লুইসে আন্ট লুসির সঙ্গে থাকার সময় কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, কিন্তু এখন স্টোরের কাজ ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই জানে না।

বাড়ি ছাড়ার সময় কলোরাডোতে সোনা খুঁজতে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা আপাতত হবার নয়। অ্যাবিলিনে ফিরে যাবার ব্যাপারে কুপার আপত্তি জানায়নি কেন বুঝতে পারছে না ও। ওখানে ওরা ওয়ান্টেড হলে ফিরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তবে কি কুপার মিথ্যে বলেছে? ওরা আসলে ওয়ান্টেড নয়?

boighar.com

বিকেলের দিকে গরম এবং ধুলো পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলল। গরু-ঘোড়াগুলোরও মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে, সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়ছে। কঠিন কাজ। মিস্টার হোয়াইটের জেনারেল স্টোরে কাজ করা এর তুলনায় মায়ের কোলে বসে ফিডার চোষার মত, তবুও জন উপভোগ করছে কাজটা।

মিস্টার হোয়াইটের কথা মনে আসতেই কিটির ভাবনা পেয়ে বসল ওকে। কিন্তু কিংস্টনের লোকজনের বিরূপ আচরণের কথা ভেবে মাথা থেকে চিন্তাটা জোর করে সরিয়ে দিল।

বেলা ডোবার সামান্য আগে গাছ-পালা ঢাকা একটা ঝরনার পাড়ে থামল ড্রাইভ। ওখানে আগে থেকেই ক্যানভাসের ছাতঅলা একটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে। চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ কুক আগুন জ্বেলে সাপারের যোগাড়যন্ত্র করছে।

জন, বিলি ফ্রান্সিস ও স্লিম মিলে ঘোড়াগুলো জড়ো করল, গরুর পাল থেকে দূরে ঝরনার নিচের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওগুলো। পানি পান শেষ করে সবুজ ঘাসে চরতে লাগল ঘোড়াগুলো। স্লিম বলল, 'আমি আর বিলি খাবার খেতে যাচ্ছি, ততক্ষণ ঘোড়াগুলো সামলাও, আমরা ফিরে এসে তোমাকে রিলিজ করব।'

কথা বলার ফাঁকে স্লিমকে ওর ডান উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের দিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকাতে দেখল জন।

বইঘর.কম

আট

বিলি আর স্লিম চাক ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়াগুলো সামলাতে কষ্ট হল্যে না জনের। শান্ত দেখাচ্ছে জন্তুগুলোকে, ঘাস খাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পর স্লিম ফিরে এসে ওকে রিলিজ করল।

বেশির ভাগ লোকের খাওয়া হয়ে গেছে। চাক ওয়্যাগনের কাছে এসে একটা টিনের প্লেট, গ্লাস, ছুরি ও কাঁটাচামচ নিল জন। বাবুর্চি ওর বাড়িয়ে দেয়া প্লেটে গরম স্ট্যু বেড়ে দিল। একটা প্যান থেকে বিস্কুট নিয়ে খাওয়া শুরু করল ও। খাওয়া সেরে এক কাপ গরম কফি নিয়ে চুমুক দিতে লাগল, কুপারের কথা ভাবছে।

কুপারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হয় আগে খাওয়া সেরেছে, নয়তো এখনও ছাড়া পায়নি। কোন দিকে না তাকিয়েও জন বুঝতে পারছে, লোকজন উৎসুক দৃষ্টিতে ওর উরুতে বাঁধা পিস্তলটার দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পেল ও। 'তোমার বয়সের তুলনায় পিস্তলটা একটু বড়,বাছা। তুমি যে কোমরে এতবড় পিস্তল ঝুলিয়েছ সেটা তোমার ড্যাডি জানে?'

চোখ তুলে লোকটার দিকে তাকাল জন। ওর দ্বিগুণ বয়সী এক লোক, লিকলিকে হাড্ডিসার দেহ, মুখে অনেক দিনের না কামানোর দাড়ির জঙ্গল, ঘোলাটে চোখ জোড়ার দৃষ্টি অসম্ভব শীতল, কোমরে জনের মত একই কায়দায় পিস্তল ঝুলিয়েছে।

'ওকে না ঘাঁটিয়ে নিজের মত থাকতে দাও, লেন,' বলল এক

BanglaBook.org

লোক। 'ও কেবল আজই পে রোলে নাম লিখিয়েছে।'

'আমি ওকে আঘাত করিনি,' লেন বলল। 'কেবল বলেছি, পিস্তলটা ওর শরীরের তুলনায় বেমানান। ওটা ওর কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত...'

'চেষ্টা করে দেখবে নাকি, লেন?'

হঠাৎ মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলে নিজেই বিস্মিত হলো জন। ওদিকে কঠোর হয়ে উঠেছে লেনের চেহারা, জনের দিকে এগিয়ে আসছে ধীর কদমে। লোকটার চোখের ভাষা স্পষ্ট বুঝতে পারছে জন। এড হুইলারের চোখেও ওই একই দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল। ওকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলার ইচ্ছে লোকটার।

'আর এক পা-ও এগুবে না,' বলল জন। 'তোমাকে খুন করতে হলে মনে কষ্ট পাব আমি।'

থমকে দাড়াল লোকটা, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে, জনের কণ্ঠের দৃঢ়তায় বোধহয় অবাক হয়েছে।

'আমি সাবধান করে দিচ্ছি,' জন বলল। 'ভবিষ্যতে তুমি কিংবা আর কেউ আমার পিস্তল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে সোজা গুলি করব।'

ইতস্তত করছে লেন, নিজের করণীয় স্থির করতে পারছে না যেন। আগের লোকটা বলল, 'চলে এসো, লেন! গায়ে পড়ে ঝগড়া করা ঠিক হচ্ছে না।'

'তুমি আমাকে নীতিবাক্য শোনাতে এসো না, চার্লি,' চাপা গলায় গরগর করে উঠল লেন। 'আমি এই হারামির বাচ্চাটাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ছি না!'

'তাহলে ড্র করো,' জন বলল। 'তবে আর এক পা-ও এগুবে না।'

জনের কথাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে এক পা এগুলো লেন। সহজাত ক্ষিপ্রতায় হাতে পিস্তল উঠে এলো জনের, মাজলটা লেনের বুক বরাবর তাকিয়ে। দ্রুত আগ বেড়ে দুজনের

বইঘর.কম

মাঝখানে দাঁড়াল চার্লি নামের লোকটা। বলল, 'ড্যামিট, লেন! এখন গোলাগুলি করলে গরুগুলো স্ট্যাম্পিড করবে। এমনিতেই সপ্তাখানেক আগের স্ট্যাম্পিডের ধকল আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল লেন, বুঝতে পারল না জন, দূরে সরে গেল লোকটা। পিস্তলটা হোলস্টারে পুরে রাখল জন। ওর দিকে তাকিয়ে চার্লি বলল, 'এত স্পর্শকাতর হলে চলে কি করে, বাছা? ও কেবল তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল।'

'কিন্তু আমি এ ধরনের ঠাট্টা-মশকরা মোটেই পছন্দ করি না।'

'ও তোমাকে শেষতক আঘাত করত না।'

'কিন্তু মাসখানেক আগে এক লোক করেছিল। পিটিয়ে আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।'

'কোমরে পিস্তল ঝোলালে সব সময় ঝামেলায় পড়বে তুমি। আমার কথা শোনো, বয়, পিস্তলটা স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে রাখো।'

লোকটার কণ্ঠের আন্তরিকতায় অভীভূত হলো জন, লজ্জামাখা কণ্ঠে বলল, 'আমি দুঃখিত, মিস্টার। কিন্তু কোমর থেকে পিস্তল সরাতে পারব না।'

কাধ ঝাঁকিয়ে দূরে সরে গেল লোকটা। চারদিকে তাকিয়ে লেনকে কোথাও দেখতে পেল না জন। আর এক কাপ গরম কফি ঢেলে বসে পড়ল ও, মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অল্প আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটায় ভীষণ বিব্রত বোধ করছে মনে মনে। না চাইতেই বার-বার উটকো ঝামেলা চাপছে ওর ঘাড়ে।

লেনের ভয়ে ভীত নয় ও। বুঝতে পারছে, ওর মাঝে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে, নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে যথেষ্ট আস্থাশীল হয়ে উঠেছে। অথচ কুপার বলেছে, নিজের উপর অতিমাত্রায় আস্থাশীল হয়ে ওঠা কখনও উচিত নয়।

বেন কুপার ঘোড়ায় চেপে ক্যাম্পে এলো, ফ্রান্সিস বেকনও এলো অল্পক্ষণ পর। জনের দিকে তাকিয়ে র‍্যাঞ্চার বলল, 'তুমি

boighar.com

রাতের প্রথম ভাগে রেমুডার পাহারায় থাকবে, মাঝরাতের দিকে স্লিম তোমাকে রিলিজ করবে।'

মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্যাডলে চেপে রেমুডার দিকে চলল জন। বসও হয়তো ঘটনাটা সম্পর্কে জেনেছে, ভাবল ও, ও নির্দোষ জেনেও ওকে হয়তো চাকরিচ্যুত করার কথা ভাববে। স্বভাবতই ক্যাম্পে কোন গণ্ডগোল চায় না র‍্যাঞ্চার, চায় না গোলাগুলি হয়ে তার গরুগুলো স্ট্যাম্পিড করুক।

একটা বিষয় পরিষ্কার জনের কাছে। ড্রাইভে থাকলে লেন ওর পিছু লেগেই থাকবে। হয়তো অ্যাবিলিনে পৌঁছার আগেই লোকটাকে খুন করতে হবে ওর।

প্রতিদিন দশ-বারো মাইল করে উত্তর দিকে এগুচ্ছে ড্রাইভ। প্রতি সকালে সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা পর ড্রাইভ শুরু হয়, চাক ওয়্যাগনটা ধীরে অগ্রসরমান গরুর পালকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, রাত হলে একটা সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করার জন্য থামে।

আগের মতই রেমুডার সঙ্গে চলেছে জন, প্রায় সময়েই বাতাসের উল্টো দিকে। লেনের সঙ্গে ওর আর কোন ঝামেলা হয়নি, তবে লোকটা ওকে দেখলে বিদ্বেষমাখা দৃষ্টিতে তাকায়, কয়েকবার মুখ ভেঙচিও দিয়েছে।

মিস্টার বেকনও ওদের ঝগড়ার কথা শুনেছে। একদিন জনকে শাসাল, আর কখনও পিস্তল বের করলে ওকে তাড়িয়ে দেবে।

রেড রিভার পেরোতে গিয়ে কিছুটা বিপত্তি হলো। উজানের দিক থেকে প্রবল স্রোতের তোড়ে ভেসে আসা বিশাল এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাড়ি খেয়ে জনের ঘোড়াটা ভাটির দিকে ভেসে গেল। ও নিজে কোনমতে তীরে উঠে এসে একটা ঘোড়া নিয়ে ভাটির দিকে চলল। মাইল দুয়েক দূরে এসে দেখল, বুড়ো ডিউক নদীর

বইঘর.কম

কিনারায় মরে পড়ে আছে। ব্যথায় ছেয়ে গেল জনের মন। ঘোড়াটা বাড়ির সঙ্গে ওর সর্বশেষ যোগসূত্র ছিল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে গ্র্যান্ডপার স্যাডলটা খুলে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো ও। মিস্টার বেকন ওকে আরেকটা ঘোড়া দিয়ে দিল।

র‍্যাঞ্চারকে পছন্দ করে জন, ওর কথামত লেনের সঙ্গে ঝগড়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু লেন সুযোগ পেলেই ওকে উত্ত্যক্ত করতে ছাড়ে না, ওর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে।

অবশেষে রেড রিভার পেরোবার এক সপ্তাহ পর একদিন জন লেনকে বলল, 'আমি ঝামেলা চাই না, লেন, কিন্তু তুমি বোধহয় গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছ। অথচ ইচ্ছে করলে আমরা সমস্যাটা সহজেই সমাধান করতে পারি।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল লেন।

'তুমি রাজি থাকলে আজ বিকেলে ক্যাম্প করার পর পুবের পাহাড়ে গিয়ে ব্যাপারটা ফায়সালা করে ফেলতে পারি আমরা। এতে গরুগুলোরও স্ট্যাম্পিডের ভয় থাকবে না।'

'আমি রাজি,' লেন বলল। আসলে রাজি না হয়ে উপায়ও নেই তার, কারণ সে নিজেই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে।

খবরটা দ্রুত ক্যাম্পময় ছড়িয়ে পড়ল। ওদের দু'জনের ওপর মোটা অঙ্কের বাজি ধরল পাঞ্চাররা। লেনের পক্ষেই বাজি ধরল বেশির ভাগ লোক। পুঁচকে ছোঁড়াটার পক্ষে বাজি রেখে টাকা খোয়ানোর ঝুঁকি নিতে চায় না।

ফ্রান্সিস বেকন খবরটা শুনেও নিশ্চুপ রইল। সে-ও সমস্যাটার শেষ চাইছে। অবশেষে বেলা ডোবার ঘণ্টাখানেক আগে পুবের পাহাড় শ্রেণীর দিকে চলল দু'জন। জনের পক্ষে রয়েছে বেন কুপার আর লেনের পক্ষে হার্পার নামে এক কাউবয়।

লেনের চেহারায় বিজয়ীর হাসি, কিন্তু জন নির্বিকার। মাইল খানেক দূরে এসে দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা সমতল জায়গায় থামল কুপার। বলল, 'তোমরা দু'জন স্যাডল থেকে নেমে পড়ো,

boighar.com

পরস্পরের কাছ থেকে দশ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াও।'

কুপারের কথামত কাজ করল দু'জন। টান-টান উত্তেজনা ওদের শরীরে, জানে দু'জনের একজন মারা পড়তে যাচ্ছে অল্পক্ষণের মধ্যেই। কুপার রাইফেল হাতে দূরে সরে দাঁড়াল। হার্পারও তা-ই করল। তার কোমরে একটা পিস্তল ঝুলছে।

লেন বলল, 'কুপারের দিকে লক্ষ রেখো, হার্পার, আমি চাই না কেউ আমার পিঠে গুলি করুক।'

'শিওর।' কাধ ঝাঁকাল হার্পার।

'তাহলে এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যাও তোমরা,' কুপার বলল। 'আমি "রেডি" বললেই ড্র করবে।'

পিছিয়ে যেতে লাগল দু'জন। জনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করল লেন, কিন্তু হাসিটা মুখ ভেংচির মত দেখাল। ছেলেটার নির্বিকার চেহারা ওকে শঙ্কিত করে তুলেছে। যতই পিছিয়ে যাচ্ছে ততই নার্ভাস হয়ে পড়ছে লেন। অথচ সে নিজেই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে, এখন ফেরার আর কোন উপায় নেই।

ওরা পরস্পরের পনেরো ষোলো ফিট দূরে যেতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কুপার, 'রেডি!'

খপ্ করে কোমরে হাত চালাল লেন, অথচ জনের হাত এখনও নড়েইনি। তারপর ঘটল অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। হাজার বার, কয়েক হাজার বার প্র্যাকটিস করেছে জন, সেটা বৃথা গেল না।

সামান্য নড়ে উঠল জনের হাত, এক সেকেন্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে ওর হাতে পিস্তল উঠে এসেছে, ককড্ হয়ে গেছে। ওদিকে লেনের পিস্তল খাপমুক্ত হলেও ওটা এখনও সোজাই করতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে নগ্ন ভীতি জেগে উঠল লোকটার চেহারায়, কিন্তু পিস্তলের মাজল সোজা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল।

'জন! গুলি করো···' চেঁচিয়ে উঠল কুপার, বিকট বিস্ফোরণের

বইঘর.কম

শব্দে ওর কণ্ঠ তলিয়ে গেল।

কয়েক পা পিছিয়ে গেল লেন, ওর পিস্তলের ট্রিগারে চাপ লেগে একটা লক্ষ্যহীন গুলি বেরিয়ে এসে জনের পাঁচ-ছয় ফুট সামনে ধুলো ওড়াল। আবার পিস্তল সোজা করার চেষ্টা করছে লেন। পারছে না। অবশ হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল।

লেনের শার্টের সামনের দিকে একটা লাল বৃত্ত তৈরি হয়েছে। বাম হাত তুলে লাল বৃত্তটা চেপে ধরল, তারপর রক্তাক্ত হাতের তালু চোখের সামনে মেলে ধরল। তখনই বুঝতে পারল, মারা যাচ্ছে।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লেন, কয়েক সেকেন্ড ঠায় বসে রইল, তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—নড়ল না আর।

'হোলি জিসাস!' যেন নিজেকেই শোনাল হার্পার নামের লোকটা। 'এত ফাস্ট ড্র করতে আগে আর কাউকে দেখিনি আমি!'

'আমি চললাম, বেন,' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল জন। লেনের জন্য দুঃখ লাগছে। লোকটাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছিল ও, কিন্তু সে নিরস্ত হয়নি।

এ নিয়ে মোট চারজন মানুষ খুন করল জন। ওর সতেরো বছর বয়সের তুলনায় সংখ্যাটা একটু বেশিই। জানে না, টিকে থাকার জন্য আরও কতজনকে খুন করতে হবে।

boighar.com

নয়

কুপার আর হার্পারকে লেনের লাশ বয়ে আনার জন্য পেছনে রেখে ক্যাম্পে ফিরে এলো জন। কয়েকজন ট্রেইল হ্যান্ড ক্যাম্পে রয়েছে, প্রথম দিন ওর আর লেনের ঝগড়া নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছিল যে লোক, সে-ও আছে। ওকে একা ফিরে আসতে দেখে কি ঘটেছে বুঝে নিল সবাই।

লোকজন অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে, বুঝতে পারছে জন, ভীতি ও ঘৃণা মাখা দৃষ্টি। কারও দিকে না তাকিয়ে ক্যাম্পফায়ারের কাছে এগিয়ে গেল ও, এক প্লেট স্ট্যু নিয়ে বিস্কিট আর কফি সহযোগে খেতে শুরু করল। কেউ কোন কথা বলছে না ওর সঙ্গে, একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে।

জন খাওয়া শেষ করার আগেই লেনের লাশবাহী ঘোড়াটা নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকল বেন কুপার ও হার্পার। ফ্রান্সিস বেকন কয়েকজন ড্রোভারকে একটা কবর খুঁড়তে নির্দেশ দিল।

অল্প দূরে হার্পারকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে ক্রুরা, উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে লোকটা। বলছে ওর ধারণার কথা, ওয়াইল্ড বিল হিকক কিংবা ওয়েস হার্ডিনের চেয়েও চালু এ ছেলে।

সামান্য পরে জনের কাছে এলো ফ্রান্সিস বেকন। ততোক্ষণে খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে ও।

'তুমি চরম ঝামেলায় পড়তে চলেছ, বাছা,' বলল র‍্যাঞ্চার।

'জানি না, তুমি সেটা বুঝতে পারছ কি না। আমরা অ্যাবিলিন পৌঁছার পর খবরটা ছড়িয়ে পড়লে দেশের অন্তত অর্ধেক গানম্যান তোমার পিছু নেবে, দেখতে চাইবে কতবড় ওস্তাদ তুমি।'

চুপ করে থাকল জন, বলার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বেকন আবার বলল, 'লেন তোমাকে একাজ করতে বাধ্য করেছে, কাজেই আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না। আমরা অ্যাবিলিন পর্যন্ত না পৌঁছাতক তুমি গরুর পালের সঙ্গে থাকতে পারবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার বেকন।'

ও একজন খুনী জেনেও ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না র‍্যাঞ্চার। সেটা ভেবে লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল জনের মন।

ওর প্রতি স্লিম এবং গ্যারির মনোভাবও বদলে গেছে। ওরা এখন ওকে সমঝে চলে, ড্রাইভের সময় ওকে বাতাসের দিকে থাকতে দিয়ে নিজেরা ধুলো খায়, রাতে পাহারা দেয়ার সময়ও বেশিক্ষণ জেগে থাকতে হয় না ওকে।

ভীতি ও ঘৃণা মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়ে ওর দিকে তাকায় লোকজন, পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে, যেন ও একটা র‍্যাটল-সাপ। ওর প্রতি বেন কুপারের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। সে-ও এখন আর নেহায়েত বালক হিসেবে দেখছে না ওকে।

অবশেষে একদিন অ্যাবিলিনে পৌঁছল ওরা। গরুগুলোকে সোজা লোডিং পেনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ক্রুরা, ওদেরটা প্রথম ড্রাইভ হওয়ায় পেন খালিই পাওয়া গেল। সর্বশেষ গরুটা ভেতরে ঢুকিয়ে গেট বন্ধ করার পর হৈ-চৈ করতে করতে সেলুনের দিকে চলল লোকজন। খুশিতে মাতোয়ারা ওরা, পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করছে–যেন মাথা থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে।

কুপারের কাছে জন জানতে চাইল, 'চেরোকি স্ট্রাইপ থেকে মার্শালের কাছে টেলিগ্রাম আসার খবরটা মিথ্যে, নয় কি, বেন?'

boighar.com

জবাবে কিছুই বলল না কুপার, সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল কেবল। জন বুঝল, তার ধারণা সঠিক। বুলহেড সেলুনে এলো ক্রুরা, যার যার ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিল। বারটেন্ডার জনের কাছে আসতেই হার্পার বলল, 'ছেলেটা কে সেটা জানো, মিস্টার?'

হার্পারের দিকে তাকাল টেন্ডার। 'না।'

'না জানলে এখন জেনে নাও। ও হলো দ্য গ্রেট জন পার্কার, যে মাত্র সতেরো বছর বয়সে চার-চারজন মানুষ খুন করেছে।'

'তো আমাকে কি করতে বলো?' জানতে চাইল টেন্ডার।

'ওকে দিয়েই প্রথম সার্ভ শুরু করা উচিত তোমার।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জনের দিকে তাকাল লোকটা। 'কি দেব?'

'শুধুই বিয়ার,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল জন। BOIGHAR.COM

বারের ওপর বিয়ারের একটা বোতল রাখল টেন্ডার। লিড খুলে কয়েক ঢোক পান করল জন। কটু স্বাদ, কিন্তু হুইস্কির তুলনায় অনেক ভাল। কিংস্টন সিটির বুলস আইর মতই কুপারের ফেলে দেয়া বোতল থেকে শেষ ক'ফোঁটা চেখে দেখেছে ও কয়েকবার।

ওদিকে হার্পার মহা উৎসাহে লেনের সঙ্গে ওর গানফাইটের কাহিনী শোনাচ্ছে লোকজনকে। স্থানীয় কয়েকজন লোক ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যেন হার্পারের কথা বিশ্বাস করা যায় কি-না এ নিয়ে দোনোমনায় ভুগছে।

মিস্টার বেকনের মন্তব্য মনে পড়ে গেল ওর। 'অ্যাবিলিন পৌঁছার পর খবরটা ছড়িয়ে পড়লে দেশের অন্তত অর্ধেক গানম্যান তোমার পিছু নেবে।'

কুপারের উপদেশ মত দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ও, বার কাউন্টার থেকে ফাঁক হয়ে, ডান হাতটা মুক্ত রেখে। ওর পেছনে বামে দাঁড়িয়ে কুপার নিজেই।

ঘাড় ফিরিয়ে কুপারের দিকে তাকাল জন। বলল, 'বেন,

বইঘর.কম

চলো, একটা রুম ভাড়া নিই আমরা, গোসল দরকার আমার, কাপড়চোপড়ও বদলাতে হবে।'

'চলো,' কুপার বলল। রাস্তায় এসে মন্তব্য করল, 'ওই হারামির বাচ্চা হার্পারটা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। আমি বাজি রাখতে পারি, খবরটা দ্রুত ছড়াবে। সন্ধ্যা নামার আগেই তিন-চারজন স্থানীয় মাস্তান বুলহেড সেলুনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'আমাদের বোধহয় চলে যাওয়া উচিত, বেন?'

'না। গোসল, শেভ ও পুরো এক রাতের বিশ্রাম আমাদের প্রাপ্য। কি করতে হবে সেটা কাল সকালে ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।'

হোটেলগুলোর একটাতে একটা ডবল রুম ভাড়া করল ওরা, পালাক্রমে গোসল সারল। ট্রেইলের ধুলো-বালি ধুয়ে মুছে যাওয়ায় শরীরটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। নতুন কেনা পোশাক পরে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খেতে এলো ওরা।

ইচ্ছে করেই পিস্তলটা সাথে রেখেছে জন। পিস্তল সাথে থাকলে মনে একটা জোর থাকে। তাছাড়া সাথে অস্ত্র না রেখে উচ্চাভিলাষী কোন গানম্যানের হাতে বেঘোরে প্রাণ খোয়াতেও নারাজ ও।

সাপারের অর্ডার দিল কুপার। ওরা খাওয়া শেষ করে কফি পান করছে, তখুনি রেস্টুরেন্টে ঢুকল টাউন মার্শাল, ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। লম্বা-চাওড়া লোকটা, মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ, প্রত্যয়দীপ্ত চেহারা।

'অ্যাবিলিনে অস্ত্র সাথে রাখা নিষিদ্ধ, ফেলার্স,' মার্শাল বলল।

'কিন্তু ওই অর্ডিন্যান্স বলবৎ নেই,' জবাবে কুপার বলল।

'কিন্তু আমি এখন সেটা বলবৎ করতে যাচ্ছি। প্রথমে তোমাদের দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা।'

লোকজন কৌতূহলী হয়ে ওদের দিকে তাকাতে শুরু করেছে।

boighar.com

কুপার গরম চোখে মার্শালের দিকে তাকাল। 'এটা তোমার অন্যায় হচ্ছে, মার্শাল। অন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার আগে আমরা তোমাকে অস্ত্র দিচ্ছি না।'

পাল্টা চোখ গরম করে কুপারের দিকে তাকাল মার্শাল। 'অ্যাবিলিনে লোকজন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সেটা দেখতে পছন্দ করি আমি।'

অবস্থা বেগতিক, বুঝতে পারছে জন, ওর এখনই হস্তক্ষেপ করা উচিত। কুপারের মতলব বুঝতে পারছে ও। এমনিতেই তার হাত নুলো, তার উপর রাইফেলটা হাতখানেক দূরে টেবিলের পাশে ঠেস দিয়ে রেখেছে। মার্শালকে উত্ত্যক্ত করে ওকে জনের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছে সে।

জন জানে, মার্শাল আইনত অস্ত্র কেড়ে নেয়ার অধিকার রাখে, কিন্তু এ মুহূর্তে পিস্তল হাতছাড়া করা মোটেই নিরাপদ নয় ওর জন্য।

'আচ্ছা, মার্শাল,' প্রস্তাব দিল ও। 'আমরা অ্যাবিলিন ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়?'

মাথা দোলাল মার্শাল, জনের উরুতে হোলস্টারে রাখা পিস্তলটার দিকে তাকাল, হার্পারের বলা গল্প বোধহয় তার কানেও গেছে।

'ঠিক আছে,' মার্শাল বলল। 'তোমাদেরকে শহর ছাড়ার জন্য একঘণ্টা সময় দেয়া হলো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটা ধরল মার্শাল। চট্ করে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল কুপার।

'না।' চাপা স্বরে জন বলল। 'হাত সরিয়ে নাও।'

অপ্রস্তুত হয়ে হাত সরিয়ে আনল কুপার। দরজা খোলার আগে পিছু ফিরে একবার ওদের দিকে তাকাল মার্শাল। ওই মুহূর্তটারই সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল কুপার। জানত, মার্শাল তাকে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াতে দেখলে ড্র করতে বাধ্য

বইঘর.কম

হত, তখন জনই বাধ্য হয়ে মার্শালকে গুলি করে হত্যা করত।

কুপারই ওকে ফাস্ট ড্রয়ের কলাকৌশল শিখিয়েছে, এখন বাস্তবে ওকে দিয়ে খুন করিয়ে ওর দক্ষতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হতে চায়।

চাপা স্বরে জন বলল, 'তুমি মার্শালকে খুন করতে প্ররোচিত করছিলে আমাকে, বেন।'

'তুমি এসব কি বলছ, জন?' যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমন ভান করল কুপার।'

'ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে এ ধরনের চালাকি করলে নির্ঘাত পস্তাতে হবে তোমাকে।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, জন। আমি আসলে উঠতে যাচ্ছিলাম, তাই রাইফেলের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম।'

জন জানে, কুপার মিথ্যে বলছে, তবুও আর তর্কে গেল না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, হোটেলের কামরায় ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো। ফ্রান্সিস বেকনের কাছ থেকে পাওনা বুঝে নিয়ে স্টেবল থেকে ঘোড়া বের করে আবার ট্রেইলে নামল ওরা।

মার্শাল রাস্তায় রাউন্ড দিচ্ছে, ওদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা চলে যাচ্ছ, ভালই হলো, বাছা। বুলহেড সেলুনে দু'তিনজন স্থানীয় মাস্তান তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

কুপার বলল, 'যাবার আগে ওদেরকে সাইজ করে যাবে নাকি, জন?'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মার্শাল। 'তুমিই বোধহয় ছেলেটার মাথা খেয়েছ। তুমি হয়তো ওকে দিয়ে কোন নোংরা কাজ করাতে চাইছ, যেটা তোমার ওই নুলো হাতের জন্য নিজে করতে পারছ না।'

'তুমি জাহান্নামে যাও, মার্শাল!' রেগেমেগে বলল কুপার।

boighar.com

'আমি তোমাকে হাজতে পুরলে ছেলেটার উপকার হত, ফেলার,' মার্শাল বলল। 'ও হয়তো তোমার কারণেই একদিন খুন হয়ে যাবে।' জনের দিকে তাকাল ল-ম্যান্। 'জানি, উপদেশ দিয়ে লাভ নেই, তবুও আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। কোমর থেকে ওই পিস্তলটা নামিয়ে না ফেললে অ্যাবিলিনের মত প্রত্যেক শহরেই স্থানীয় মাস্তানরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে ওরা যতটুকু বলছে, তুমি ততটুকু চালু হলে এক বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত লোক জেনে ফেলবে তোমার কথা। তোমার বয়স কম, এখনই পিস্তল ছেড়ে দিলে ওটা চালনার কলাকৌশলও ভুলে যাবে তাড়াতাড়ি।'

'চলো, জন,' তাড়া লাগাল কুপার। 'কোন চার্চে গেলে এর চেয়ে ঢের বেশি নীতিবাক্য শুনতে পারব আমরা।'

ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল কুপার, জনও ওকে অনুসরণ করল। কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মার্শাল এখনও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে।

দশ

স্মোকি হিলস্ রিভার ধরে এগুলো ওরা। কুপার জানাল, নদীটার উৎস কলোরাডোতে। জনকে বিশেষ খাতির করছে ও, বোধহয় বুঝতে পারছে জন ওর সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছে।

ইন্ডিয়ান দেশ। সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। কয়েক জায়গায় নালবিহীন পনির ট্র্যাক এবং নেভানো ক্যাম্পফায়ারও দেখতে পেল

বইঘর.কম

ওরা। কয়েকবার দূরে মুখে রঙ মাখা ইন্ডিয়ান যোদ্ধার দলও দেখা গেল।

গ্রীষ্মকাল চলছে। দিনগুলো ভীষণ গরম। বিকেলের দিকে আকাশে মেঘের আনা-গোনা দেখা যায়। সুদূর পশ্চিমে গুড়-গুড় বজ্রের ডাকও শোনা যায়। মাঝে-মধ্যে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি ওদেরকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। কয়েকবার ওদের খুব কাছেই বজ্রপাত হলো। এত কাছে যে, সালফারের গন্ধ ঝাপটা মারল ওদের নাকে।

দেশটা নানান ধরনের শিকারে ভরপুর: অ্যান্টিলোপ, বাফেলো, খরগোস, বনমোরগ–আরও কত কি। কলোরাডোর সীমানায় পৌঁছে প্রথম মোষ শিকারীর একটা দলের দেখা পেল।

ছোট্ট একটা ঝরনার পাড়ে একটা ড্রয়ে ক্যাম্প করেছে তারা। চার-পাঁচটা ওয়্যাগনের একটা বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। ওয়্যাগনের বৃত্তের মাঝখানে দশ-বারো ফুট উঁচু শুকনো চামড়া স্তূপ করে রাখা।

ক্যাম্পের কাছে পৌঁছতেই চিমসে গন্ধ নাকে ঝাপটা মারল ওদের। পচা মাংসের গন্ধ।

'হেল!' বমি আসতে চাইছে জনের। 'আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না, বেন। চলো এগুতে থাকি।'

কুপার বলল, 'ওদের কাছ থেকে কিছু মাংস আর কার্তুজ চেয়ে নেব আমরা। তারপর আবার এগুব।'

বাতাসের উল্টোদিক দিয়ে শিকারীদের ক্যাম্পে এলো ওরা। তিনজন শিকারী ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো, হাতে রাইফেল বাগিয়ে রেখেছে।

নোঙরা শরীর ওদের, অনেকদিন গোসল করেনি, মুখে রেজরের ছোঁয়া লাগেনি বহু মাস, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনের কাপড়-চোপড়ে শুকনো রক্ত ও চর্বির প্রলেপ, গা থেকে পচা চামড়াগুলোর মতই বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে।

boighar.com

কুপার বলল, 'হাউডি, ফেলারস! আমি বেন কুপার, আর এ হলো জন পার্কার। তোমাদের কাছ থেকে কিছু মাংস আর কার্তুজ কিনতে চাই আমরা।'

ওদের মধ্যে বিশালদেহী লোকটা বলল, 'নেমে এসো। কার্তুজ হয়তো দিতে পারব না, তবে মাংস যত লাগে নিয়ে যাও। রেল লাইনের খবর কি? ওটা অ্যাবিলিন পেরিয়ে কতদূর এসেছে?'

'রেলট্র্যাক এল্‌সওয়ার্থ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আগামী বছর থেকে হয়তো ওখানেই হাজার হাজার গরু লোড হবে।'

'ভালই হলো তাহলে। আমাদেরকেও আর চামড়া বেচতে বেশিদূর যেতে হবে না।'

'তাহলে তোমরা শেষের পথে?'

'চারটে ওয়্যাগন লোড হয়ে গেছে। আরেকটা হলেই রওনা দেব।' কৌতূহলী দৃষ্টিতে জনের উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে পিস্তলটার দিকে তাকাল মোটা লোকটা। 'ঠিক কবে থেকে ওভাবে কোমরে পিস্তল ঝোলাতে শুরু করেছ, বাছা?'

'মাসকয়েক আগে থেকে,' জবাবে জন বলল। সম্ভাব্য ঝামেলা মোকাবেলার জন্য শরীর টান-টান হয়ে আছে।

'ওর নাম জন পার্কার, হস্তক্ষেপ করল কুপার। 'পিস্তলে ওর হাত অবিশ্বাস্য রকম চালু। আমার দেখা যে-কোনও লোকের চেয়ে চালু।'

'দেখে তো মনে হয় নাক টিপলে দুধ বেরোবে এখনও,' তাচ্ছিল্যের সুর লোকটার কণ্ঠে।

কুপার বলল, 'ও ইচ্ছে করলে তোমাদের পিস্তল খাপমুক্ত হবার আগেই তিনজনের বুক ছেঁদা করে দিতে পারে। পরীক্ষা করে দেখবে নাকি?'

আরেকটা লড়াইয়ের উস্কানি, বুঝতে পারল জন।

'না!' চেঁচিয়ে বলল ও, 'আমি কোন গোলাগুলি চাই না।'

'আমার কথা শোনো, বাছা,' বলল মোটা লোকটা। 'তোমার

বইঘর.কম

বয়সের তুলনায় পিস্তলটা অনেক ভারী। কোমর থেকে সরিয়ে ফেলো...'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, দুজন ইন্ডিয়ান তরুণকে পনির পিঠে ক্যাম্পের দিকে আসতে দেখে থমকে গেল। ছেলে দুটোর মুখে এবং উদোম গায়ে ওয়ার পেইন্ট, হাতে রাইফেল।

ক্যাম্পের দশ-বারো গজ দূরে থাকতে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল তারা, চামড়ার স্তূপটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কি যেন বলতে লাগল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, রাইফেল তুলেই গুলি করল মোটা লোকটা। একজন ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। বাকি জন ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুট লাগাল। আবার রাইফেল তুলল মুটকো, পলায়নপর ইন্ডিয়ানের পিঠ বরাবর মাজল তাক করল।

ইন্ডিয়ান দু'জন কারও কোন ক্ষতি করেনি। প্রথম জনকে বিনা কারণে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মারা হয়েছে। জন চায় না বাকি জনের ভাগ্যেও তা-ই ঘটুক। নিজের অজান্তে হাতে পিস্তল উঠে এলো ওর, হ্যামার কক করে ট্রিগার টিপল। গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠল মুটকোর বিশাল শরীর, কাটা গাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আধপাক ঘুরল বাকি দু'জন হান্টার, রাইফেলের নল সোজা করছে। আরও একজনকে গুলি করল জন, বাকিজন ধরাশায়ী হলো কুপারের গুলিতে।

মুহূর্তে ঘটে গেল সবকিছু। দুঃস্বপ্নের মত। জীবিত ইন্ডিয়ান ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বাকিজন মারা গেছে। ক্রীকের অপর পাড়ে সার বাঁধা গাছ-পালার দিকে তাকাল জন।

কুপার বলল, 'চলো, পালিয়ে যাই আমরা। ওই ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে এ মুহূর্তে পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ান ওঁৎ পেতে রয়েছে হয়তো।'

মাটিতে পড়ে থাকা হান্টারদের দিকে তাকাল জন। একজন এখনও একটু একটু নড়ছে, বাকি দু'জন অনড়, মারা গেছে।

boighar.com

তিনজন মানুষকে কাক-পক্ষীর খাবার হবার অপেক্ষায় রেখে যেতে মন চাইছে না জনের। কিন্তু উপায় নেই, বাঁচতে চাইলে এই মুহূর্তে সরে পড়তে হবে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার দক্ষিণে চলল দু'জন। কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে জন দেখল, আরও দু'জন শিকারী ক্যাম্পে ঢুকছে, বোধহয় গোলাগুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছে।

জোরে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল ওরা। শিকারী দু'জন ওদের পিছু নিতে পারে। ধরতে পারলে নির্ঘাত আইনের হাতে তুলে দেবে ওদেরকে, কিংবা খুন করে বন্ধুদের খুনের বদলা নেবে। গুলি খাওয়া শিকারীদের অন্তত একজন বেঁচে থাকলেও ওদের দু'জনের নাম ফাঁস করে দেবে।

পিছু ফিরে কুপারের দিকে তাকাল জন। বেশ শান্ত দেখাচ্ছে কুপারকে।

'তুমি আমাকে আউট-ল বানাতে চাইছ, বেন।' জন বলল।

'হান্টারদের ক্যাম্পে যা ঘটেছে সেজন্য তুমি আমাকে দুষতে পারো না, জন,' প্রতিবাদ জানাল কুপার।

'ইন্ডিয়ানরা আসার আগে তুমি ওদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিলে। তুমি আসলে শুরু থেকেই আমাকে ব্যবহার করতে চাইছিলে।'

কোন জবাব না দিয়ে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল কুপার। জন বলল, 'অ্যাবিলিনের মার্শাল ঠিকই বলেছিল–তোমার সঙ্গে থাকলে আমি নির্ঘাত মারা পড়ব। আর না, আমি এই মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে চলল ও। উত্তরে কি আছে জানে না। একবারও পিছু ফিরে তাকাল না, এমনকি কুপার অনুসরণ করছে কি-না সেটা দেখার জন্যও না।

আধ মাইল এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনে পিছু ফিরে তাকাল জন। দেখল, ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে লেপ্টে

বইঘর.কম

ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে কুপার। তার সিকি মাইল পেছনে আধ ডজন ইন্ডিয়ানের একটা দল। ইন্ডিয়ানরা তাকে হান্টারদের একজন ভেবে বসেছে কি-না কে জানে।

প্রাণ নিয়ে পালানোর কথা ভেবেও আবার নিরস্ত হলো জন। কুপার ওর জন্য অনেক কিছু করেছে, তাকে একা বিপদের মধ্যে রেখে পালাতে পারে না ও।

কুপারের কাছাকাছি ফিরে এলো জন। ইন্ডিয়ানরা দূরত্ব আরও কমিয়ে এনেছে। সমানে গুলিও ছুড়ছে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ছুটতে ছুটতেই পেছন দিকে কয়েকটা গুলি পাঠিয়ে দিল জন। এতে ইন্ডিয়ানদের গতি কিছুটা কমল।

ওদের একজনের হাতে একটা হেনরি রিপিটার দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল জন। রাইফেলটা দূরের রেঞ্জে ভাল কাজ দেয়।

সামনে সিকি মাইল দূরে গাছ-পালা ঢাকা একটা ওঅশের দিকে ছুটে চলেছে ওরা প্রাণপণে। ছুটতে ছুটতেই পিস্তল রিলোড করে ইন্ডিয়ানদের দিকে আরও কয়েকটা গুলি ছুড়ল জন। এভাবে ওদেরকে দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। একবার ওঅশটাতে নামতে পারলেই কাভারে থেকে কুপারের দূর রেঞ্জের রাইফেলটা ব্যবহার করতে পারবে।

ওরা ওঅশটার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল ইন্ডিয়ানের হেনরি রিপিটার। ঘোড়ার পিঠে কেঁপে উঠল কুপারের শরীর, দু'হাত আকাশের দিকে ছড়িয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল ওঅশের কিনারায়।

ওদিকে অগভীর ওঅশটাতে নেমে পড়েছে জন। কুপারের শরীরটা নিচে টেনে আনল ও। ততক্ষণে তার শার্টের পিঠ রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

পাশে হাঁটু মুড়ে বসে শার্টের বোতাম খুলে ক্ষতস্থানটা উন্মুক্ত করল জন, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। লোকটার বাঁচার আশা একশো ভাগের এক ভাগও নেই।

boighar.com

কুপারের ঘামে ভেজা মুখ সাদাটে দেখাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।

'আমি মারা যাচ্ছি, জন?' জড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল।

মাথা দোলাল জন, নির্মম সত্যটা মুখ ফুটে বলতে পারল না। কুপার আবার বলল, 'দুঃখের বিষয়, একটা ইন্ডিয়ানের হাতে মরতে হলো আমাকে।'

উঠে দাঁড়াল জন, ওঅশের কিনারায় এসে ইন্ডিয়ানদের দিকে তাকাল। শখানেক গজ দূরে দাঁড়িয়ে ওরা, ওঅশের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের পেছনে ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়ছে। আরও একটা দল ওদের সঙ্গে যোগ দিল অল্পক্ষণের মধ্যে।

'জন।' আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে কুপারের কণ্ঠ। 'আমি তোমাকে কিছু জরুরী কথা বলে যেতে চাই। আসলেই আমি তোমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, তুমি আমার হয়ে একজনকে খুন করো।'

'এখনও কি সেটা চাইছ, বেন?'

'হ্যাঁ, চাইছি। আমি তোমার কাছে এটুকু দাবি করতে পারি।'

কোন কথা বলল না জন। বুঝতে পারছে না নির্ঘাত মরতে যাচ্ছে জেনেও কেন আরেকজনের মৃত্যু চাইছে লোকটা।

'জন, প্লীজ। কেবল এই একটি কাজের জন্যই এতদিন বেঁচে ছিলাম আমি।'

'কিন্তু তুমি লোকটার মৃত্যু চাইছ কেন?'

'তার কারণ, ও আমার জীবনটাকে বিষময় করে তুলেছিল। ও আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল, আমার চোখের সামনে আমার বাবা আর জোয়ান দুই ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তারপর আমাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে আমার একমাত্র বোনকে রেপ করেছিল—ও এবং আরও চারজন। এমনকি লুসি মারা যাবার পরও...'

বুজে এলো কুপারের গলা। মৃত্যুপথযাত্রী এই লোকটার প্রতি

বইঘর.কম

এখন ভীষণ মায়া অনুভব করছে জন, ওকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিল বলে এখন আর তাকে দোষ দিতে পারছে না।

'তারপর কি হলো, বেন?' জানতে চাইল জন। ভালভাবে শোনার জন্য ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে কান নিয়ে এসেছে।

'তারপর, যাতে প্রতিশোধ নিতে না পারি, আমার ডান হাতটা গাছের গুঁড়ির ওপর রেখে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে মেরে থেঁতলে দিল। এতদিন অন্তরে একরাশ ঘৃণা আর ক্ষোভ নিয়ে বেঁচে ছিলাম আমি, এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাইনি...'

'আমাকে শুধু লোকটার নাম-ঠিকানা বলো, বেন।'

'নাম ওর সোল জাস্টিন। এখান থেকে উত্তরে কলোরাডো লাইনের পাশে জুলসবার্গ স্টেশন নামে এক জায়গায় ওর দেখা পাবে। কথা দাও, জন, আমার হয়ে তুমি প্রতিশোধ নেবে!'

আকুল মিনতি ফুটে উঠেছে কুপারের আধবোজা ঘোলাটে চোখে।

'আমি কথা দিচ্ছি, বেন। ওপার থেকে দেখতে পাবে তুমি।'

মুখে বলল বটে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে কি-না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান জন। ইন্ডিয়ানরা এখনও অপেক্ষা করছে, এবার হয়তো ওঅশটা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে ওকে হত্যা করবে।

যেন এ কথাটা শোনার জন্যই এতক্ষণ বেঁচে ছিল কুপার, এবার পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজল। ক্রমাগত হেঁচকি উঠছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তারই ফাঁকে একবার বলল, 'ধন্যবাদ, বন্ধু!'

কয়েকবার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

boighar.com

এগারো

ইন্ডিয়ানরা কেন এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে সেটা ভেবে অবাক হচ্ছে জন। মনে হলো বিতর্ক চলছে ওদের মধ্যে। এক দল চাইছে হামলা চালানো হোক, বাকিরা বিপক্ষে।

অবশেষে বিতর্ক থামিয়ে পনির পিঠে চেপে ফিরতি পথ ধরল ইন্ডিয়ানরা। জনের ধারণা হান্টারদের ক্যাম্পে ইন্ডিয়ান তরুণকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলে এ-যাত্রা রেহাই দিল ওকে।

ওরা ফিরে আসে কি-না দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। কুপারকে কবর দেয়া দরকার, কিন্তু গর্ত খোঁড়ার মত কোন কিছু সাথে নেই। অগত্যা দেহটা ওয়শের কিনারায় একটা গর্তমতন জায়গায় টেনে নিয়ে হাত দিয়ে মাটি আর পাথর চাপা দিল। এতে সন্তুষ্ট হলো না, কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। মনে মনে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, বেন। তোমার জন্য এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারলাম না।'

কুপারের ঘোড়া, রাইফেল ও স্যাডলব্যাগ নিয়ে ঘোড়ায় চেপে উত্তরে চলল জন। কুপারের ঘোড়ার রাশ ওর ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। সোল জাস্টিনকে খুন করবে বলে অঙ্গীকার করেছে ও, এখন তাই করতে চলেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, জাস্টিনকে খুন করার পর আর কোন মানুষ খুন করবে না ও, একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে সুস্থ জীবন শুরু করবে। কোমরে পিস্তল ঝোলালে আজীবন ঝামেলা পোহাতে হবে ওকে, হয়তো প্রাণও

বইঘর.কম

খোয়াতে হবে একদিন।

ভীষণ একা বোধ করছে এখন, কুপারের অভাব অনুভব করছে। টানা চারদিন উত্তরে চলল, চতুর্থ দিনের শেষে সাউথ প্ল্যাট পেরুল। নদীর তীর ঘেঁষে মাইল দুয়েক পশ্চিমে যেতেই একটা স্টেজরোড দেখতে পেল। স্টেজরোড ধরে উত্তরে এগুলো ও, সন্ধ্যার পর জুলসবার্গে পৌঁছল।

হতচ্ছাড়া চেহারা শহরটার, দালানের তুলনায় স্যাকের সংখ্যাই বেশি। কয়েকটা ইন্ডিয়ান টিপিও দেখতে পেল জন। কোন লিভারি স্টেবল নেই, তবে একটা পাবলিক কোরাল রয়েছে। কোরালে ঘোড়া রেখে একটা সেলুনে এলো ও। কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা দালান, ফ্লোরে তিন ইঞ্চি পুরু স-ডাস্ট, বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে মেহগনি বার কাউন্টার।

বারটেন্ডার ছাড়াও আরও আধ ডজন লোক রয়েছে সেলুনে। দৃঢ় পদক্ষেপে বার কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল ও। বলল, 'আমি সোল জাস্টিন নামের এক লোককে খুঁজছি।'

কুতকুতে চোখে জনের দিকে তাকাল টেন্ডার। 'ও এখানে নেই, বাছা। কেন খুঁজছ ওকে?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে আসল কথাটা বলে ফেলল জন। 'আমি ওকে খুন করতে এসেছি।'

ভাবল এতে সোল জাস্টিন তাড়াতাড়ি দেখা দেবে। দ্রুত কাজ সেরে কিংস্টনের পথ ধরতে চায় ও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লোকটা, যেন এ পুঁচকে ছোঁড়ার কথায় হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না।

'আমার কথা শোনো, বাছা,' যেন উপদেশ দিচ্ছে এমন ভাবে বলল টেন্ডার। 'তোমার বয়স কম, এখনও অনেক কিছু শেখার...'

হাত তুলে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল জন। 'তোমার কাছ থেকে নীতিবাক্য শুনতে আমি এখানে আসিনি। এবার বলো জাস্টিনকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

boighar.com

'ও আরেকটু পর এখানে আসবে। অবশ্য তার আগে জান নিয়ে পালানোর সুযোগ রয়েছে।'

'আমি পালাচ্ছি না, মিস্টার।' অদ্ভুত দৃঢ়তা জনের কণ্ঠে।

ছোট্ট জায়গা জুলসবার্গ, খবরটা ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগল না। একটা ছেলে রিমরক সেলুনে সোল জাস্টিনকে খুন করার জন্য অপেক্ষা করছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে দলে দলে লোক সেলুনে আসতে শুরু করল। ড্রিঙ্কস সার্ভ করতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে টেন্ডার ও চারজন স্টুয়ার্ড।

মোটা টাকার বাজি রাখছে লোকজন। বেশির ভাগই সোল জাস্টিনের পক্ষে। জনের দিকে করুণামাখা দৃষ্টি হানছে ওরা, অল্পক্ষণ পর সেলুনের ফ্লোরে স-ডাস্টের উপর ওর রক্তমাখা লাশ কেমন দেখাবে সেটা কল্পনা করছে।

কোণের দিকের একটা টেবিল বেছে নিল জন। ওখান থেকে পুরো সেলুন ও দরজা-জানালাগুলোর দিকে নজর রাখা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর এলো সোল জাস্টিন। দড়াম করে খুলে গেল সেলুনের দরজা। দরজার পাশে এসে দাঁড়াল কঠিন চেহারার এক লোক। র‍্যাটলারের দৃষ্টি লোকটার ঘোলাটে দু'চোখে, বয়স চল্লিশের মত, পেটা শরীরে পেশি কিলবিল করছে।

হঠাৎ পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো পুরো সেলুনে, যেন শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে লোকজন। অল্পক্ষণের মধ্যে সোল জাস্টিন আর জনের মাঝখানে একটা প্যাসেজ তৈরি হয়ে গেল। লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে লোকজন।

উঠে দাঁড়াল জন, শরীরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছে, প্রত্যেকবার মানুষ খুন করার আগে এমন হয় ওর।

'তাহলে তুমিই সেই ছেলে,' তামাকের দাগ লাগা ময়লা দাঁত বের করে হাসল সোল জাস্টিন, 'যে আমাকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, আমি,' জবাবে জন বলল। 'আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি।'

বইঘর.কম

'তা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু নাক টিপলে দুধ বেরোয় এমন কারও সঙ্গে আগে আর কখনও লড়িনি আমি। কেন যেচে মরতে চাইছ সেটা খুলে বলবে?'

'আমি একজনের কাছে তোমাকে খুন করব বলে কথা দিয়েছি। লোকটা আমার অনেক উপকার করেছে।'

'কে সে লোক?'

'ওর নাম বেন কুপার। মনে আছে ওর কথা?'

কুপারের নাম শুনে লোকটার হাসি আরও চওড়া হলো। 'মনে থাকবে না কেন? আমিই তো রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে তার ডান হাতটা নুলো করে দিয়েছিলাম।'

'সেদিন আর কি কি করেছিলে সেটা এখানকার লোকজন জানে?'

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে জনের দিকে তাকাল দুর্বৃত্ত।

'সেদিন ওর বাবা আর জোয়ান দুই ভাইকেও খুন করেছিলে তোমরা, ওর চোখের সামনে পাঁচজন মিলে ওর একমাত্র বোনকে রেপ করেছিলে, ও মরে যাওয়ার পরও।'

বিস্মিত-হতবাক লোকজন। জাস্টিন এখানকার আইন, ওর সঙ্গে আগে আর কেউ এভাবে কথা বলার সাহস পায়নি। জাস্টিনও বোধহয় অবাক হয়েছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'তাহলে কুপার নিজে এলো না কেন? ওর হাতটা নুলো বলে নিজে না এসে তোমাকে ভাড়া করেছে?'

'কুপার মারা গেছে। আর আমি ভাড়াটে খুনী নই। ও আমার উপকার করেছিল, তাই ওর হয়ে তোমাকে খুন করব বলে কথা দিয়েছি।'

'কুপারের মৃত্যু সংবাদ শুনে মনে দুঃখ পেলাম,' টাকরায় চুক্ চুক্ শব্দ তুলল দুর্বৃত্ত। আগে বাড়ল সে। 'তোমার মৃত্যুতে আরও বেশি দুঃখ পাব।'

কয়েক পা এগুতেই জন নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল, 'আর এক পা-ও

boighar.com

এগুবে না, জাস্টিন। তাহলে গুলি করব।'

বুঝতে পারছে, লোকটা ওকে এড় হুইলারের মতই পিটিয়ে ছাতু বানাবার ফন্দি করছে।

ওর কথায় কান না দিয়ে আরও দু'পা এগুলো জাস্টিন। সহজাত দ্রুততার সঙ্গে পিস্তল উঠে এলো জনের হাতে, বুড়ো আঙুলে হ্যামার কক করে ট্রিগার টিপল। চোখের পলকে ঘটে গেল সবকিছু, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

জনের গুলিটা জাস্টিনের একগজ সামনে ফ্লোরের স-ডাস্ট ওড়াল। থমকে দাঁড়িয়েছে দুর্বৃত্ত। চোখে বিস্ময়। অন্যরাও বিস্মিত হয়েছে ছেলেটার ক্ষিপ্রতায়। এমন দ্রুত ড্র করতে আগে আর কাউকে দেখেনি ওরা।

'জিসাস! আমি বাজি ধরতে পারি, এ ছেলে একদিন বিলি দ্য কিদকে ছাড়িয়ে যাবে!' চাপা কণ্ঠে বলল সেলুন পেট্রনদের পেন।

ফুঁ দিয়ে মাজলের ধোঁয়া সরিয়ে পিস্তলটা আবার খাপে পুরল জন। ওদিকে হতবিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে সোল জাস্টিন। ঘামছে। জীবনে আর কখনও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি সে।

'ড্র করো, জাস্টিন।' চাপা স্বরে বলল জন। 'খোদার কসম। তোমাকে খুন করতে এসেছি আমি।'

চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সোল জাস্টিনের মাথায়। মওকা খুঁজছে। জানে, পিছিয়ে যাবার আর কোন উপায় নেই।

'আর যদি সারেন্ডার করতে চাও তাহলেও বলে দাও,' আবার বলল জন। 'আমি তোমাকে আইনের হাতে তুলে দেব। আমি একটা বিষয়ে শিওর, কুপারদের র‍্যাঞ্চে সেদিন যা-যা করেছ সেজন্যে নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা তোমাকে।'

হঠাৎ নড়ে উঠল জাস্টিনের ডান হাত। ওর পিস্তল খাপমুক্ত হবার আগেই জনের পিস্তল কোমরের কাছ থেকে আগুন ওগরাল,

বইঘর.কম

জীবনের দ্রুততম ড্র করেছে ও আজ।

থ বনে গেল সেলুনসুদ্ধ লোক। সোল জাস্টিনের কপালে আরেকটা চোখ গজিয়েছে, খুলি ফেটে মগজ ও পিচ্ছিল পদার্থ বেরিয়ে পেছনের দেয়ালে পড়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সোল জাস্টিনকে কেউ খুন করতে পারে সেটাই বিশ্বাস হচ্ছে না লোকজনের।

আতঙ্কিত, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত জনের দিকে তাকিয়ে রইল দুর্বৃত্ত, তারপর দড়াম করে স-ডাস্টের ওপর পড়ল নিস্প্রাণ দেহটা।

পিস্তলটা আবার খাপে পুরল জন, সতর্ক দৃষ্টিতে লোকজনের দিকে তাকাল। নড়ছে না কেউ। ধীরে ধীরে ব্যাকডোরের দিকে পিছিয়ে গেল ও। দ্রুত পালাতে হবে, সোল জাস্টিনের সঙ্গীরা ওর পিছু নিতে পারে।

সারারাত পুবে চলল জন। কিংস্টনে ফিরে যাচ্ছে। হাল্ কুপারেরগুলো সহ আশি ডলারের মত আছে। কিংস্টনে গিয়ে প্রথমে কিটিকে বিয়ে করবে, তারপর ওকে নিয়ে টেক্সাসে গিয়ে ফ্রান্সিস বেকনের খামারটা খুঁজে বের করবে। র‍্যাঞ্চার ওকে এবং কুপারকে ওর র‍্যাঞ্চে স্থায়ী চাকরি দেয়ার কথা বলেছিল।

বেকনের ওখানে কাজ পেলেই পিস্তল ছেড়ে দেবে ও, সৎভাবে রোজগার করে দু'জনের পেট চালানো কঠিন হবে না। তবে তার আগ পর্যন্ত আত্মরক্ষার খাতিরে পিস্তল সাথে রাখতেই হবে।

নিজের ওপর আস্থা ক্রমশ বাড়ছে ওর। বিশেষ করে সোল জাস্টিনকে খুন করার পর সেটা দ্বিগুণ হয়েছে। কুপার বলত, বুনো পশ্চিমের সব জীবিত পিস্তলবাজদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ফাস্ট। ও নিজে অবশ্য সেটা বিশ্বাস করে না। আরও ফাস্ট কারও খপ্পরে পড়ে প্রাণ খোয়ানোর আগেই পিস্তলবাজি ছেড়ে দেবে ও।

ভোর হলে থামল জন। কিছুক্ষণের জন্য ঘোড়াটাকে বিশ্রাম

boighar.com

দিতে হবে। সাথে খাবার নেই, কোন ফার্ম কিংবা সেটলমেন্টও চোখে পড়ছে না। অগত্যা একটা খরগোস মেরে বাফেলো চিপস দিয়ে ছোট্ট করে আগুন জ্বেলে ওটাকেই রেঁধে খেল ও, তারপর পথে নামল আবার।

একনাগাড়ে দুই সপ্তাহ পথ চলল ও, দিনে বিশ্রাম নেয়, রাতে পথ চলে। অ্যাবিলিনের কাছে এসে এক টেক্সাস ট্রেইল বসের কাছ থেকে রসদ ও গুলি কিনল। শহরের উত্তরে সবুজ ঘাসে চরছে তার গরুগুলো, বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে। ট্রেইল হ্যান্ডরা ওর উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে পিস্তলটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না।

অ্যাবিলিনকে পাশ কাটিয়ে কিংস্টনের দিকে চলল ও। নিজেকে আগের তুলনায় অনেক পরিণত লাগছে এখন। সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে, দাড়ি গোঁফ আর বুকের লোম ঘন হতে শুরু করেছে।

এক সন্ধ্যায় কিংস্টনে পৌঁছল ও, কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চলল। গ্র্যান্ডপাকে ড্রয়িংরুমে পাওয়া গেল। কয়েক মাসে আরও বুড়িয়ে গেছেন তিনি।

ওকে দেখে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ, কেঁদে ফেললেন। ওকে নিয়ে কিচেনে এলেন গ্র্যান্ডপা, ফায়ারপ্লেসে রান্না চড়িয়ে দিলেন। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কথা চলল দু'জনের। ওল্ড ডিউকের মৃত্যুর খবর শুনে ভীষণ দুঃখ পেলেন গ্র্যান্ডপা। ঘোড়াটাকে খুবই ভালবাসতেন তিনি।

মাঝরাত অবধি আলাপ চালিয়ে গেল ওরা। দুয়েকটা বাদে বাকি খুনগুলোর কথা চেপে গেল জন।

'চেরোকি স্ট্রাইপের ঘটনা আমি শুনেছি,' বললেন গ্র্যান্ডপা। 'কিংস্টনের প্রায় সবাই জানে ব্যাপারটা। অবশ্য খুনটার জন্য তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি, কারণ মারার আগে প্রচুর সুযোগ দিয়েছিলে তুমি এড হুইলারকে।'

বইঘর.কম

সুযোগ ও সবাইকেই দিয়েছে, ভাবল জন, কেবল সেই বাফেলো হান্টারকে ছাড়া। ইন্ডিয়ান তরুণটিকে বাঁচানোর জন্য লোকটাকে খুন করা জরুরী ছিল।

জন জানাল, কিটিকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে কিংস্টনে এসেছে ও। গ্র্যান্ডপার চেহারা দেখে বোঝা গেল ওর সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, তবে মুখে কিছু বললেন না।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে পিস্তলটা গানবেল্টসহ খুলে স্যাডলব্যাগে রাখল ও, তারপর ঘোড়ায় চেপে কিটিদের বাড়িতে এলো। দরজায় নক্ করতেই কিটির মা দরজা খুলল, ওকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল মহিলা। 'তুমি এখানে কি করছ, জন পার্কার?'

'আমি কিটির সঙ্গে দেখা করব।'

গরম চোখে জনের দিকে তাকাল মিসেস ক্যানারি। বলল, 'ও তোমার মত একজন খুনীর সঙ্গে দেখা করবে না।'

তখুনি ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কিটি।

'তুমি কেমন আছ, জন?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কিটি। মেয়েটাকে আরও সুন্দর ও পরিণত দেখাচ্ছে।

'ভাল,' জবাবে জন বলল। 'তোমাকে বিয়ে করব বলে আমি এখানে এসেছি। নিজের ভাল মন্দ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট বড় হয়েছ তুমি। তুমি মত দিলে আইনত কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

'না।' চেঁচিয়ে বলল মিসেস ক্যানারি। 'ও তোমার মত একজন খুনীকে কখনোই বিয়ে করবে না, জন পার্কার।'

মহিলাকে উপেক্ষা করে কিটির দিকে তাকাল জন। 'তুমি রাজি, কিটি?'

ভয়ে সব রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, তবুও মাথা দোলাল ও। 'আমি রাজি, জন।'

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও, আমি অপেক্ষা করছি।'

অল্পক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে ফিরে এলো কিটি, ওর মায়ের

boighar.com

প্রতিবাদ উপেক্ষা করে জনের সঙ্গে চলল। রাস্তায় অপেক্ষা করে আছেন গ্র্যান্ডপা। ওয়ালনাট স্ট্রীটে মেথডিস্ট চার্চের দিকে চলল তিনজন। কৌতূহলী লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে রাস্তায়।

ওরা চার্চের সামনে আসতেই মিস্টার আর মিসেস ক্যানারিকে দৌড়ে আসতে দেখল।

'তোমরা ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করো, গ্র্যান্ডপা,' জন বলল। 'আমি এদের সামলাচ্ছি।'

গ্র্যান্ডপা আর কিটি চার্চের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। টান-টান শরীরে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে জন।

ওর কাছে এসে গর্জে উঠল কিটির বাবা। 'বদমাশ, খুনী কোথাকার! তোকে আমি পিটিয়ে ছাতু বানাব!'

'একবার পেরেছ বলে বার বার করতে পারবে বলে ভেবো না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল জন।

আরও খেপে উঠল মিস্টার ক্যানারি, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল শুরু করে দিল। গ্র্যান্ডপা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। ক্যানারির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিটি স্বেচ্ছায় ওকে বিয়ে করছে, তোমার এতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই, ক্যানারি।'

'ও কিটিকে বিয়ে করার আগে ওকে আমি খুন করব।' চেঁচিয়ে বলল কিটির বাবা।

ভিড় ঠেলে শেরিফ এগিয়ে এলো। কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি হচ্ছে এখানে?' জনের ওপর চোখ পড়তেই খানিক থেমে আবার বলল, 'তুমি শহরে এসেছ, শুনেছি। তবে এখানে কোন গোলমাল পাকাতে চাইলে পস্তাবে।'

'আমি কোন গোলমাল পাকাতে এখানে আসিনি, শেরিফ,' জন বলল। 'কিটিকে বিয়ে করে ওকে নিয়ে চলে যাব।'

'কিটি এ বিয়েতে রাজি?'

'হ্যাঁ, ও রাজি।'

'তাহলে আইনত কেউ বাধা দিতে পারে না।

বইঘর.কম

'আমি বাধা দেব,' হুঙ্কার ছাড়ল কিটির বাবা। 'মেয়েকে কিছুতেই একটা খুনীর হাতে তুলে দিতে পারি না আমি।'

'তুমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তোমাকে শান্তিভঙ্গের জন্য জেলে পোরা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না।'

দমে গেল কিটির বাবা। ভেতরে গেল জন। এখনও কাঁদছে কিটি, কিন্তু বিয়ের আচার অনুষ্ঠান ঠিকই চালিয়ে গেল। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর ওদেরকে একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিলেন মিনিস্টার।

কিটির হাত ধরে চার্চের বাইরে এসে জন দেখল, পুরো কিংস্টন সিটি ভেঙে পড়েছে চার্চের সামনে। ওদের দিকে না তাকিয়ে কিটিকে নিজের ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল জন, ও চড়ল কুপারের ঘোড়াটায়। ওটার পিঠে স্যাডল না থাকায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে।

গ্র্যান্ডপাকে বিদায় জানিয়ে পশ্চিম দিকে চলল জন। কিটি ওকে অনুসরণ করছে। একটা অস্বস্তি খচ্-খচ্ করছে জনের মনে। কাজটা কি ঠিক করল ও, একটা মেয়েকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে টেনে আনা কি ঠিক হয়েছে?

দুপুর পর্যন্ত এক নাগাড়ে পথ চলল ওরা। কোন কথা বলছে না কিটি, চেহারায় এখনও ভীতির ছাপ। কোমরে এখনও পিস্তল রেখেছে জন, তবে গানবেল্টটা আগের তুলনায় অনেক উপরে বেঁধেছে, সাধারণ লোকের মত।

একটা ঝরনার পাড়ে খাবার এবং বিশ্রামের জন্য থামল ওরা। জন বলল, 'আমরা টেক্সাস যাচ্ছি, কিটি। ওখানে একটা র‍্যাঞ্চে চাকরি প্রায় ঠিক হয়েই আছে আমার। তারপর আর কোন দুর্ভাবনা থাকবে না আমাদের।'

হাসার চেষ্টা করল কিটি, পারল না, চেহারা থেকে ভীতি এখনও দূর হয়নি।

'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি, কিটি,' ওকে দু'হাতে বুকে

boighar.com

জড়িয়ে ধরে জন বলল।

'আমিও তোমাকে ভালবাসি, জন,' জবাবে বলল কিটি।

বারো

কিটি দূরের যাত্রায় অভ্যস্ত নয়, তাই ধীরে-সুস্থে পথ চলল জন। প্রতিদিন কয়েক মাইল মাত্র। প্রতি রাতে একই কম্বলের নিচে শুয়ে পরস্পরের দেহের উষ্ণতা অনুভব করল ওরা, অনাস্বাদিত পুলকে মেতে রইল সারা রাত।

একটা সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ইন্ডিয়ান টেরিটোরি আর কোমাঞ্চি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলার বিপদ জন জানে। তাই দিনে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাতে পথ চলতে লাগল ওরা।

পরস্পরের প্রতি ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে ওরা, সুযোগ পেলেই গভীর ভালবাসায় সিক্ত করছে একে অপরকে। জন জানে, এ রুক্ষ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কিটির। কিন্তু কোন অভিযোগ নেই মেয়েটার মুখে, নীরবে মেনে নিয়েছে নিয়তিকে।

ওরা যতই পশ্চিমে এগুচ্ছে, গরম ততই অসহনীয় হয়ে উঠছে। বিরান ভূমি, কোন শহর কিংবা জনপদ নেই, মাঝে-মধ্যে কেবল দু'য়েকটা ছোটখাট র‍্যাঞ্চ চোখে পড়ে। বেশিরভাগ সময় খোলা প্রান্তরে কাটাতে হচ্ছে ওদের, দিনের পর দিন শিকার করা পশু-পাখির মাংস খেয়ে খিদে মেটাতে হচ্ছে। পানির সংকটেও

বইঘর.কম

পড়ছে মাঝে-মধ্যে।

ফ্রান্সিস বেকনের র‍্যাঞ্চের অবস্থান জানে না জন। বিশাল দেশ টেক্সাস, র‍্যাঞ্চটা এর কোন অংশে? পথে যে কটা র‍্যাঞ্চ পড়ল প্রত্যেকটাতেই জিজ্ঞেস করল ও, কিন্তু কেউ ফ্রান্সিস বেকনের হদিস দিতে পারল না। র‍্যাঞ্চগুলোয় কাজ চেয়ে ব্যর্থ হলো ও। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না এখন র‍্যাঞ্চারদের, তাছাড়া ওর মত আনাড়ি লোককে কাজ দিতেও কেউ রাজি হলো না।

ওদিকে জনের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে এসেছে। শীঘ্রিই একটা কাজ জোটাতে না পারলে উপোস করতে হবে।

এক বিকেলে ফোর্ট ওয়ার্থ পৌঁছল ওরা। একটা কয়েনও অবশিষ্ট নেই জনের হাতে, খাবারও শেষ। শহরের বাইরে একটা মেসকিট ঝোপের আড়ালে ক্যাম্প করল ওরা। কিটির মুখটা সাদাটে ও পাংশু দেখাচ্ছে। ও অসুস্থ কিনা জানতে চাইল জন। জবাবে মলিন হাসল মেয়েটা। 'আমি ঠিক আছি, জন। কেবল ক্লান্তি বোধ করছি, বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি শহরে গিয়ে দেখি কোন কাজ পাই কিনা। আসার সময় কিছু খাবারও নিয়ে আসব।'

'দুঃখিত, জন, আমি তোমার কোন কাজে লাগছি না, বরং তোমার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি।'

কিটির দু'বাহুতে হাত রাখল জন। এ মুহূর্তে ভীষণ মর্মজ্বালায় ভুগছে ও। ভাবছে, মেয়েটাকে এভাবে বিপদের মধ্যে নিয়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি।

'আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, কিটি,' বলল ও।

শহরে এসে অন্তত আধ ডজন জায়গায় কাজ খুঁজল ও, সবাই না করে দিল। মেসকিট ঝোপের ভেতর কিটির কথা ভেবে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল ওর। সামান্য কিছু খাবার হলেও যোগাড় করতে হবে ওকে, খালি হাতে ফিরতে পারবে না।

একটা ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভেতরে চোখ পড়ল

boighar.com

ওর। ক্লোজিং টাইম হলেও ব্যাঙ্কটা এখনও খোলা।

ঘোড়াটা হিচ রেইলে বেঁধে ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকল জন। অভিজাত চেহারার মাঝবয়সী এক লোক কাউন্টারে টাকা গুনছে। প্রচুর টাকা, স্তরে স্তরে সাজানো।

লোকটা নিজের কাজে এতই মগ্ন যে জনের উপস্থিতি টের পেল না। জন ভাবল, কিটি যেখানে ক্ষুধার্ত, ব্যাঙ্কারের এত টাকা থাকার কোন মানে নেই। ব্যান্ডানা দিয়ে নাক পর্যন্ত মুখ ঢেকে দিয়ে পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল ও। হঠাৎ ও উপলব্ধি করল মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছে। সাত সাতজন মানুষ খুন করেও আইনের পক্ষে ছিল ও এতদিন। কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা ছিনিয়ে নিলে আইনের বিপক্ষে চলে যাবে, আউট-ল বনে যাবে আজীবনের জন্য।

চট করে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে আনল ও, মুখ থেকে ব্যান্ডানা সরিয়ে ফেলল। টাকা গোনা শেষ করে ওর দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার।

মুহূর্তে শঙ্কা জেগে উঠল লোকটার চেহারায়, মুখের সব রক্ত সরে গেল। চট করে কাউন্টারের নিচে হাত বাড়াল ও। জন জানে ওখানে একটা অস্ত্র আছে।

'ওকাজ করতে যেয়ো না, মিস্টার,' তাড়াতাড়ি বলল জন। 'আমি কোন বদ মতলব নিয়ে এখানে আসিনি। আমার একটা কাজের দরকার, যে কোনও ধরনের কাজ।'

মাথা নাড়ল লোকটা, কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'এখানে কোন কাজ-টাজ নেই।'

এখনও কাউন্টারের নিচে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে ব্যাঙ্কার। জনের ভয় হলো, লোকটা যদি অস্ত্র বের করে তবে আত্মরক্ষার জন্য তাকে খুন করতে হবে ওর।

'ধন্যবাদ। আমি শুধু সেটাই জানতে এসেছিলাম।'

দ্রুত ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলো ও, হিচ রেইল থেকে ঘোড়া

বইঘর.কম

খুলে স্যাডলে চেপে লিভারি স্টেবলের দিকে চলল। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে মনে। আরেকটু হলেই মারাত্মক ভুল করে ফেলছিল, যেটা আর কখনোই শোধরানো যেত না।

স্টেবলের গেটে এসে পেছনে তাকাল ও, ব্যাঙ্কারকে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে তড়িঘড়ি শেরিফের অফিসের দিকে যেতে দেখল। স্টেবলে ঢুকে গেল ও। ভাবল, ব্যাঙ্কার শেরিফকে নালিশ করলেও কোন অসুবিধে নেই। ও কোন দোষ করেনি, কেবল একটা চাকরি চাইতে ওখানে গিয়েছিল।

হাড় জিরজিরে শরীর স্টেবলম্যানের, বসে যাওয়া গাল, কুতকুতে চোখজোড়ায় ধূর্ততা। জনকে দেখেই বুঝে নিল একজন ভেঙে পড়া ক্ষুধার্ত মানুষ ও, ঘোড়াটা বেচতে এখানে এসেছে। প্রথমে একটা চাকরি চাইল জন, লোকটা প্রত্যাখ্যান করতেই ঘোড়াটা বেচার প্রস্তাব দিল। স্টেবলম্যান ঘোড়াটা পরীক্ষা করে দেখার ফাঁকে গেট দিয়ে বাইরে তাকাল ও।

ব্যাঙ্কার ও শেরিফ রাস্তা পার হয়ে ব্যাঙ্কের দিকে চলেছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওরা দু'জন ব্যাঙ্কের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতেই স্টেবলম্যানের দিকে তাকাল জন।

দরদাম নিয়ে বিতর্কে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত জন। লোকটা ডাকাত, ঘোড়া এবং স্যাডল দু'টোর জন্যে মাত্র চল্লিশ ডলার দিল। অবশ্য এর বেশি আশাও করেনি জন।

স্টেবলম্যানের দেয়া টাকা পকেটে পুরে রাস্তায় নেমে এলো ও, স্যাডলব্যাগ কাঁধে ফেলে হাঁটতে লাগল। ভাবল কিটিকে শহরে নিয়ে এসে একটা রেস্টুরেন্টে খাবে দু'জন, তারপর হোটেলে একটা কামরা নিয়ে রাতটা কাটিয়েই সকালে আবার রওনা দেবে। একটি মাত্র ঘোড়া থাকায় দু'জনকে ভাগাভাগি করে পথ চলতে হবে।

শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনল বলে মনে হলো ওর, অন্যমনস্ক থাকায় নিশ্চিত হতে পারল

boighar.com

না। পিছু ফিরে দেখল, শেরিফ ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে চলেছে, অন্ধকার হয়ে আসায় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তাকে। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না ও, তাড়াতাড়ি মেসকিট ঝোপটার দিকে চলল। কেবলমাত্র কিটির চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে এখন ওর মাথায়।

মাটিতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কিটি, ওর চেহারা লালচে হয়ে গেছে, প্রলাপ বকছে। জনকে চিনতে পারল না। কপালে হাত দিয়ে দেখল জন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে কিটির।

ওর এখন একটা আশ্রয় আর সেবা-যত্ন দরকার, নইলে নির্ঘাত মারা পড়বে। ওকে ভাল করে কম্বলে মুড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলল জন, তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে শহরের দিকে চলল।

জীবনে বহুবার বিপদের মুখোমুখি হয়েছে ও, কিন্তু এত অসহায় আর কখনও বোধ করেনি, এত ভয়ও পায়নি। মৃত্যুভয় ভর করেছে এখন ওর মনে। কিটি মারা গেলে ওরও বেঁচে থাকার আর কোন মানে থাকবে না।

শহরে ঢুকে কয়েক ব্লক যেতেই মাঝবয়সী এক মহিলাকে রাস্তা পার হতে দেখে থামল জন। বলল, 'আমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ, ম্যাম। আমাকে ডাক্তারের ঠিকানা জানাবে?'

এগিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে নেতিয়ে থাকা কিটির দিকে তাকাল মহিলা, ওর কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠল। 'উফ। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওকে আগে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো, তারপর ডাক্তার ডেকে আনবে।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম।'

একটা দোতলা ফ্রেমহাউজের সামনে এসে থামল মহিলা। বলল, 'ওকে দোতলার বেডরুমে নিয়ে যাও।'

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িটায় নিজেকে ভীষণ নোংরা লাগছে ওর, মনে হচ্ছে যেন একটা বুনো জানোয়ার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। এই প্রথমবারের মত খেয়াল করে দেখল, কিটির

বইঘর.কম

অবস্থাও ওর চেয়ে কোন দিক দিয়ে ভাল নয়।

হঠাৎ ওর মনে হলো, ফুলের পাপড়ির মত সুন্দর, নিষ্পাপ মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে নিয়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি। এই অপরিচিত, নির্বান্ধব জায়গায় কিটি যদি মারা যায় তবে ও নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবে না।

ঈশ্বরভক্তি কখনোই ছিল না জনের, জীবনে চার্চমুখো হয়েছে খুব কমই, কিন্তু এ মুহূর্তে কিটির রোগমুক্তির জন্য প্রাণপণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে ও।

কিটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মহিলার নির্দেশনা অনুযায়ী ডাক্তারের বাড়ির দিকে চলল জন। ডাক্তারখানা খুঁজে পেতে তেমন বেগ পেতে হলো না। ডাক্তার যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরার ফাঁকে কিটির কাছে একটা নোট লিখল ও। নোটে লিখল, প্রয়োজনের তাগিদে চলে যেতে হলেও শীঘ্রিই একটা চাকরি জুটিয়ে ওকে নেয়ার জন্য ফিরে আসবে ও। ডাক্তারের কাছ থেকে একটা খাম চেয়ে নিয়ে ঘোড়া বেচা চল্লিশ ডলার এবং নোটটা খামে পুরে ওটা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এখানে চল্লিশ ডলার আর একটা নোট আছে। এটা ওকে দেবেন। টাকাটা ওর খুবই দরকার হবে। ওর জ্ঞান ফিরে এলে বলবেন, আমি যত শীঘ্রি সম্ভব আবার ফিরে আসব।'

ডাক্তার বলল, 'তুমি কেমনতরো স্বামী, হে? ওকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে চলে যাচ্ছ? তুমি কি মনে করো পৃথিবীতে টাকাই সব?'

'হ্যাঁ, টাকাই সব,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জন। 'টাকা না থাকায় আমি ওর যত্ন নিতে পারিনি, শেষমেশ আমার ঘোড়া আর স্যাডল বেচে দিতে বাধ্য হয়েছি। আমি এখানে বসে থাকলে ওই টাকা আমিই খরচ করে ফেলব, অথচ টাকাটা ওর খুবই দরকার। আমি যে করেই হোক একটা চাকরি যোগাড় করে ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাব।'

boighar.com

'হুম!' মাথা দোলাল ডাক্তার, খামটা নিয়ে ব্যাগে পুরল। ওকে মহিলার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করল জন, ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার পর সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষা করতে লাগল দুরু-দুরু বুকে।

আধ ঘণ্টা পর নিচে নেমে এলো ডাক্তার। চেহারা গম্ভীর। ধক্ করে উঠল জনের বুক। তবে কি কিটি মারা গেছে? দুঃসংবাদ শুনতে হবে এই ভয়ে নিজে যেচে ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না ও।

'মেয়েটা অসুস্থ,' ডাক্তার বলল। 'ভয়ানক অসুস্থ। তবে মিসেস ফার্গুসনের হাতে যখন একবার পড়েছে, সেরে উঠবে।'

সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল জন। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

ঘোড়ার পিঠে চেপে উত্তরে চলল ও। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, কিন্তু খাবার কেনার পয়সা নেই হাতে।

কোথায় যাবে, কি করবে সে-সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর। আশা করছে সামনে কোথাও একটা না একটা র‍্যাঞ্চ পেয়ে যাবে। কাজ না পেলেও একবেলা খাবার অন্তত জুটবে। সুযোগ পেলে একটা খরগোস কিংবা অন্য কোন প্রাণী মেরেও রেঁধে খেতে পারবে।

নিজের জন্য মোটেই চিন্তিত নয় ও। ওর যত দুশ্চিন্তা কিটিকে নিয়ে। ওকে নিয়ে আর নির্জন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে না ও, এবার একটা চাকরি জুটিয়ে তবেই আবার ফোর্ট ওয়ার্থে ফিরে আসবে।

ধুলোময় রাস্তা দিয়ে ধীর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগুচ্ছে জন। হঠাৎ ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে ওর সামনে উদয় হলো পাঁচ-ছয়জন রাইডার। সবার হাতে অস্ত্র, ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দেখতে পেল জন। ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে হারামি খুনীটা! শেষ করে দাও ওকে!'

ঘোড়ার রাশ টেনে ওদের কয়েক গজ সামনে থামল, জন। বলল, 'তোমরা যাকে খুঁজছ সে আমি নই, মিস্টার। আমি একজন

বইঘর.কম

নিরীহ পথিক মাত্র।'

'বাজে কথা রাখো! তুমিই খুনী, মরার আগে ব্যাঙ্কার জন লঙফিল্ড বলে গেছে।'

হঠাৎ জমে গেল জন, কিটির কাছে ফিরে যাবার সময় ব্যাঙ্কের দিক থেকে যে ভোঁতা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিল এবং তার পরপরই শেরিফ ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেটা স্মরণে এলো। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, শেরিফই ব্যাঙ্কারকে খুন করেছে, এখন তার ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছে।

কিন্তু আপাতত সেটা প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই। শেরিফ যদি সত্যি খুনী হয় তবে ওকে বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি সে নেবে না, ট্রায়ালের আগেই শেষ করে দেবে। পালাতে হবে ওকে, যে করেই হোক।

হঠাৎ জোরে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ও, সাঁৎ করে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ে বুলেট গতিতে ছুটতে লাগল। গর্জে উঠল সব ক'টা অস্ত্র, কয়েকটা গুলি জনের কানের পাশে ভ্রমরের গুঞ্জন তুলল।

ঘোড়াটা গুলির শব্দে ভয় পেয়ে এখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে, ধাওয়াকারীরাও আসছে পিছু পিছু। পিস্তলে জন খুব চালু, হয়তো কুপারের ভাষায় ক্ষিপ্রতম, কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা কোন কাজে আসছে না। শত্রুরা সংখ্যায় বেশি, ওদের কয়েকজনকে গুলি করে মারতে পারলেও বাকিরা ওকে ধরতে পারলে সোজা গাছে লটকে দেবে।

প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাচ্ছে জন। ঠিক যেভাবে পালিয়েছিল ওর বাবা। বাঁচতে হলে শত্রুদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মাত্র তিন-চারশো গজ পেছনেই রয়েছে লোকগুলো। তিনজন এগিয়ে আছে, যাদের ঘোড়া কম চালু তারা একটু পিছিয়ে।

ভয়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর ভাবনা চিন্তার সুযোগ

boighar.com

পেল জন। কোন অন্যায় না করেও জীবনের চরমতম বিপদের মধ্যে আছে ও এ-মুহূর্তে। কোমরে পিস্তল ঝোলানোই কাল হয়েছে ওর। ওর কোমরে পিস্তল দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ব্যাঙ্কার, শেরিফকে খবর দিতে ছুটে গিয়েছিল। তখনই বোধহয় শেরিফের মাথায় আইডিয়াটা গজিয়েছিল, সহজেই এখন ব্যাঙ্কারকে খুন করে ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে জনের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়।

আগের খুনগুলোর কথা ভাবল জন। সব কটাই ফেয়ার ফাইট ছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন পাসিকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলেও বাকি জীবন আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে ওকে, ওর নামে ওয়ানটেড পোস্টারে ছেয়ে যাবে গোটা দেশ।

ও প্রতিজ্ঞা করেছিল, কপালে যা-ই থাকুক, কোমর থেকে পিস্তল সরিয়ে ফেলবে। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না শেষতক। বাঁচার তাগিদেই সাথে পিস্তল রাখতে বাধ্য ও এখন।

তেরো

ব্যাঙ্কার জন লঙফিল্ড বোধহয় খুব জনপ্রিয় ছিল, পাসি ওর পিছু লেগে রয়েছে দেখে ধারণা করল জন। আঁধার নামার পর চলার কোর্স বদলে ওদের খসিয়ে দিতে চাইল ও, পারল না। ওদের সঙ্গে বোধহয় দক্ষ ট্র্যাকারও রয়েছে। তাছাড়া লম্বা নরম ঘাসে ওর

বইঘর.কম

ট্র্যাক স্পষ্ট হয়ে আছে।

পাসির তিনজন ওর মাত্র আধ মাইল পেছনে রয়েছে এখন। বাকিরা আরও পিছিয়ে আছে। তাদের ঘোড়াগুলো ওরটার তুলনায় তাজা। কিন্তু ওগুলো লিভারি স্টেবল হর্স, ওরটার মত ট্রেইলে চলতে অভ্যস্ত নয়।

কিছুক্ষণ পর ভাঙাচোরা পাথুরে এলাকায় এসে পড়ল ওরা। পাথুরে ভূমিতে ওর ঘোড়াটা স্পষ্ট কোন ট্র্যাক তৈরি করবে না। পাসিকে ফাঁকি দেয়াও হয়তো সম্ভব হবে। মাইলখানেক সামনে এগিয়ে গতিপথ বদলে উত্তর-পশ্চিমে চলল ও। পাসির লোকজনের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ওরা যখন আবার ট্র্যাক খুঁজে পাবে, ততক্ষণে চার-পাঁচ মাইল দূরে চলে যাবে ও।

কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছে, পাসিকে আপাতত খসিয়ে দিতে পারলেও তারা ওর পিছু ছাড়বে না। সামনে বেশ লম্বা কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে, চোখ-কান খোলা না রাখলে ঝুলতে হবে একটা দড়ির প্রান্তে।

কিটির কথা ভাবল ও। মেয়েটাকে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় ফোর্ট ওয়ার্থে রেখে এসেছে ও, বেঁচে আছে কি-না, জানে না, জানবেও না অনেকদিন পর্যন্ত। মিসেস ফার্গুসনের কাছে কিংবা তার ঠিকানায় কিটির কাছে চিঠি লিখতে পারে ও, কিন্তু ওদেরকে নিজের ঠিকানা জানানোর ঝুঁকি নিতে পারবে না।

রাত তিনটের দিকে একটা ঝরনার পাড়ে খানিক বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল ও। সাথে কোন খাবার নেই। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, শেষবার কবে খেয়েছে মনেই পড়ে না। ঝরনায় নেমে আঁজলা ভরে অ্যালকালিমাখা কটু স্বাদযুক্ত পানি খেল ও, সাথে সাথেই পেটটা গুলিয়ে উঠল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে ঘোড়াটাকে ভালমতন দলাই-মলাই করল ও, তারপর ওটাকে পুরো একঘণ্টা বিশ্রাম দিল। জানে ধাওয়াকারীরা পিছু না ছাড়লেও

boighar.com

এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে। তবুও তারা বিশ্রাম নিয়ে দেরি করার ঝুঁকি নেবে না, দরকার পড়লে ঘোড়াগুলোকে খাটিয়ে মেরে ফেলবে।

আবার স্যাডলে চাপল ও, ঘোড়াটাকে তেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে না, একঘণ্টার বিশ্রাম আর দলাই মলাইয়ে যথেষ্ট কাজ দিয়েছে। সমস্যার কথা হলো পাসির লোকজন এ জায়গাটা নিজেদের হাতের তালুর মত চেনে, কোথায় তাজা ঘোড়া পাওয়া যাবে সেটাও ভাল করেই জানে।

ট্র্যাক লুকোবার চেষ্টা করছে না ও। জানে সে-চেষ্টা করে লাভও নেই। সোজা উত্তরে চলেছে, মাঝে-মধ্যে থেমে সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নিচ্ছে, ঘোড়াটাকেও বিশ্রাম নেয়ার এবং ঘাস খাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। মাঝে এক জায়গায় বুনো চায়নাবেরি ফল পেয়ে খিদে কিছুটা নিবৃত্ত করল।

মাঝ বিকেলের দিকে একটা র‍্যাঞ্চ হাউজ চোখে পড়ল ওর। জরাজীর্ণ দশা বাড়িটার, অ্যাডোবি দালানের ছাত প্রেয়ারি-সড দিয়ে চাওয়া, ওখানে ফুট তিনেক উঁচু আগাছা জন্মেছে। উঠোনের এক কোণে একটা উইন্ডমিল থেকে পানি পাম্প করে একটা ট্রাফে আনা হয়েছে। কোরালে তিনটে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।

আগুয়ান বিধ্বস্ত রাইডারকে দেখতে পেয়ে ঘরের পোর্চে বেরিয়ে এলো মাঝবয়সী দুই পুরুষ আর এক মহিলা। পেছনে বিভিন্ন বয়সী এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

পোর্চের সামনে ঘোড়া থামিয়ে জন বলল, 'আমি তোমাদেরকে সত্যি কথাটাই বলছি, আমার পেছনে একটা পাসি লেগেছে। হয়তো বিশ্বাস করবে না, ফোর্ট ওয়ার্থে যে খুনটার জন্য আমাকে তাড়া করা হচ্ছে সেটা আমি করিনি। এখন আমার একটা তাজা ঘোড়া আর খাবার দরকার, অথচ হাতে একটা ফুটো পয়সাও নেই। পরে যখনই সুযোগ পাব, তোমাদেরকে দামটা পাঠিয়ে দেব।'

বইঘর.কম

পুরুষ লোকটা মাথা নাড়তে শুরু করলে জন আবার বলল, 'তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না, কিন্তু তোমরা ঘোড়া না দিলে জোর করে নিতে হবে আমাকে।'

মহিলা ভীতকণ্ঠে বলল, ওকে ঘোড়া দিয়ে দাও, সিড, আমি গানিশ্যাক ভরে কিছু খাবার নিয়ে আসছি।'

লোকটা রাইফেল নিতে দরজার দিকে ছুটতেই জন শীতল কণ্ঠে বলল, 'কোন কুমতলব থাকলে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো, ম্যান। আমি এর আগেও মানুষ খুন করেছি।'

হঠাৎ থেমে গেল গাল বসে যাওয়া কৃশকায় লোকটা, কোটরাগত দু'চোখে জাগল নগ্ন ভীতি। জন আবার বলল, 'তোমার মিসেসকে বলো যেন কোনরকম চালাকি না করে। তোমাদের কাউকে খুন করতে হলে মনে দুঃখ পাব আমি। এবার আমার সঙ্গে চলো।'

উঠোনে নেমে পিছু ফিরে লোকটা বলল, 'আমি না বললে কিছু করতে যেয়ো না, লিলি।'

কোরালে এলো ওরা। ঘোড়া তিনটের মধ্যে দুটো হাড় জিরজিরে, কাঁধে জট বেধে আছে, বোধহয় ওয়্যাগন কিংবা লাঙল টানার কাজে ব্যবহার করা হয় বাকি ঘোড়াটা মোটাতাজা ও শক্তিশালী, প্রথম দুটোর তুলনায় বয়সও অনেক কম।

'এটার জন্য কত নেবে?' জন জানতে চাইল।

জনের ঘামে ভেজা ক্লান্ত ঘোড়াটার দিকে তাকাল লোকটা। বলল, 'তোমার ঘোড়াটার দশা কাহিল।'

'কিন্তু ওটা ভাল জাতের ঘোড়া,' প্রতিবাদের সুরে জন বলল। 'কয়েকদিন বিশ্রাম আর খাবার পেলে আবার আগের মত তরতাজা হয়ে উঠবে।'

'তবুও ওটা আমারটার ধারে কাছেও যেতে পারবে না।'

'সে যাই হোক, এবার বলে দাও কত দিতে হবে। বেশি

boighar.com

লোভ করতে যেয়ো না যেন আবার। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তোমাকে একটা পয়সাও না দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে যেতে পারি।'

'পঞ্চাশ ডলার!' দাম হাঁকল লোকটা।

গলাকাটা দর, কিন্তু আর বিতর্কে গেল না জন। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে, বিতর্কে গেলে শেষতক কাউকে না কাউকে খুন করতে হয় ওর। নিজের ঘোড়াটার পিঠ থেকে জিন খসিয়ে বাকিতে কেনা ঘোড়াটার পিঠে চাপাল ও। মহিলা ওকে একটা গানিশ্যাক দিল। ওটার মুখ ফাঁক করে জন নিশ্চিত হলো যে সেখানে পাথর কিংবা অন্য কিছু ভরে দেয়া হয়নি।

'এবার তোমার নাম ঠিকানা এবং যে শহরে তোমার নামে মেইল আসে সেটার ঠিকানা লিখে দাও,' লোকটাকে বলল জন।

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল লোকটা। উইন্ডমিলটার কাছে এসে ডিসচার্জ পাইপ থেকে ক্যান্টিনে পানি ভরে নিল জন, তারপর ক্যান্টিন, গানিশ্যাক ও স্যাডলব্যাগ দু'টো কষে স্যাডলের পেছনে বাঁধল। লোকটা একটু বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

'তোমার পাওনা সময় মত পেয়ে যাবে,' ওকে অভয় দিল জন। 'অবশ্য যদি বেঁচে থাকি।'

স্যাডলে চাপল ও। মহিলা ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দেখে নিজের মায়ের কথা মনে আসায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল ওর।

'তোমার বয়সটা ঘর ছাড়ার পক্ষে একেবারেই কম, বাছা,' মহিলা বলল।

স্থাণুর মত ঘোড়ার পিঠে বসে জন, হঠাৎ ওর মনে হলো এরা ওকে গেঁথে ফেলার পক্ষে প্রচুর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু সেটা না করে ঘোড়া আর খাবার নিয়ে চলে যেতে দিচ্ছে।

'তোমরা পাওনা টাকার জন্য চিন্তা কোরো না,' বলল জন। ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল। কিছুদূর এগিয়ে পেছন থেকে গুলি

বইঘর.কম

আসবে না সেটা নিশ্চিত হবার জন্য পিছু ফিরে দেখল, মুখে একরাশ বেদনা নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে মহিলা।

পাসির লোকজন এখানে এসে তাজা ঘোড়া পাবে না, ভাবল জন, অবশ্য ওই হাড় জিরজিরে ঘোড়া দু'টোর সঙ্গে নিজেদের ঘোড়া বদল করলে সেটা আলাদা কথা। ফোর্ট ওয়ার্থ ছেড়ে আসার পর এই প্রথমবারের মত নিজেকে নিরাপদ মনে হলো ওর। পাসি এখন আর কোনভাবেই ওকে ধরতে পারছে না।

কিটির কথা ভাববার ফুরসত পেয়েছে ও এতক্ষণে। ডাক্তার বলেছিল, মিসেস ফার্গুসনের হাতে যখন পড়েছে, সেরে কিটি উঠবেই। কিটিকে বিয়ে করার পর ওর সঙ্গে কয়েক সপ্তা কাটিয়েছে ও। তবে কি কিটির গর্ভে ওর সন্তান এসেছে?

বিশাল দেশ টেক্সাস, চতুর্দিকে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত। এ বিশাল জায়গায় নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে জনের। জনমানবহীন প্রান্তর ধরে দিনের পর দিন একা চলতে গিয়ে একসময় হাঁফিয়ে উঠল ও, মনে হলো যেন পেছনে পাসির লোকজন কিংবা ইন্ডিয়ানদের দেখলেও স্বাগত জানাবে।

পাসিম্যানদের না দেখলেও ওরা ওর পিছু ছেড়েছে সেটা বলা যাবে না। ওরা হয়তো কোন টেলিগ্রাফ স্টেশনে না পৌঁছাতক থামবে না। আর ওরা যদি একবার টেলিগ্রাফ লাইনের সাহায্য নিতে পারে তবে ওর নাম এবং চেহারার বর্ণনা পৌঁছে যাবে হাই প্লেইনসের সব ক'টা শহরে। এখন থেকে মাথার পেছনেও একটা চোখ খোলা রাখতে হবে ওকে। কোন ল-ম্যান কিংবা বাউন্টি হান্টারের নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

উত্তরে কলোরাডো হাই কান্ট্রির দিকে চলল ও। আবহাওয়া ভীষণ শীতল, ঠাণ্ডায় জমে যাবার দশা হয়েছে ওর। এভাবে জীবন চলতে পারে না। একটা না একটা কিছু করতেই হবে ওকে। বুনো ফল আর শিকার করা পশুর মাংস খেয়ে শরীরের বারোটা বেজে গেছে এরই মধ্যে।

boighar.com

এক রাতে রেড রিভারের তীরে একটা ট্রেডিং পোস্টে থামল ও, ওখানে রাতটা কাটিয়ে সকালে আবার রওনা দিল, হাতে টাকা-পয়সা না থাকায় কোন সাপ্লাই কিনতে পারল না।

নির্জন প্রেয়ারির উপর দিয়ে একনাগাড়ে উত্তর পশ্চিমে চলেছে ও। উদ্দেশ্যবিহীন যাত্রা। ইন্ডিয়ানদের এড়াতে বেশির ভাগ সময় দিনে বিশ্রাম নিয়ে রাতে পথ চলছে। অবশেষে একদিন আরকানসাস্ পেরিয়ে ফোর্ট লিয়নকে পাশ কাটিয়ে পুয়েবলোতে ঢুকল।

শহরের বাইরে থাকতে গানবেল্ট খুলে স্যাডলব্যাগে পুরল জন, কিন্তু মেক্সিকান সেকশনের অ্যাডোবিগুলো পেরোতে গিয়ে মনে হলো বোকার মত কাজ করেছে। হয়তো এরই মধ্যে পাঁচশো বর্গমাইল এলাকার সব ক'জন ল-ম্যানের অফিসে ওর নামে ওয়ানটেড পোস্টার বেরিয়েছে। এ অবস্থায় কোমরে পিস্তল না থাকা আত্মহত্যার সামিল।

স্যাডলব্যাগ থেকে গানবেল্টটা বের করতে গিয়ে ওখানে একটা ডাইম খুঁজে পেল ও। গানবেল্ট আবার পরে নিয়ে কয়েনটা পকেটে রাখল। বিজনেস সেকশনে একটা সেলুনের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল। ডাইমটা দিয়ে এক বোতল বিয়ার পাওয়া যাবে, কাউন্টার থেকে ফ্রি লাঞ্চ খাওয়া যাবে, তাছাড়া ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে পরবর্তী করণীয়।

সেলুনটা প্রায় ফাঁকা। মেক্সিকান বারটেন্ডার কয়েকজন মেক্সিকানের সঙ্গে কথা বলছে। এক কোণের দেয়ালের পাশে একটা টেবিলে পোকার খেলছে কয়েকজন।

ডাইমটা দিয়ে এক বোতল বিয়ার কিনল জন, তারপর ফ্রি লাঞ্চ কাউন্টার থেকে এক প্লেট খাবার এনে কোণের দিকে একটা টেবিলে হেঁটে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে কাউন্টার আর দরজার দিকে মুখ করে বসল।

খেতে খেতে নিজের নির্মম নিয়তির কথা ভাবছে জন। একটা

বইঘর.কম

সম্মানজনক চাকরি জোটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও, ইচ্ছে থাকলেও পিস্তলটা কোমর থেকে সরাতে পারেনি, সময়মত ফ্রান্সিস বেকনের র‍্যাঞ্চটা খুঁজে পেলে হয়তো ফোর্ট ওয়ার্থের ঘটনাটা এড়ানো যেত।

সেলুনের ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল এক লোক। লোকটা অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। দীর্ঘদেহী, পেটা, পেশিবহুল শরীর। লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি হবে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরনে র‍্যাঞ্চের পোশাক, পায়ে ভারি টেক্সান বুটজোড়ার নিচে বড়বড় স্পার লাগানো।

এক পলকের জন্য জনের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর বার থেকে এক বোতল হুইস্কি ও একটা গ্লাস চেয়ে নিয়ে সোজা ওর টেবিলের দিকে হেঁটে এলো। টান-টান হলো জনের শরীর, ডান হাতটা কোমরের কাছে নামিয়ে এনেছে, কোন ল-ম্যান কিংবা বাউন্টি হান্টার হলে ঝামেলা হবে।

জনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা, ওর উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে পিস্তলটার দিকে তাকাল এক পলকের জন্য। তারপর বলল, 'আমি তোমার সামনে বসলে আপত্তি নেই তো?'

'না, নেই,' স্থির কণ্ঠে বলল জন। 'কিন্তু আমরা পরস্পরকে চিনি না।'

'ছোটার মধ্যে রয়েছ?' বসতে বসতে জানতে চাইল লোকটা।

কিছুটা রেগে উঠল জন। বলল, 'তোমার তেমন ধারণা হলো কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আমার ধারণা হয়তো ঠিক নয়।'

'তাহলে এত প্রশ্ন করছ কেন?'

'কারণ, তোমাকে দেখে আমার মনে হলো তোমার একটা চাকরি দরকার

কিছুটা আগ্রহান্বিত হয়ে নড়েচড়ে বসল জন। 'কি ধরনের

boighar.com

চাকরি?'

'র‍্যাঞ্চের কাজ, বোঝো কিছু?'

'আমি র‍্যাঞ্চের কাজে অভ্যস্ত নই। অবশ্য কিছুদিন একটা ক্যাটল ড্রাইভের সঙ্গে ছিলাম।'

ওর উরুতে হোলস্টারে রাখা পিস্তলটার দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'ওই জিনিসটা কেমন চালাতে পারো?'

'লোকজন তো বলে ভালই পারি।'

'বেতন মাসে ষাট ডলার প্লাস থাকা-খাওয়া। রাজি থাকলে বলে দাও।'

'আমাকে কি কি কাজ করতে হবে?'

'আমি যেটা বলি সেটা করতে হবে।'

'মাসে ষাট ডলার একজন সাধারণ কাউহ্যান্ডের বেতনের তুলনায় অনেক বেশি।'

'আমার এমন লোক দরকার যার পিস্তলে হাত চালু। আমার র‍্যাঞ্চে রাসলারদের উৎপাত বেড়েছে, রাসলিং ঠেকাতে না পারলে অল্পদিনের মধ্যে ফতুর হয়ে যাব আমি।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে জন বলল, 'তোমার প্রস্তাবে রাজি আমি, তবে দু'মাসের বেতন অগ্রিম দিতে হবে।'

দীর্ঘক্ষণ সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে মাপল র‍্যাঞ্চার, তারপর ওয়ালেট বের করে একশো বিশ ডলার গুনে আলাদা করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আমি রিওবেন কেডস। এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অ্যান্ডি ক্রীকে আমার আর কে র‍্যাঞ্চ। তুমি কি টাকাটা মদ গিলে সাবাড় করার প্ল্যান করেছ, বাছা?'

'না। কিছু টাকা আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাব। আরেক লোক আমার কাছে পঞ্চাশ ডলার পাবে, সেটাও ওর কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি যখনই বলবে, আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল র‍্যাঞ্চার, তারপর মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আধঘণ্টা পর এখানে এসে

বইঘর.কম

তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাব আমি।'

হাসল জন। বলল, 'কিন্তু আমি টাকা নিয়ে সটকে পড়ব না সেটা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছ, মিস্টার কেডস?'

''তোমার চেহারা বলছে, সামান্য ক'টা টাকা নিয়ে কেটে পড়ার মত লোক তুমি নও।'

র‍্যাঞ্চার চলে যাবার পর উঠে দাঁড়াল জন, একটা স্টোর থেকে কাগজ কলম কিনে কিটির কাছে ছোট একটা চিঠি লিখল। সেদিন হুট করে চলে আসায় প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিল। তারপর লিখল, ফোর্ট ওয়ার্থে ওকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেটা সঠিক নয়, অন্যের দায় ওর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর কিটিকে কিংস্টনে ফিরে যেতে পরামর্শ দিল ও।

পঞ্চাশ ডলার আলাদা করে চিঠিটা সহ একটা খামে পুরল জন, পঞ্চাশ ডলার আলাদা একটা খামে পুরে বাকি বিশ ডলার নিজের কাছে রেখে দিল। খাম দু'টোর মুখ বন্ধ করে উপরে ঠিকানা লিখল, তারপর স্টেজ স্টেশনে এসে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, স্টেজটা ডেনভার যাচ্ছে। ড্রাইভারের হাতে পাঁচ ডলার গুঁজে দিয়ে খাম দু'টো ডেনভার থেকে পোস্ট করার অনুরোধ জানাতে রাজি হয়ে গেল লোকটা।

সেলুনের সামনে ফিরে এসে রিওবেন কেডসকে অপেক্ষা করতে দেখল জন। র‍্যাঞ্চারকে অনুসরণ করে শহরের বাইরে এলো ও।

'তোমাকে কি নামে ডাকা হয়?' জানতে চাইল রিওবেন কেডস।

নিজের আসল নামটা মুখে আসতেই হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল ও। বলল, 'জোনস। রাস জোনস।'

'ঠিক আছে, জোনস,' র‍্যাঞ্চার বলল। 'অতীত অতীতই, আমি কখনও কারও অতীত নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার নির্দেশমত

boighar.com

চললে তোমার সঙ্গে আমার কখনোই বিরোধ বাধবে না

'আমিও বিরোধ এড়াতে সাধ্যমত চেষ্টা করব, মিস্টার কেডস।'

চোদ্দ

শহর থেকে বারো-তেরো মাইল দূরে রিওবেন কেডসের র‍্যাঞ্চ। রাত দশটার দিকে ওখানে পৌঁছল ওরা। এই প্রথমবারের মত পিস্তল ভাড়ায় খাটাতে যাচ্ছে, কথাটা ভেবে অস্বস্তি জেগে উঠল জনের মনে।

র‍্যাঞ্চার ওকে বাঙ্কহাউজটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন বিশ্রাম নাও, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

ঘোড়াটা কোরালে বেঁধে বাঙ্কহাউজে ঢুকল জন। ডজনখানেক সারিবদ্ধ বাঙ্ক। কামরার মাঝখানে একটা টেবিল ঘিরে বসে পোকার খেলছে চারজন লোক। টেবিলের এককোণে ল্যাম্প জ্বলছে।

দরজায় শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে জনের দিকে তাকাল লোক চারজন। একটা বাঙ্কে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে এক লোক।

'আমি রাস জোনস,' নিজের পরিচয় দিল জন। 'আজ থেকে মিস্টার কেডসের চাকরীতে যোগ দিয়েছি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লোক চারজন, বিশেষ করে ওর উরুতে বাঁধা পিস্তলটার দিকে বিশেষভাবে তাকাচ্ছে।

'তোমার নাম রাস জোনস বলছ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল

বইঘর.কম

এক লোক।

'নয়তো কি?' মনের চাপা উদ্বেগ গোপন রেখে বলল জন।

'আমি বাজি ধরতে পারি তুমি আসলে জন পার্কার। গত গ্রীষ্মে জুলসবার্গে সোল জাস্টিনকে খুন করতে তোমাকে নিজের চোখে দেখেছি আমি।'

বিশেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে এখন বাকি তিনজন। বোঝা যাচ্ছে ওর নাম ওদের কারও অজানা নয়।

'তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে, মিস্টার,' ফেঁসে গেছে জেনেও কণ্ঠ যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে জন বলল। 'আমি কখনও জুলসবার্গ যাইনি, সোল জাস্টিন নামটা শুনিইনি কখনও।'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা, মুখে সবজান্তার হাসি ফুটে উঠেছে। সাথে বয়ে আনা ব্লাঙ্কেট রোল একটা খালি বাঙ্কে রাখল জন, পোশাক পালটে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। লোক চারজন আবার খেলায় মন দিয়েছে, ওদের তাস পেটানোর খস্ খস্ আওয়াজ এবং কয়েনের ঝন্-ঝন্ শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে।

অবশেষে একটা চাকরি পেল ও। আশা করছে, ওর আউট-ল হবার খবর এখানে পৌঁছবে না।

এখানে রিওবেন কেডসের প্রতিবেশীদের ভয় পাইয়ে দেয়া এবং রাসলারদের ঠেকানো ছাড়াও কাউহ্যান্ডের কাজ ভালভাবে রপ্ত করতে চায় ও। কাজটা শিখলে ভবিষ্যতে দূরের কোন অজানা, অচেনা জায়গায় গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়া কষ্টকর হবে না। ততদিনে চেহারাও পালটে ফেলতে পারবে অনায়াসেই, তাকে জন পার্কার বলে চিনতে পারবে না কেউ, ধীরে ধীরে ফোর্ট ওয়ার্থের ঘটনাটাও ভুলে যাবে লোকজন।

অনেকক্ষণ ঘুম এলো না ওর চোখে। কিংস্টন সিটির সেদিনের ঘটনার পর থেকে মোট আট জন মানুষ মেরেছে ও। মাত্র একটা বছর, অথচ এরই মধ্যে কত কি ঘটে গেল ওর জীবনে।

boighar.com

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও, পুরো রাত দুঃস্বপ্ন দেখে কাটাল। ভোরে জেগে উঠে দেখল, বাইরে তুষার ঝড় বইছে, উত্তর দিক থেকে বয়ে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস।

ব্রেকফাস্ট সারতে অন্যান্যদের সঙ্গে কিচেনে এলো জন। বিশাল দোতলা বাড়ি, রান্নাঘরটাও বেশ বড়, লম্বা টানা ডাইনিং টেবিলে এক সঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজন বসে খেতে পারে। রান্নার দায়িত্বে নিয়োজিত চাইনীজ বাবুর্চি আর তার সহযোগী বিশালদেহী এক মেক্সিকান মহিলা।

ভাজা মাংস, ফ্ল্যাপজ্যাক, সেদ্ধ আলু, কর্নব্রেড আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। গোগ্রাসে গিলল জন এসব, অনেকদিন এমন খাবার পেটে পড়েনি।

নাস্তার পর সিগারেট ধরাল ক্রুরা, কাজে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বেশিরভাগ ক্রু র‍্যাঞ্চের কাজে বেরিয়ে পড়ল, বাকি রইল জন সহ চারজন, আর র‍্যাঞ্চার নিজে। বাকি তিনজনের সঙ্গে জনের পরিচয় করিয়ে দিল রিওবেন কেডস। 'এ হলো রাস জোনস। বয়স কম হলেও পিস্তলে চালু বলে জানিয়েছে ও। অবশ্য কতটুকু চালু সেটা আমরা শীঘ্রিই জেনে যাব।'

ওদের তিনজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল জন। জানে এরাও ওর মতই পিস্তল ভাড়ায় খাটাচ্ছে। কাল রাতে যে লোকটা ওকে চিনে ফেলেছিল সে কথা বলল এবার, 'ওর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতে পারো, মিস্টার কেডস। ওকে জুলসবার্গে নিজের চোখে অ্যাকশনে দেখেছি আমি। ও কতটা চালু তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

লোকটা ওর আসল পরিচয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে না দেখে স্বস্তি বোধ করল জন।

'তুষারপাত বোধহয় দুপুরের দিকে বন্ধ হবে,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'আমরা এখন রওনা দিলে ততক্ষণে হর্সক্রীকে পৌঁছে যাব।

বইঘর.কম

তুষারের উপর ট্র্যাক স্পষ্ট থাকবে, রাসলারদের খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না। র‍্যাঞ্চার আবার বলল, 'চলো, রওনা দেয়া যাক তাহলে। একটা তাজা ঘোড়া নিয়ে নাও, জোনস, সামনে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের। সাথে গরম কোট আছে তোমার?'

জন মাথা নাড়তে র‍্যাঞ্চার বলল, 'স্টোররুমে গিয়ে একটা বেছে নাও।'

স্টোররুমে একটা টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা বিভিন্ন সাইজের গরম কোট। ওখান থেকে একটা গরম শিপস্কিন কোট বেছে নিয়ে পরে দেখল ও, নিখুঁতভাবে ফিট হয়ে গেছে।

কোরালে এসে একটা লম্বা পাঅলা সোরেল বেছে নিয়ে ওটার পিঠে জিন চাপাল জন। বাকিরা তৈরি হয়ে গেছে, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রচণ্ড ঝড় আর তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে উত্তরে চলল পাঁচজন।

একনাগাড়ে দুপুর পর্যন্ত ঘোড়া ছোটাল ওরা। ঘোড়াগুলো চলতে না চাইলেও বাধ্য করা হচ্ছে। আবহাওয়া ক্রমে ভাল হচ্ছে, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডুর সূর্যটা মাথার উপর উঁকি দিল এক সময়।

জায়গাটা অনেকটা ক্যানসাসের মতই। ঢেউ খেলানো প্রেয়ারি বাফেলো ঘাসে ছাওয়া, মাঝে-মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ন্যাড়া, পাথুরে পাহাড় চুড়ো, বালুকাময় শুকনো ঝরনা, সমতল ভূমির বুক চিরে সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে অসংখ্য ওঅশ। মাঝে-মধ্যে সেজব্রাশ, ইউকা, প্রিকলি পেয়ার আর বুনো ক্যাকটাস ঝোপও দেখা যাচ্ছে।

কয়েকটা ছোট গরুর পালও চোখে পড়ল ওদের। তুষারাবৃত সাদা জমির পটভূমিতে কালো অবয়ব, বেশির ভাগ টেক্সাস লংহর্ন, তবে কিছু লাল-সাদা ডোরাকাটা হেরিফোর্ড বুলও দেখতে

boighar.com

পেল জন।

কেডস বলল, 'হর্সক্রীকের পাড়ে র‍্যাদারফোর্ড পরিবার বাস করে। ওরা তুষারপাত শুরু হলেই আমার গরু তাড়িয়ে নিয়ে যায় লাটভিলের কসাইখানায় বেচার জন্যে।'

কোন মন্তব্য না করে নীরবে পথ চলতে লাগল বাকি চারজন, এমনকি র‍্যাদারফোর্ডদের ধরতে পারলে কি করতে হবে সেটাও জানতে চাইল না। জনের ধারণা, বাধা না দিলে ওদেরকে বিচারের জন্য পুয়েবলোতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর বাধা দিলে কি ঘটবে সেটা তো জানা কথা।

সামনে একটা ক্রীক পড়ল। হর্স ক্রীক। উত্তর-দক্ষিণে বয়ে চলেছে ক্রীকটা। ক্রীকের পাড় ধরে মাইল ছয়েক এগুতেই সাদা তুষারের ওপর অনেকগুলো গরু ও ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পেল ওরা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝুঁকে পড়ে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করে দেখল কেডস বেশ কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অন্তত এক ডজন গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ওরা।'

এক ডজন গরু, শুনতে কম লাগলেও প্রতিটা পঁচিশ ডলার করে তিনশো ডলারে বিকোবে। একজন গানম্যানের পাঁচ মাসের বেতন, সাধারণ কাউহ্যান্ডদের প্রায় দশ মাসের বেতনের সমান, সৎভাবে রোজগার করলে র‍্যাদারফোর্ডরা ছয় মাসেও অত টাকা কামাতে পারত না।

লাটভিল দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত একটা খনি-শহর। এখান থেকে কম করে হলেও একশো মাইল দূরে। গরু নিয়ে দুর্গম ট্রেইল পেরিয়ে ওখানে যেতে র‍্যাদারফোর্ডদের এক সপ্তারও বেশি সময় লেগে যাবে।

জন জানতে চাইল, 'বছরে কয়বার এভাবে গরু খেদিয়ে নিয়ে যায় ওরা?'

'প্রতিবছর অন্তত দু'শো গরু রাসলিং করে এভাবে।' র‍্যাঞ্চার জবাব দিল।

বইঘর.কম

'শেরিফকে জানাওনি ব্যাপারটা?'

'জানিয়েছি। কিন্তু সে প্রমাণ ছাড়া কিছুই করবে না। অবশেষে ঠিক করলাম, যা করার আমার নিজেকেই করতে হবে।'

আবার খুনোখুনি। কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল জনের। কিন্তু উপায় নেই, জেনে শুনেই চাকরিটা নিয়েছে ও, কেডসের কাছ থেকে একশো বিশ ডলার আগামও নিয়েছে।

ছ'ইঞ্চি পুরু তুষারে ঢাকা ট্রেইল মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা। কিছুক্ষণ পর র‍্যাদারফোর্ডদের ফার্মে পৌঁছল। রেলরোড টাই ও মাটি দিয়ে তৈরি মূল ঘর, বার্ন ও অন্যান্য ঘরগুলো প্রেয়ারি সড দিয়ে ছাওয়া, একটা টিনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

ওদেরকে দেখে আধ ডজন হাড্ডিসার কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। ঘর থেকে পোর্চে বেরিয়ে এলো মাঝবয়েসী এক মহিলা, হাতে ধরা একটা শটগান। হাড় জিরজিরে শরীর মহিলার, কোটরাগত দুই চোখে সন্দেহের দৃষ্টি, দারিদ্র্য আর বয়সের ছাপে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

কেডস জানতে চাইল, 'তোমার স্বামী আর ছেলেরা কোথায়, মিসেস র‍্যাদারফোর্ড?'

'তুমি জানো ওরা বাড়িতে নেই। তুমি ওদেরকে ট্র্যাক অনুসরণ করছ?'

র‍্যাঞ্চার মাথা দোলাতেই মহিলা আবার বলল, 'ওদেরকে ধরতে পারলে কি করবে, মিস্টার কেডস?'

'সেটা ওদের আচরণের ওপর নির্ভর করবে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল মহিলার, ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে, জানে তার স্বামী আর ছেলেরা বিনা লড়াইয়ে ধরা দেবে না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার ট্রেইলে নামল ওরা।

র‍্যাদারফোর্ডদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক উত্তরে এসে

boighar.com

ট্রেইলটা সোজা পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, নিচু পাহাড় আর রিজের মাঝখান দিয়ে পর্বতের দিকে চলেছে। ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ওরা, তাজা ট্র্যাক আর গরু-ঘোড়ার নাদি দেখে বোঝা যাচ্ছে রাসলাররা বেশিদূর এগিয়ে নেই।

ঘণ্টা দুয়েক চলার পর একটা উঁচু রিজে উঠে রাসলারদের দেখতে পেল ওরা, গরুর পাল নিয়ে সামনের আরেকটা রিজ পেরোচ্ছে। ওরা আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কেডস। তারপর বলল, 'ঘুরপথে ওদের সামনে চলে যাব আমরা। পেছন থেকে আমাদের দেখলে হয়তো পিস্তল বের করার কথা ভাববে ওরা, সামনাসামনি হলে হয়তো সহজে ধরা দেবে।'

চারজন লোক চোরাই গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি, বাকি তিনজনের মধ্যে ছোটটা জনেরই বয়সী, বড়টার বয়স বছর ত্রিশেক হবে।

ওদেরকে দেখে ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল চারজন, গরুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। চারজনের বিপক্ষে পাঁচজন, তাছাড়া কেডসের লোকজনের মধ্যে ও ছাড়া বাকি চারজন গানহ্যান্ড। স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে র‍্যাদারফোর্ডদের বাঁচার কোন আশা নেই।

কোটের বোতাম খুলে হোলস্টার উন্মুক্ত করল জন, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত পিস্তল বের করা যায়। তারপর হাত থেকে গ্লাভস খুলে নিল। বাকিরাও একদম তৈরি হয়ে আছে। র‍্যাদারফোর্ডরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওদের দেখছে।

বুড়ো লোকটার স্যাডলবুটে একটা রাইফেল দেখা যাচ্ছে। জন নিশ্চিত, তার ছেলেরাও কোটের নিচে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে।

কেডস বলল, 'তোমাদের অস্ত্রগুলো মাটিতে ফেলে দাও, বয়েজ। আমরা চাই না তোমরা আহত কিংবা নিহত হও।'

র‍্যাদারফোর্ডের চেহারা থেকে সব রক্ত সরে গিয়ে সাদাটে

বইঘর.কম

দেখাচ্ছে, চেহারায় ফাঁদে পড়া কয়োটের দৃষ্টি, শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল কয়েকবার।

তার ছেলেদের চেহারায় কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই, উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সামনের ট্রেইলে দাঁড়িয়ে থাকা রাইডারদের দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল বৃদ্ধ। বলল, 'মাথা গরম কোরো না, বয়েজ। ও যা বলছে তাই করো।'

অনমনীয় দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল তিনজন। বুড়ো আবার বলল, 'আমি জানতাম এ পরিস্থিতির মুখোমুখি একদিন হতেই হবে। তুমি আমাদেরকে নিয়ে কি করবে, মিস্টার কেডস?'

ছেলেদের মধ্যে মেঝোজন চেঁচিয়ে বলল, 'ওই কুত্তীর বাচ্চাটাকে মিস্টার ডেকো না, পা।'

চেহারা শান্ত রেখে র‍্যাঞ্চার বলল, 'তোমাদের ভাগ্য নির্ভর করবে তোমরা কেমন আচরণ করছ তার উপর।'

'ড্যাম ইউ, কেডস!' বড় ছেলে বলল। 'ধরা দিলে পুয়েবলোর জেলে বছরের পর বছর পচে মরতে হবে। আর ধরা না দিলে তোমার ওই ভাড়া করা কুত্তাগুলো আমাদেরকে গুলি করে মারবে।'

'সেটা তোমাদের অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল, ফ্র্যাঙ্ক,' র‍্যাঞ্চার বলল।

ফ্র্যাঙ্ক হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল, ঘোড়া ঘুরিয়ে পালিয়ে যেতে চাইল। জনের পাশে একটা পিস্তল গর্জে উঠল। কেঁপে উঠল ছেলেটা, দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে পড়ল ওর দেহ, স্টিরাপে পা আটকে যাওয়ায় আতঙ্কিত ঘোড়াটা তাকে সুদ্ধ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

বাকি দুই ছেলেও কোটের ভেতর থেকে পিস্তল বের করে আনল, র‍্যাদারফোর্ড ততক্ষণে স্যাডলবুটে রাখা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল।

মুহূর্তে পিস্তল চলে এলো জনের হাতে, হ্যামার কক করে

boighar.com

ট্রিগার টিপল। র‍্যাদারফোর্ডের ঘোড়াটা পিছিয়ে গেল, হাত থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়ল কয়েক গজ দূরে। শুভ্র তুষারের উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল লোকটা। নড়ল না আর। বাকি তিনজন গানম্যানের গুলিতে তার ছেলে দু'টোরও দফারফা হয়েছে।

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে চেহারায় লাশগুলোর দিকে তাকাল রিওবেন কেডস। ফ্র্যাঙ্কের লাশটা পড়ে আছে বিশ-ত্রিশ গজ দূরে, তার ঘোড়াটা এখন পা দিয়ে তুষার সরিয়ে নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে।

'জেসাস!' যেন নিজেকেই শোনাল র‍্যাঞ্চার। 'আমি তো এমন হোক তা চাইনি। ওরা কেন এরকম করল?'

'আমরা এখন লাশগুলো নিয়ে কি করব, মিস্টার কেডস?' বলল পিস্তলবাজদের একজন। 'ওদেরকে এখানে রেখে যাবে, নাকি বাড়ি নিয়ে যাবে?'

কোন কথা বলল না র‍্যাঞ্চার, আপন চিন্তায় বিভোর। জন বলল, 'আমরা লাশগুলো ওই মহিলার কাছে নিয়ে যেতে পারব না। তাহলে ওকেও আমাদের গুলি করে মারতে হবে।'

অবশেষে মুখ খুলল র‍্যাঞ্চার। 'লাশগুলো ঘোড়ার পিঠে তোলো, পুয়েবলোতে আন্ডারটেকারের কাছে নিয়ে যাব। এমনিতেও ব্যাপারটা শেরিফকে জানাতে হবে আমাদের।'

ভড়কে গেল জন। লাশগুলো পুয়েবলোতে নিয়ে গেলে হয়তো করোনারের ইনকোয়েস্টে দাঁড়াতে হবে ওকেও। সেখানে ওর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে নির্ঘাত ওকে জেলে পুরবে।

কাজে নেমে পড়ল পিস্তলবাজ তিনজন, লাশ চারটে তুষার থেকে তুলে যার-যার ঘোড়ার পিঠে বাঁধতে শুরু করল অনড় দাঁড়িয়ে থাকা র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে জন বলল, 'আমি তোমাকে আমার আসল নাম বলিনি, মিস্টার কেডস। আমি ফোর্ট ওয়ার্থে একটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত, অবশ্য অহেতুক দায়টা আমার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। আমি হয়তো তোমাদের সঙ্গে পুয়েবলোতে যেতে পারব না।'

বইঘর.কম

ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, চেহারায় একরাশ বিতৃষ্ণার ছাপ।

'তুমি কি করতে চাও তাহলে?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'আমি তোমার ওখানে থাকতে চেয়েছিলাম, কাউপাঞ্চিং শিখতে চেয়েছিলাম, এখন মনে হচ্ছে সেটা আর সম্ভব নয়। অথচ তোমার কাছ থেকে নেয়া অগ্রিম টাকা এ মুহূর্তে শোধও করতে পারছি না।'

'শোধ করার দরকার নেই, ওটা তুমি অর্জন করেছ।'

চরম বিতৃষ্ণা র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠে, যেন এখানে যা ঘটেছে তা কিছুতেই সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছে না। অথচ রাসলিং ঠেকাতে সে নিজেই বন্দুকবাজ ভাড়া করেছে।

'আমি তাহলে যাই, মিস্টার কেউস?'

'যাও,' ওর দিকে না তাকিয়েই বলল র‍্যাঞ্চার।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত লেডভিলের দিকে চলল জন, একবারের জন্যও পিছু ফিরে তাকাল না।

পনেরো

ভীষণ মনস্তাপে ভুগছে জন। ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল ও, কিন্তু বিনা দোষে ব্যাঙ্ক ডাকাত আর আউট-ল বনে গেল। সর্বশেষ রিওবেন কেডসের ওখানে চাকরি নিয়ে গানফাইটারের লেবেলও গায়ে এঁটেছে।

একশো বিশ ডলার! একটা মানুষের জীবনের মূল্য এতই

boighar.com

কম? অথচ র‍্যাদারফোর্ডের সঙ্গে ওর কোন পূর্ব-পরিচয় ছিল না, লোকটার আসল নামটাও জানার সুযোগ হয়নি।

হঠাৎ ওর মনে হলো জীবনে আর কখনও পিস্তলবাজি ছাড়তে পারবে না। ফোর্ট ওয়ার্থের ঘটনাটা আজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে ওকে। হয়তো কিটির সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নও আর কখনও পূরণ হবে না।

দুর্গম পার্বত্য ট্রেইল ধরে ক্রমে পশ্চিমে এগুচ্ছে ও। জানে, আইনের হাত থেকে রক্ষা পেতে বুনো জন্তুর মত পালিয়ে বেড়াতে হবে।

বর্ধিষ্ণু জনপদ লেডভিল, সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে খনি-শহরটা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লগ-কেবিন, তাঁবু, সবই অপরিকল্পিতভাবে গড়া। কোন একটা মাইন, প্লেসার ক্লেইম অপারেটর কিংবা কোন সেলুনে গার্ডের চাকরি নিতে পারে জন। সেলুনগুলো প্রতিদিন প্রচুর সোনা নাড়াচাড়া করে, অথচ এখানে আইন-কানুনের বালাই নেই বললেই চলে।

জিসান ক্রাফট নামের এক আইরিশম্যানের মালিকানাধীন 'নাগেট' সেলুনে গার্ডের চাকরি নিল ও। নাইট শিফট ওর, দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত।

বিরক্তিকর চাকরি, সেলুনের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তেমন কোন কাজ নেই। 'নাগেট' সেলুনে ম্যাক আর্থার নামের এক জুয়াড়ীর সঙ্গে খাতির হলো ওর। লোকটা ওকে জুয়া খেলার কলা কৌশল শেখানোর প্রস্তাব দিল।

ধীরেসুস্থে এগুলো ও, যেভাবে কুপার ওকে পিস্তল চালনা শিখিয়েছিল, প্রথমে কার্ডগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা, তারপর শাফলিং। দিনের পর দিন জুয়ার টেবিলে বসে তাস শাফল করে কাটাল ও।

'তোমার মত একজন ভাল গানফাইটারের জুয়া খেলায়ও দক্ষতা অর্জন করা উচিত,' একদিন ম্যাক আর্থার মন্তব্য করল।

বইঘর.কম

জুয়া, বিশেষ করে পোকার খেলার কলাকৌশল ওকে সাবধানে শেখাতে লাগল ম্যাক, ভাল ছাত্র পেয়ে তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।'

'দরকার না পড়লে কখনও চুরি কোরো না,' ম্যাক উপদেশ দিল একদিন। 'সৎভাবে খেলে পোকার জেতার অনেক কৌশল আছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে কিংবা প্রতিপক্ষ অসৎ কৌশল খাটাচ্ছে সেটা নিশ্চিত না হলে চুরি করার কোন মানে নেই।'

কলোরাডোতে সেবার শীতকালটা হলো বেশ দীর্ঘ, বিশেষ করে উচ্চতার কারণে লেডভিলের অবস্থা আরও খারাপ। অবিরাম তুষারপাতে জনজীবন বিপর্যস্ত, মাঝে-মধ্যে এখানে ওখানে দশ-পনেরো ফুট পর্যন্ত তুষার জমা হচ্ছে। ঝরনাগুলোর পানি জমে যাওয়ায় প্লেসার ক্লেইমগুলোর অপারেশন বন্ধ হয়ে গেল। কেবলমাত্র আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনাররা কিছু কিছু কাজ করতে পারল। চারদিকের পাম্পগুলো তুষারে ঢেকে যাওয়ায় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

লোকজন বেকার হয়ে পড়ায় সেলুনগুলোয় আড্ডা জমজমাট হয়ে উঠল, জুয়ার আসরও বেশ জমে উঠল। সেলুনে গার্ডের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জুয়া খেলায় মেতে উঠল জন। দেখা গেল, জুয়াখেলায় পিস্তলবাজির চেয়েও ভাল করছে ও। মে মাসের প্রথম নাগাদ জিসান ক্রাফটের বিশাল সেফে এক হাজার ডলার জমা রাখল ও।

পুরো শীতকালে মোট তিনজন মানুষ মারল জন। দু'জনকে মেরেছে ও জুয়াখেলায় চুরি করছে বলে মিথ্যে অভিযোগ করায়, তৃতীয়জন মরেছে ওর সঙ্গে প্রতারণা করতে গিয়ে। মারার আগে তিনজনকেই সুযোগ দিয়েছে ও, প্রথমে ওদের পিস্তল খাপমুক্ত হতে দিয়েছে।

লেডভিলের তিনজনসহ মোট হলো বারো জন। ওর নিজের

boighar.com

কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকছে সংখ্যাটা। লেডভিলের লোকজন ওকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখে এখন। যারা ওর ড্র দেখেছে তাদের মাধ্যমে বাকিরাও জেনেছে পিস্তলে ওর হাত কতটা চালু।

বসন্তে তুষার গলে গিয়ে পাম্পগুলো আবার খুলে গেলে ক্রাফটের সেফ থেকে টাকার থলেটা নিয়ে আবার পুবদিকে চলল জন। কিটির জন্য মন খারাপ করছে, যে করেই হোক ওর অবস্থা জানতে হবে।

আরকানসাস রিভার ধরে এগুলো ও, নদীটার উৎপত্তি কন্টিনেন্টাল ডিভাইডে। রাতের অন্ধকারে পুয়েবলো শহর পাশ কাটিয়ে গেল, এমনকি সাপ্লাই নেয়ার জন্যও থামল না। জানে না, মিস্টার র‍্যাদারফোর্ডকে হত্যার দায়ে পুয়েবলোতে ও ওয়ান্টেড কি-না, কিন্তু সেটা জানতে গিয়ে ঝুঁকি নিতেও রাজি নয়।

অ্যাবিলিনে থেমে কয়েক দিন বিশ্রাম নিল ও। দক্ষিণে টেক্সাস থেকে গরুর পাল সবে আসতে শুরু করেছে। ও থাকতে থাকতেই দ্বিতীয় ক্যাটল ড্রাইভ শহরে এলো। অ্যাবিলিনে খ্যাতিমান সব লোক জড়ো হয়েছে, ওয়াইলড বিল হিকক, জন ওয়েসলি হার্ডিন, বেন ও বিলি থম্পসন এবং ফিল কো।

তারা সবাই ওর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করল, বোধহয় আগে থেকেই ওর সম্পর্কে জেনেছে। অ্যাবিলিনের মার্শালের দায়িত্ব পালনকারী ওয়াইলড বিল হিকক অ্যালামো সেলুনে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে, যাতে করে জুয়ার আসরগুলো থেকে মার্শালের বেতনের টাকা তুলে নিতে পারে।

দৃশ্যতই গাদা গাদা ওয়ান্টেড পোস্টার বয়ে বেড়াচ্ছে না হিকক। অ্যাবিলিনের শান্তিরক্ষা ওর দায়িত্ব, শহরের বাইরে কে কোথায় কি করেছে এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

অ্যাবিলিনে বেশির ভাগ সময় অ্যালামো সেলুনে জুয়া খেলে কাটাল জন। সময়টা মন্দ কাটছে না, আয় রোজগারও হচ্ছে বেশ। পঞ্চম দিন বিকেলে একটা জুয়ার টেবিলে বসে আছে ও,

বইঘর.কম

ওয়াইলড বিল হিকক বসেছে আরেকটা টেবিলে, হঠাৎ ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে এসে দাঁড়াল জনেরই বয়সী এক যুবক। পরনে কাউবয়ের পোশাক, সর্বাঙ্গে ট্রেইলের অ্যালকালি ধুলোর আস্তরণ, দেখেই বোঝা যায় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। প্রথমে হিককের দিকে তাকাল ও, তারপর জনের টেবিলের দিকে হেঁটে এলো।

'এখানে জন পার্কার কে?' জানতে চাইল ছেলেটা।

'আমি,' বলল জন। সতর্ক দৃষ্টিতে ছেলেটাকে খুঁটিয়ে দেখল, কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না।

'শুনেছি পিস্তলে তুমি খুব চালু,' বলল ছেলেটা। 'তুমি যাদেরকে খুন করেছ তাদের ব্যাপারেও জেনেছি। আসলে তুমি একজন ব্যাক শূটার ছাড়া আর কিছুই নও।'

পিন পতন নীরবতা। উঠে দাঁড়াল জন, জুয়াড়ীরাও যেন খেলায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। হিককের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা বলল, 'তুমি এর মধ্যে নাক গলিয়ো না, মার্শাল।'

কাঁধ ঝাঁকাল হিকক। বলল, 'আমার কি দায় পড়েছে? তবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি, এখনও বেঁচে আছ যখন, প্রাণ নিয়ে পালাও।'

কোন মন্তব্য করল না যুবক, চেহারা আরও কঠোর হয়ে উঠেছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, জনের ডান হাতটা অলসভাবে কোমরের কাছাকাছি নেতিয়ে আছে।

'তোমার নামটা জানতে পারি?' প্রশ্ন করল জন।

'আমি আলফোর্ড। ফোর্ট ওয়ার্থ থেকে এসেছি। ওখানে ব্যাঙ্কারকে খু...'

'এত বড় বড় কথা বলছ, কিন্তু ড্র করছ না কেন?' দ্রুত বলল জন। চায় না ফোর্ট ওয়ার্থে ওর মাথার জন্য দাম ঘোষণা করা হয়েছে সেটা শ'য়ে শ'য়ে লোক জেনে ফেলুক। 'তুমি আমার পোকার খেলা মাটি করেছ।'

boighar.com

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবকের চেহারা লক্ষ করছে জন। চোখজোড়া সরু হয়ে উঠল হঠাৎ। ড্র করছে।

পিস্তলে যুবকের হাত চালু, কিন্তু জনের ধারে কাছেও না। সে পিস্তল সোজা করার আগেই কোমরের কাছ থেকে কেশে উঠল জনের পিস্তল, গুলির ধাক্কায় কয়েক কদম পিছিয়ে গেল ছেলেটা তারপর হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল।

কিছু একটা বলতে চাইছে, জন জানে কী সেটা, ফোর্ট-ওয়ার্থের ব্যাঙ্কারকে খুন এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে ওর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, ওকে জীবিত বা মৃত ধরে আনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, বাউন্টি মানি সংগ্রহের জন্যই এতদূর ছুটে এসেছিল উচ্চাভিলাষী যুবক।

আবার ট্রিগার টিপল জন, গুলিটা যুবকের কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নিচে গিয়ে বিঁধল, সেলুনের স-ডাস্টের ওপর নেতিয়ে পড়ল নিষ্প্রাণ দেহটা।

চেয়ারে বসে পড়ল জন, পিস্তলের চেম্বার থেকে দু'টো খালি খোসা বের করে নতুন দুটো শেল পুরল ওখানে, তারপর পিস্তলটা আবার হোলস্টারে রেখে দিল। এক পলকের জন্য হিককের দিকে তাকাল ও। তারপর পার্টনারদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো, খেলা আবার শুরু করা যাক।'

চোখে নগ্ন ভীতি নিয়ে ওর দিকে তাকাল লোকগুলো। যেন ও মানুষ নয়, বুনো জন্তু। যার যার সামনের টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি সেলুনের দরজার দিকে হাঁটা ধরল তারা, সেন্ট্রাল পটে হাত দিল না কেউ।

সেন্ট্রাল পট থেকে কয়েনগুলো নিয়ে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল জনও। আন্ডারটেকার এসে পৌঁছায়নি, তাই লাশটা এখনও ওখানেই পড়ে আছে।

হিককের দিকে তাকাল জন। বলল, 'ওটা ফেয়ার ফাইট ছিল, মিস্টার হিকক?'

বইঘর.কম

মাথা দোলাল মার্শাল। সেলুন থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলের দিকে চলল জন।

ষোলো

বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে অ্যাবিলিন ছাড়ল জন। পোকার খেলায় ওর পার্টনারদের আচরণ রাগিয়ে দিয়েছে ওকে। গানফাইটটা ওর কারণে ঘটেনি, সবাই দেখেছে, ফোর্ট ওয়ার্থ থেকে আসা যুবকই প্রথম ওকে উস্কে দিয়েছিল, নিতান্তই আত্মরক্ষার খাতিরে ড্র করেছে ও।

জোরে ঘোড়া ছোটাল জন, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জোরে। কিংস্টনে ফিরে যাচ্ছে ও, জানে না ওখানে গিয়ে কি শুনতে পাবে। হয়তো শুনতে পাবে কিটি মারা গেছে, লোকজন ওকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, শেরিফ ওকে ধরে জেলে পুরবে, লিঞ্চিং মবের হাতে মারা না পড়লে বিচারের পর ফাঁসিতে ঝুলে মরতে হবে। কিটির মৃত্যুর কথা মনে আসতেই বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল ওর।

গভীর রাতে কিংস্টনে ঢুকল জন। ঘুটঘুটে অন্ধকার, সাবধানে বাড়িতে ঢুকল ও, ঘোড়া কোরালে বেঁধে কিচেনে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর নিচুস্বরে ডাকল, 'গ্র্যান্ডপা, তুমি এখানে আছ? আমি জন।'

দু'তিনবার এভাবে ডাকল ও। তারপর দোতলায় বিছানার ক্যাঁচম্যাচ শব্দ হলো। একটু পরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন গ্র্যান্ডপা। ঘুটঘুটে অন্ধকার কিচেনের ভেতর। গ্র্যান্ডপা কর্কশ কণ্ঠে

boighar.com

বললেন, 'তুমি এখানে কি চাও?'

'কি চাই মানে? তুমি এসব কি বলছ, গ্র্যান্ডপা? আমি জন, বাড়ি ফিরে এসেছি।'

'বাড়ি ফিরে এসেছ? এটা তোমার বাড়ি নয়।'

জন বুঝতে পারল ফোর্ট ওয়ার্থের ঘটনা জেনে গেছেন গ্র্যান্ডপা, তাই ওর প্রতি এত ক্ষুব্ধ।

'কিটি বাড়ি ফিরে এসেছে, গ্র্যান্ডপা?' দুরু দুরু বুকে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, ফিরে এসেছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন। বলল, 'ওকি তোমাকে ফোর্ট ওয়ার্থের ঘটনা খুলে বলেছে?'

'ও কিছুই বলেনি, তবে ওকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে পিঙ্কারটন এজেন্সির কয়েকজন লোক। ওরা এখনও শহরেই আছে, তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তোমাকে জীবিত কিংবা মৃত ধরতে পারলে এক হাজার ডলার...'

'আমি সত্যি দোষী কি-না সেটা জানতে চাও না, গ্র্যান্ডপা?'

'সেটা জানার আমার দরকার নেই। তুমি নিশ্চয় ফোর্ট ওয়ার্থের খুনটা ছাড়াও আরও অনেক খুন করেছ। তুমি একটা খুনী কয়োট, রক্তের নেশায় মেতে উঠেছ।'

কোন কথা না বলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল জন, রাগে ফুঁসছে। সাদা নাইট গাউন পরেছেন গ্র্যান্ডপা, অন্ধকারেও তাঁর অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

'সংখ্যাটা কত হবে, জন?' আবার বললেন গ্র্যান্ডপা। 'দশ? বারো? নাকি আরও বেশি? মরার আগে আর ক'জনকে এভাবে খুন করবে?'

'ড্যাম, ইউ!' খিস্তি বেরিয়ে এলো জনের মুখ থেকে।

'যত খুশি গালি দাও, হয়তো বাড়াবাড়ি করলে অন্যদের মত আমাকেও খুন করতে তোমার বাধবে না।'

বইঘর.কম

'আমাকে খুন করার জন্যে পিস্তল বের করেনি এমন কাউকে কখনও খুন করিনি আমি।'

'ব্যাঙ্কারও কি পিস্তল বের করেছিল?'

'বিশ্বাস করো, গ্র্যান্ডপা, ব্যাঙ্কারকে আমি খুন করিনি। আমি কেবল ওর কাছে একটা চাকরি চাইতে গিয়েছিলাম, তারপর কি ঘটেছে জানি না।'

গলার সুর কিছুটা নরম করে গ্র্যান্ডপা বললেন, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও, জন। রাত থাকতেই কিংস্টন ছাড়বে। তুমি যে এখানে এসেছিলে সেটা আমি গোপন রাখব।'

রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠল জনের। ভাগ্যিস অন্ধকার হওয়ায় দেখতে পাচ্ছেন না গ্র্যান্ডপা। পৃথিবীতে ওর রক্তের সম্পর্কের দু'জন মাত্র আত্মীয়ের মধ্যে একজন ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, আন্ট জুলির কাছে গেলে সেও হয়তো তাই করবে।

'কিটির কি অবস্থা, গ্র্যান্ডপা?'

'ও এখন ভাল। লাং ফিভার হয়েছিল, মিসেস ফার্গুসনের সেবা শুশ্রূষায় বেঁচে গেছে।'

'ওর সঙ্গে দেখা করতে চললাম আমি।'

'বোকামি কোরো না, জন, ওখানে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়বে।'

'আমি যাচ্ছি, গ্র্যান্ডপা। ওর সঙ্গে দেখা আমার করতেই হবে।'

BOIGHAR

'তুমি জাহান্নামে যাও।' ও বেরিয়ে যেতেই পেছন থেকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন গ্র্যান্ডপা।

আবার স্যাডলে চাপল জন। ও নিশ্চিত পিঙ্কারটনরা এত গভীর রাত পর্যন্ত জেগে পাহারা দিচ্ছে না, তবুও ঝুঁকি এড়াতে ঘুরপথ ধরে এগুলো। কিটিদের বাড়ি থেকে কিছুদূরে ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে বাড়িটার পিছনের আঙিনায় এলো।

বুঝতে পারছে না, কাউকে না জাগিয়ে কিভাবে শুধু কিটিকে জাগাবে। ওর বাবা-মা টের পেলে চিৎকার দিয়ে পুরো কিংস্টন

boighar.com

একসাথে করবে। ও আশা করছে, কিটি এখনও দোতলার সেই একই ঘরে ঘুমায়।

ছোট ছোট পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে বন্ধ জানালা লক্ষ্য করে সাবধানে ছুড়ে মারল জন। রাতের নিস্তব্ধতায় জোর আওয়াজ তুলল আঘাতগুলো। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে ও। শব্দ শুনে আর কেউ জেগে উঠলে মহাবিপদ।

অল্পক্ষণের মধ্যে জানালা খুলে গেল। অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

'কিটি!' চাপা কণ্ঠে ডাকল জন।

'জন! তুমি!' জবাবে রুদ্ধশ্বাসে বলল কিটি। 'ওখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

অল্পক্ষণের মধ্যে জনের সঙ্গে মিলিত হলো কিটি, ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন শব্দ না করে নীরবে কাঁদছে। ওকে বুকে চেপে ধরে ওর মুখে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল জন, ওর পেটের নিচের দিকে হাত যেতেই হঠাৎ থেমে গেল। 'আমি কি বাবা হতে চলেছি, কিটি?'

'হ্যাঁ, জন।'

'ক'মাস চলছে?'

'চার-পাঁচমাস হবে।'

'সেদিন তোমাকে ওভাবে রেখে যাওয়ায় আমি দুঃখিত, কিটি।'

'এতে আমি কিছু মনে করিনি, জন। পরে মিসেস ফার্গুসনের কাছে তুমি নিরাপদে পালাতে পেরেছ জেনে খুশি হয়েছি।'

'আমার চিঠি আর টাকাগুলো পেয়েছিলে?'

'পেয়েছি।'

'আমি ব্যাঙ্কারকে খুন করিনি সেটা বিশ্বাস করো?'

'আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্যরা করে না। পিঙ্কারটন এজেন্সির কয়েকজন ডিটেকটিভ আমাকে অনুসরণ করে ফোর্ট-

বইঘর.কম

ওয়ার্থ থেকে এখানে এসেছিল, তাদের দু'জন এখনও রয়ে গেছে। তুমি এখানে নিরাপদ নও, জন।'

'আমি জানি, কিটি। গ্র্যান্ডপার মুখে শুনেছি। কিন্তু তোমাকে না দেখে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'তাহলে এখন চলে যাও। প্লীজ!'

ওকে জড়িয়ে ধরে আবার চুমু খেল জন। বলল, 'সাবধানে থেকো, কিটি। ফোর্ট ওয়ার্থের ঘটনা মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে পারলে আমি আবার ফিরে আসব।'

'তুমিও সাবধানে থেকো, জন।' আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

হঠাৎ দোতলার একটা দরজা খুলে গেল, মিস্টার ক্যানারির কণ্ঠ শোনা গেল। 'সরে দাঁড়াও, কিটি। আমি কুত্তীর বাচ্চাটাকে শেষ করে দিই।'

টান-টান হয়ে উঠল জনের শরীর। মনে মনে কামনা করছে যেন পালিয়ে যাবার জন্য কিটির বাবাকে খুন করতে না হয়।

'আমি চলে যাচ্ছি, মিস্টার ক্যানারি,' বলল ও। 'তুমি পিস্তল নামাও, আমি চলে যাব।'

'তুমি একটা ক্ষ্যাপা কুকুর, জন পার্কার, আমি তোমাকে খুন করব।'

'আমি তোমাকে গুলি করতে চাই না, মিস্টার ক্যানারি, কিন্তু দরকার পড়লে তা-ই করব।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল কিটি।

এক হাজার ডলার, হঠাৎ মনে পড়ল জনের, ওর মাথার দাম এক হাজার ডলার, সেটা পেতেই কি কিটির বাবা ওকে খুন করতে চাইছে?

'পা! জন! এত অবুঝ হয়ো না তোমরা।' মিনতি ঝরে পড়ল কিটির কণ্ঠে। 'ওকে চলে যেতে দাও, পা।'

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। 'ওর কাছ

boighar.com

থেকে সরে দাঁড়াও, মিসেস পার্কার।'

কণ্ঠস্বরটা অচেনা, নিশ্চয়ই পিঙ্কারটন ডিটেকটিভদের একজন। জনের ধারণা তাহলে ভুল ছিল, ওরা পালা করে ক্যানারি হাউজের দিকে নজর রাখছিল। ওরা জানত, একদিন না একদিন ফিরে আসবেই জন পার্কার।

হঠাৎ এক ঝটকায় কিটিকে পেছনে সরিয়ে আনল জন, ওর ডান হাতে সহজাত ক্ষিপ্রতায় পিস্তল চলে এসেছে। কিন্তু গোলাগুলি শুরু হোক সেটা ও চায় না। কিটির গায়েও গুলি লাগতে পারে। ধীরে ধীরে কিটিকে নিয়ে অন্ধকারের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল ও।

'গুলি কোরো না, মিস্টার,' চেঁচিয়ে উঠল মিস্টার ক্যানারি। 'মেয়েটার গায়েও গুলি লাগতে পারে।'

'কিন্তু তাই বলে খুনীটাকেও পালিয়ে যেতে দিতে পারি না আমি,' বলল ডিটেকটিভ।

রাস্তার লাইটপোস্টের আবছা আলোয় ডিটেকটিভের ডান হাতটা নড়ে উঠতে দেখল জন, কিটিকে নিয়ে দ্রুত একপাশে লাফ দিল। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল ডিটেকটিভের পিস্তল, গুলিটা বাতাসে শিস কেটে চলে গেল।

আধশোয়া অবস্থাতেই ডিটেকটিভের ডান হাত লক্ষ্য করে গুলি করল জন, পিস্তলটা ফেলে দিয়ে আর্তচিৎকার করে ডান হাত চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘোড়ার দিকে ছুটল জন, মনে মনে কামনা করছে, ঘোড়াটা যেখানে রেখে এসেছিল সেখানে যেন পাওয়া যায়। গুলির শব্দে জেগে উঠবে শহরবাসী। অল্পক্ষণের মধ্যে হয়তো পুরো শহরের লোকজন ওর পেছনে ছুটবে, যেমনটি ছুটেছিল অনেক বছর আগে, ওর বাবার পেছনে।

সতেরো

কিংস্টনে আসার আগ পর্যন্ত জনের ধারণা ছিল, কোন না কোনভাবে বদলাতে পারবে ও, হয়তো দূরে কোথাও গিয়ে নাম আর চেহারা বদলে পিস্তল ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে–কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা আর কখনোই সম্ভব নয়।

ওর ধারণা, কিটি, তার পেটে বেড়ে ওঠা ওর সন্তান এবং গ্র্যান্ডপাকে জীবনের তরে হারাতে বসেছে ও। কুপার ওকে পশ্চিমের সেরা বন্দুকবাজ বানাতে চেয়েছিল। কুপার এখন বেঁচে নেই, ও যাকে মারতে চেয়েছিল সে-ও বেঁচে নেই, কিন্তু কুপারের উপহার দেয়া অভিশপ্ত জীবন এখনও বয়ে চলেছে ও, একের পর এক মানুষ খুন করে যাচ্ছে।

হয়তো একদিন পিঙ্কারটনরা খুন করবে ওকে, কিংবা ওর চেয়েও চালু কোন গানফাইটারের পাল্লায় পড়ে প্রাণ হারাবে। তাছাড়া বাউন্টি হান্টাররাও পুরস্কারের লোভে ওর পেছনে জোঁকের মত লেগে থাকবে। এ-মুহূর্তে পশ্চিমের কোন জায়গাই ওর জন্য নিরাপদ নয়।

ওর আশঙ্কা পিঙ্কারটনরা কিংস্টন থেকে ওর পিছু নিয়েছে। সবাই জানে, পিঙ্কারটনরা কোন কেস হাতে নিলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। মনে হচ্ছে যেন ধার করা জীবন নিয়ে বেঁচে আছে ও।

পুরো রাত একনাগাড়ে ঘোড়া ছোটাল জন, বিশ্রাম নেয়ার জন্যও থামল না। জানে, সকালে তাজা ঘোড়া যোগাড় করা কঠিন হবে না। রেলরোড এড়ানোর জন্য সোজা উত্তরে চলেছে ও, এভাবে চলতে থাকলে সিউ এলাকায়, কিংবা বর্ডার ক্রস করে কানাডাতে চলে যেতে পারবে।

দিনের আলো ফোটার পর নিজের উপর কিছুটা আস্থা ফিরে এলো ওর, ভাবতে শুরু করল, হয়তো ঠিকই বদলে যেতে পারবে। পিঙ্কারটনদের ঝেড়ে ফেলতে পারলে হয়তো দূরে কোথাও গিয়ে একটা মানানসই কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে। আগামী দু'তিন বছরে চেহারাও বদলে যাবে, লোকজন হয়তো জন পার্কার নামে কেউ ছিল সেটা ভুলেই যাবে ততদিনে।

দুপুরের দিকে একটা র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ঘোড়া বদলে নিল ও। এতে পঞ্চাশ ডলার খরচ হলো। কিন্তু টাকা কোন ব্যাপারই নয় ওর কাছে। এখনও হাজারখানেক ডলার আছে, দরকার পড়লে জুয়া খেলে আরও জিতে নিতে পারবে।

সামনের দেশটা সম্পূর্ণ অচেনা ওর কাছে। পুরো দিন নতুন কেনা ঘোড়াটাকে প্রচণ্ড খাটাল, সন্ধ্যার পর আবার ঘোড়া বদল করে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলল। মাঝে-মধ্যে কেবল খাবার জন্য এবং ঘোড়াটাকে খানিক বিশ্রাম দেয়ার জন্য থামল।

শুষ্ক দেশ এটা, কদাচিৎ দুয়েকটা ফার্ম দেখা যায়। ওর ধারণা, জুলসবার্গ শহরটা সামনেই কোথাও। মাঝে-মধ্যে কয়েকটা ছোট মোষের পাল দেখতে পেল ও, লম্বা শিঙঅলা অ্যান্টিলোপ এবং এর আগে অদেখা অনেক বুনো প্রাণীও চোখে পড়ল। চতুর্থ দিনে একটা ক্রীকের পাড়ে ছোট্ট একটা অ্যান্টিলোপ মেরে একচাক মাংস রেঁধে খেল, তারপর আবার পথে নামল।

এখন মাঝে-মধ্যে অবারিত প্রেয়ারিতে মোষ শিকারীর দল কিংবা একা শিকারীকে দেখতে পাচ্ছে ও। ওদের দেখলেই ঝোপ-

বইঘর.কম

ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে, যাতে পিঙ্কারটনদের দেখা পেলে তারা ওর অবস্থান বলে দিতে না পারে।

প্ল্যাট রিভার ধরে এগুলো ও কিছু সময়ের জন্য, তারপর ফোর্ট লারামির কাছে এসে উত্তরে বাঁক নিল। এখন প্রায় প্রতি বিকেলেই কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ওর ধারণা, পিঙ্কারটনরা ওর পিছু নিয়ে থাকলে বোধহয় ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে।

এক বিকেলে ফোর্ট লারামির মাইল চল্লিশেক উত্তরে একটা র‍্যাঞ্চে পৌঁছল জন। বিশাল র‍্যাঞ্চহাউজ, তার তিনগুণ আয়তনের কোরাল এবং চারপাশে আরও ডজনখানেক শ্যাক দেখে বোঝা যায় র‍্যাঞ্চটা বেশ বড়।

র‍্যাঞ্চহাউজের উঠোনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল জন। ওকে দেখে আধ ডজন কুকুর ঘেউ-ঘেউ ডাক জুড়ে দিয়েছে। কুকুরের ডাক শুনে পোর্চে বেরিয়ে এলো এক লোক।

'কি চাই, মিস্টার?' জানতে চাইল মাঝবয়সী লোকটা।

'আমি জিম হ্যারিস, একটা চাকরি খুঁজছি।'

র‍্যাঞ্চে ঢোকার আগেই গানবেল্ট খুলে ফেলেছিল ও, ভেবেছিল এতে চাকরি পাওয়া সহজ হবে।

মিনমিনে চোখে ওর দিকে তাকাল লোকটা। বলল, 'কাউপাঞ্চিঙের কাজ কিছু বোঝো?'

'বুঝি কিছু কিছু।'

দীর্ঘক্ষণ জনের আপাদমস্তক জরিপ করল লোকটা। অবশেষে মুখ খুলল। 'আমি তোমাকে একটা লাইন রাইডিঙের কাজ দিতে পারি। কাজটা ভীষণ একঘেয়ে, হয়তো দিনের পর দিন জনমানবের চিহ্নও দেখতে পাবে না। রাজি?'

'রাজি,' বলল জন।

মাথা দোলাল লোকটা। 'বেতন মাসে চল্লিশ ডলার, এবং থাকা-খাওয়া ফ্রী। এখান থেকে সোজা উত্তরে মাইল বিশেক

boighar.com

এগুলেই একটা শুকনো ক্রীক দেখতে পাবে। ক্রীকটা ধরে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে গেলেই লাইন ক্যাম্পটা দেখতে পাবে। ওখানে রেড হম্পসন নামের এক নিগ্রো থাকে এখন। ওকে বলবে, আমি তোমাকে চাকরি দিয়েছি। বলবে, তোমার সঙ্গে দু'তিনদিন থেকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যেন এখানে চলে আসে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যান্ডশেক করে রওনা দিল জন, নির্দেশিত পথে এগিয়ে সন্ধ্যার দিকে লাইন ক্যাম্পে পৌছল। এই ত্রিশ মাইল পথে কিছু গরু দেখেছে ও, কিন্তু কোন মানুষজন দেখতে পায়নি।

লাইন ক্যাম্পের টিনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কেবিনের ভেতর একটা ল্যাম্পও জ্বলছে। ওকে দেখে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। অল্পক্ষণ পর কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক।

লম্বা-চওড়া, বিশালদেহী এক লোক, জনের দেখা একমাত্র লালচুলো নিগ্রো। লম্বায় ওকে আধ ফুট ছাড়িয়ে গেছে লোকটা, ওজনও প্রায় ত্রিশ পাউন্ড বেশি।

জন বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই মিস্টার রেড হম্পসন। আমি জিম হ্যারিস, দক্ষিণের র‍্যাঞ্চহাউজের মালিক আমাকে লাইন ক্যাম্পের চাকরি দিয়েছে। বলেছে, তুমি যেন দু'তিনদিন আমার সঙ্গে থেকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ওখানে ফিরে যাও।'

কিছুক্ষণ ওকে দেখল লোকটা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের ভেতরে এসো। সাপার রান্না হচ্ছে।'

স্যাডল থেকে নেমে রেডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল জন, তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে ঘোড়াটা হিচ রেইলে বেঁধে ঘরের ভেতরে এলো স্টোভে মাংস চড়িয়েছে রেড, ঘ্রাণে ম-ম করছে বাতাস।

খাওয়ার পর গল্প করতে বসল দু'জন। জনের ডান উরুতে

বইঘর.কম

পিস্তলের ঘর্ষায় প্যান্টের ছেঁড়া অংশটা রেডের নজর এড়াল না। জনের গানম্যান পরিচয় জেনে ফেলেছে সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'ছোটার মধ্যে রয়েছ?' জানতে চাইল।

খানিকক্ষণ দ্বিধায় ভুগল জন, সত্যি কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। অবশেষে বলেই ফেলল, 'হ্যাঁ। আমি আমার অতীতকে ভুলে যেতে চাই, এখান থেকে আবার নতুন করে শুরু করতে চাই সবকিছু।'

মাথা দোলাল নিগ্রো। 'বড় কঠিন কাজ সেটা, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব, মিস্টার রেড,' দৃঢ়তা ফুটে উঠল জনের কণ্ঠে।

ঘণ্টাখানেক নানান বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলাপ করল রেড। সাবধানে শব্দ বাছাই করে কথা বলল জন, যতটুকু বলে ফেলেছে তার চেয়ে বেশি কিছু জানতে দিতে চায় না লোকটাকে। কথাবার্তা শেষ হতে একটা আপার বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ও, তার আগে বাঙ্কের পাশে একটা নেইলে গানবেল্টটা ঝুলিয়ে রাখতে ভুল করল না। পণ করেছে, ক্রোমরে আর কখনও পিস্তল ঝোলাবে না, কিন্তু তাই বলে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারেও উদাসীন থাকা চলে না।

দীর্ঘক্ষণ গানবেল্ট এবং বহু ব্যবহৃত পিস্তলের বাঁটের দিকে তাকিয়ে রইল নিগ্রো, তারপর নীরবে শুতে গেল। সকালে বরাবরের মতই সূর্য ওঠার আগে জাগল জন। রেড উঠেছে আরও আগে, স্টোভে ব্রেকফাস্ট চড়িয়ে দিয়েছে।'

পোশাক পাল্টাল জন, গানবেল্টটা আবার স্যাডলব্যাগে রেখে দিল। তারপর বলল, 'আমি কাঠ আনতে বাইরে যাচ্ছি।'

দেয়ালের পাশে হুক থেকে কুঠারটা নিয়ে বেরিয়ে এলো ও। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে সবে, পাখীরা মিষ্টি সুরে গান

boighar.com

ধরেছে। ঝরনার পাড়ে একটা ঝড়ে ওপড়ানো মরা গাছ থেকে কাঠ কাটল ও, স্তূপ করে রাখল পাশে। তারপর কাঠের টুকরোগুলো দু'হাতে জড়িয়ে তিনবারে কেবিনে নিয়ে এলো।

ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেছে। ফ্ল্যাপজ্যাক, ভাজা মাংস আর কফি দিয়ে নাস্তা সারল ওরা, তারপর ডিশ ধুয়ে বেরিয়ে এলো। কোরালে এসে ঘোড়া বের করে পিঠে স্যাডল চাপাল দু'জন। ততক্ষণে সূর্য পুব আকাশে উঁকি দিয়েছে।

স্যাডলে চেপে চলতে শুরু করার পর মুখ খুলল রেড, 'যে লোকটার সঙ্গে কাল বিকেলে তোমার দেখা হয়েছে তার নাম বিল সয়্যার, এই র‍্যাঞ্চটার মালিক। বি এস ওর ব্র্যান্ড, ক্রীকটা র‍্যাঞ্চের উত্তর সীমানা। তোমার কাজ হবে প্রতিদিন পুব-পশ্চিমে বাউন্ডারি পেট্রোল দেয়া, বিএস ব্র্যান্ডের কোন গরু বাউন্ডারি পেরিয়ে উত্তরে চলে গেলে ওটাকে ফিরিয়ে আনা।'

'সেটা আমি কিভাবে বুঝব?'

'সেজন্যে তোমাকে একজন দক্ষ ট্র্যাকার হতে হবে। অবশ্য কাজটা কঠিন কিছু নয়, দু'দিনেই আমি সব শিখিয়ে দেব।'

জনের মনে হলো কাজটা তেমন কঠিন হবে না। রেড বলল, 'আমরা আজ পুবদিকে যাব, কাল যাব পশ্চিমে, তারপর র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব আমি।'

ওরা দু'তিন মাইল পুবে যেতেই ঘোড়ার রাশ টেনে থামল রেড, জনকে মাটির উপর একটা ট্র্যাক দেখাল। 'এখনও তাজা ট্র্যাকটা। মনে হচ্ছে ছয় ঘণ্টার বেশি পুরোনো নয়।'

ট্র্যাক ধরে উত্তরে এগুলো ওরা, মাইল খানেক উত্তরে যেতেই দেখতে পেল গরুগুলো, মাটিতে আধশোয়া হয়ে জাবর কাটছে।

গরুগুলো তাড়িয়ে ক্রীক পেরিয়ে দু'তিন মাইল দক্ষিণে নিয়ে এলো ওরা, তারপর আবার ক্রীকের পাড়ে ফিরে এসে পুবদিকে চলল। সারাদিনে এভাবে আরও তিন পাল গরু ফিরিয়ে আনল

বইঘর.কম

ওরা, তারপর কেবিনে ফিরে এলো। পরের দিন পশ্চিম দিকে গিয়ে আর দুই পাল গরু র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনল ওরা।

রাতে ক্যাম্পে ফিরে এসে রেড বলল, 'নির্জনতা সইতে অভ্যস্ত না হলে নির্ঘাত ভেগে যাবে তুমি। আর সয়ে গেলে তো কথাই নেই। আমি সপ্তা দুয়েকের মধ্যে সাপ্লাই নিয়ে আবার আসব।'

জন বলল, 'দীর্ঘদিন নির্জন ট্রেইলে পথ চলেছি আমি, মিস্টার রেড। তোমার কাছে আমার একটিই মাত্র অনুরোধ, কেউ আশেপাশে আমার খোঁজ করলে আমাকে জানাতে ভুলো না।'

'তেমনটি হলে তোমাকে জানাব, কথা দিচ্ছি।'

সকালে দক্ষিণে র‍্যাঞ্চহাউজের পথ ধরল রেড। সে চলে যেতেই জনও বেরিয়ে পড়ল তার কাজে। একাকীত্ব ভাল লাগছে ওর, কিন্তু এক সপ্তাহ না ঘুরতেই একঘেয়েমিতে পেয়ে বসল। পিস্তলটা নিয়ে ক্রীকের পাড়ে এসে খালি টিন লক্ষ করে ড্র প্র্যাকটিস শুরু করে দিল। মনকে বুঝ দিল, কোমরে পিস্তল না ঝোলালেও যা শিখেছে তা চট্ করে ভুলে যাওয়াও ঠিক হবে না। তাছাড়া সময় কাটানোর জন্যেও তো কিছু একটা করা দরকার।

পিঙ্কারটনরা যে-কোনও দিন দেখা দিতে পারে। স্থানীয় কোন মাস্তান, ও যাদেরকে মেরেছে তাদের আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধব কিংবা কোন বাউন্টি হান্টার ও এখানে আছে জানতে পারলে চলে আসতে পারে।

জন বুঝতে পারছে, বহুবার পিস্তল ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবলেও আসলে সেজন্যে মানসিকভাবে কখনোই প্রস্তুত ছিল না। হয়তো পিস্তলে দক্ষতা আর পুরো পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়া সুখ্যাতি অবচেতন মনে উপভোগই করে ও।

boighar.com

আঠারো

লাইন রাইডিং কঠিন কোন কাজ নয়, তবে ভীষণ একঘেয়ে। তাছাড়া যতই দিন যাচ্ছে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে জন। এতদিনে একজন মানুষও চোখে পড়েনি, তবে যে-কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে যে কেউ।

একদিন সকালে আবার কোমরে গানবেল্ট পরা শুরু করল ও, বিনা অস্ত্রে শত্রুর বলির পাঁঠায় পরিণত হতে চায় না। তাছাড়া পিস্তল সাথে থাকলে বিশ্রাম নেবার সময়ও কিছু কিছু প্র্যাকটিস করা যাবে।

দুই সপ্তা পর একটা ওয়্যাগনে সাপ্লাই নিয়ে ফিরে এলো রেড। একটা অতিরিক্ত ঘোড়াও এনেছে, যাতে জন প্রতিদিন তাজা ঘোড়ায় রাইড করতে পারে। ওয়্যাগন আনলোড করেই আবার বাড়ির পথ ধরল রেড।

যাবার আগে কিছু তথ্য জানিয়ে গেল নিগ্রো। জানাল, কয়েকদিন আগে একদল হোমস্টেডার ল্যান্ড অফিসের লোক নিয়ে মিস্টার সয়্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওরা বি এস র‍্যাঞ্চে হোমস্টেড ক্লেইম ফাইল করতে দেয়ার দাবী জানিয়েছে, কিন্তু র‍্যাঞ্চার সোজা না করে দিয়েছে।

অবশ্য তার বাধা দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। এলাকাটা যখন জনমানবশূন্য ছিল তখন এদেশে এসেছিল সে, তারপর বহু

পরিশ্রম করে জমির ব্যবহার উপযোগী করেছে, ইন্ডিয়ান আর রাসলারদের মোকাবেলা করে এই বিশাল র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে। চাইবে কেন কিছু হাড়-হাভাতে নেস্টর তার জমিতে উড়ে এসে জুড়ে বসুক, জমিতে বেড়া দিয়ে, শ্যাক তৈরি করে এবং লাঙল দিয়ে মাটি উপড়ে ফেলে ঘাসের বারোটা বাজিয়ে দিক। অথচ সমস্যা হলো, বর্তমান সরকারী আইন হোমস্টেডারদেরই পক্ষে।

রেড সাপ্লাই দিয়ে যাবার পরের দিন একটা ছোট্ট ঝরনার পাড়ে বিশ্রাম নিতে থামল জন, ঘোড়াটাকে সবুজ ঘাসে চরতে দিয়ে ঝরনার নিচের দিকে হেঁটে গিয়ে অস্ত্র প্র্যাকটিস শুরু করল বিশ মিনিটের মধ্যে দশ-বারো রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল ও। প্রায় শেষ করে এনেছে, তখুনি কি জানি এক অস্বস্তিবোধ জেগে উঠল ওর মনে, মনে হলো যেন এখানে ও একা নয়, আরও কেউ আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ক্রীকের দক্ষিণ পাড়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ওয়্যাগন, কয়েকজন অবাক দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

পিস্তল হোলস্টারে রেখে জন ওদের দিকে হেঁটে যেতেই ওরা ওয়্যাগন ঘুরিয়ে পড়িমরি ছুট লাগাল। ঘোড়াটা সাথে না থাকায় ওদেরকে অনুসরণ করার চিন্তা বাদ দিল ও।

এরপর আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। প্রতিদিন নিজের কাজ করে যাচ্ছে জন। এক সন্ধ্যায় কেবিনে ফিরে দেখল, উঠোনে দাঁড়িয়ে চারজন লোক—মিস্টার সয়্যার, রেড এবং দু'জন অচেনা লোক। ওদের একজনের বুকে শেরিফের ব্যাজ।

ওদের পাঁচ-ছয় গজ দূরে থাকতেই [illegible] ঘোড়াটাকে পায়ে হাঁটিয়ে এগিয়ে এলো জন। ও কাছে আসতেই মিস্টার সয়্যার অপরিচিত লোক দু'জনের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল। 'এর নাম জিম হ্যারিস, জেন্টলমেন।'

হ্যাটের কানা ছুঁয়ে ওদের উদ্দেশে বাউ করল জন। র‍্যাঞ্চার বলল, 'জিম, সপ্তাখানেক আগে একদল নেস্টর ওয়্যাগনে চড়ে

boighar.com

এদিকে এসেছিল। ওরা তোমাকে অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখেছে। ওরা বলেছে, তোমার মত চালু হাত আগে আর কাউকে দেখেনি। ওরা শেরিফ মিস্টার সাটনের কাছে অভিযোগ করেছে, আমি নাকি ওদেরকে ভয় দেখানোর জন্য গানম্যান ভাড়া করেছি।'

ব্যাজ পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে জন বলল, 'কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার সাটন। আমি এখানে মাসে চল্লিশ ডলার বেতনে লাইন রাইডারের কাজ নিয়েছি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে লোকটা। বলল, 'তোমার বয়স কত হবে?'

'আঠারো বছর।'

'আগে কখনও ফোর্ট ওয়ার্থে ছিলে?'

অপত্যাশিত প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাবার দশা হলো জনের। কোনমতে বলল, 'না। কিন্তু কেন এ প্রশ্ন, মিস্টার সাটন?'

'জন পার্কারের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে তোমার চেহারা এবং বয়স হুবহু মিলে যাচ্ছে। ফোর্ট ওয়ার্থে ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর খুনের দায়ে সে ওয়ান্টেড।'

কোন জবাব দিল না জন, জবাব দিতে গেলে কি বলতে কি বলে ফেলে ভেবে চুপ করে রইল।

'জিম হ্যারিস?' আবার বলল শেরিফ। 'নামের আদ্যাক্ষর কিন্তু মিলে যায়। আমি বরাবরই দেখেছি, কেউ নাম বদলালে নকল নামের সঙ্গে আসল নামের আদ্যাক্ষর জুড়ে দেয়, নিজেরই অজান্তে।'

জন কণ্ঠে কিছুটা দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আমি জিম হ্যারিস, জন পার্কারের নামই শুনিনি কখনও।'

ওর পিস্তল পরার স্টাইল দেখল ল-ম্যান, ওর চেহারাও খুঁটিয়ে দেখল। পিস্তল আবার ওর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ভাবল জন, ও সেদিন অস্ত্র চালনা চর্চা না করলে হোমস্টেডাররা ভয় পেয়ে

বইঘর.কম

পালিয়ে গিয়ে নালিশ জানাত না।

শেরিফের দিকে তাকিয়ে র‍্যাঞ্চার বলল, 'এখন আমাকে কি করতে বলো, মিস্টার সাটন? নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমি গানম্যান ভাড়া করিনি।'

'ওকে ঝেড়ে ফেলো।'

'কিন্তু চাকরি হারানোর মত কোন অন্যায় ও করেনি,' প্রতিবাদ জানাল র‍্যাঞ্চার। 'কাজটা ওর প্রতি অন্যায় হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। 'আমরা তাহলে ওকে আরও কয়েকদিন নজরে রাখব।'

লোকটার দিকে তাকাল জন। লোকটার চেহারায় একরাশ ধূর্ততা জেগে উঠেছে। মতলবটা স্পষ্ট, শহরে ফিরে ওয়ান্ডেড পোস্টারে জন পার্কারের চেহারার বর্ণনা আবারও ভাল করে দেখবে, তারপর লোকজন নিয়ে ফিরে আসবে।

আবার স্যাডলে চাপল চারজন। রেড একটু পিছিয়ে রইল।

'রেড!' জন ডাকল।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হলো নিগ্রো। বলল, 'তোমাকে আগে সাবধান করতে পারিনি বলে দুঃখিত। শহরে পিঙ্কারটন এজেন্সির দু'জন লোক তোমার খোঁজখবর নিচ্ছে। ওদের ধারণা, জন পার্কার এদিকেই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'ধন্যবাদ, রেড। আমি জানতাম একদিন এমন ঘটবেই। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু অন্যদের সামনে মিস্টার সয়্যারকে সেটা বলতে পারিনি।'

'আমি তোমার হয়ে মিস্টার সয়্যারকে কথাটা জানাব, জন। কিন্তু তোমার পাওনার কি হবে?'

'ঠিক আছে, কাল সকালে র‍্যাঞ্চে গিয়ে টাকাটা বুঝে নেব।'

মুখে বলল বটে, কিন্তু জন জানে, আজ রাতের মধ্যে একটা বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি হবে ওর আব এ জায়গার মধ্যে। ও নিশ্চিত,

boighar.com

কাল সকালে পাসি নিয়ে পিঙ্কারটনদের সহ ফিরে আসবে শেরিফ।

ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই কেবিনে ঢুকল ও, দ্রুত জিনিসপত্র গোছগাছ করে স্যাডলব্যাগে পুরে কোরাল থেকে নিজের ঘোড়াটা বের করে স্যাডলে চাপল।

সে রাতে কোথাও না থেমে পঞ্চাশ মাইল পথ পেরিয়ে এলো জন, দিনের আলোয় আরও পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দিল। প্রভুহীন পথের কুকুরের মত মনে হচ্ছে ওর নিজেকে। স্থায়ী, নিরাপদ কোন আবাস নেই, যেখানেই যায় সেখানেই তাড়িয়ে বেড়ায় লোকে। সিদ্ধান্ত নিল, পিস্তল যখন ছাড়তেই পারল না, ওটা ব্যবহার করেই বাঁচবে, ওটা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করবে।

পরবর্তী কয়েকটা মাস অবিরাম ছুটে চলল ও, দক্ষিণে নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, টেক্সাস প্যানহান্ডেল এবং আরও দক্ষিণে গেল। কোন একটা শহরে দু'য়েক সপ্তা কাটায়, আবার ট্রেইলে নামে। টাকা-পয়সা কোন ব্যাপার নয় এখন ওর কাছে, যেখানেই যাচ্ছে জুয়া খেলে প্রচুর টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।

জন পার্কারের নাম আরও ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমে, কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়ে গেছে ও। সেলুনে, ক্যাম্পফায়ারে জন পার্কার প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন একটা শহরে গিয়ে ও বিশজন মানুষ মেরেছে শুনলে মানুষ আরেকটা শহরে সেটাকে বাড়িয়ে তেইশ জন বলে। মনে হচ্ছে যেন সংখ্যাটা বাতাসের সঙ্গে বেড়েই চলেছে।

প্রচুর ল-ম্যান ওর ফোর্ট ওয়ার্থে ওয়ান্টেড হবার খবর জেনে ফেলেছে বোধহয়। যেখানেই যায়, সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় ওকে। এক হাজার ডলারের লোভে যে কেউ যে কোন সময়ে ওর উপর চড়াও হতে পারে। তাছাড়া পিঙ্কারটনরা তো পিছু লেগেই রয়েছে।

এপ্রিলের মাঝমাঝি সময়ে ডেনভার পৌঁছল জন, বিশাল

বইঘর.কম

শহরটার উঁচু দালান আর ব্যস্ত সড়ক মুগ্ধ করল ওকে। শহরটা ওর দেখা যে-কোনও শহরের তুলনায় বড় এবং ব্যস্ত। একটা হোটেলে কামরা বুক করল, তারপর ঘোড়াটাকে লিভারি স্টেবলে রেখে পায়ে হেঁটে শহর দেখতে বেরুল।

একটা সেলুনে এসে বিয়ারের অর্ডার দিল জন। বিয়ারের মগটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বারের পেছনে আয়নাটায় এক নগ্ন নারীর পেইন্টিং দেখছে, তখুনি ওর পাশে এসে দাঁড়াল এক লোক।

'তোমার জন্য একটা ড্রিঙ্কস কিনতে পারি, বয়?' জানতে চাইল লোকটা।

সতর্ক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল জন। মিস্টার সয়্যারেরই বয়সী, পরনে কাউম্যানের পোশাক, তবে বেশ দামী। পায়ের বুট জোড়াও বেশ দামী, চকচকে পালিশ দেয়া। বারের ওপর বিশ ডলারের একটা কয়েন রাখল লোকটা।

জন বলল, 'আমি নিজেই একটা ড্রিঙ্ক নিয়েছি।'

'তাতে কি? আরেকটা নিলে ক্ষতি হবে না।'

ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল জন, মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় একজন র‍্যাঞ্চার লোকটা।

'ঠিক আছে, আরেকটা বিয়ার দিতে বলো তাহলে,' অবশেষে বলল জন।

বারটেন্ডারকে ইঙ্গিত করতেই জনের দিকে আরেক মগ বিয়ার বাড়িয়ে দিল সে। লোকটা একগ্লাস হুইস্কি নিল।

'শাইয়্যান থেকে একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটা র‍্যাঞ্চের মালিক আমি,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'চাকরি করতে চাইলে বলো, আমি লোক ভাড়া করছি।'

'কাউহ্যান্ড, না গানহ্যান্ড?' জানতে চাইল জন।

'গানহ্যান্ড। নেস্টররা দলে দলে আসছে, আমার এবং

boighar.com

প্রতিবেশীদের র‍্যাঞ্চ গ্রাস করে নিচ্ছে। ওদেরকে তাড়াতে না পারলে সর্বস্ব হারাতে হবে আমাদের।'

'বেতন কত দিচ্ছ তুমি?'

'মাসে দেড়শো ডলার, প্লাস প্রত্যেকটা খুনের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ ডলার।'

অত্যন্ত শীতল শোনাচ্ছে র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ, বিশেষ করে প্রত্যেক নেস্টরকে খুন করার জন্য পঞ্চাশ ডলার করে বোনাসের প্রস্তাব অত্যন্ত অমানবিক ঠেকছে জনের কাছে। কিন্তু অনেকদিন ছোটার মধ্যে রয়েছে ও, এখন কোথাও একটু থিতু হতে চাইছে, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও। জানতে চাইল, 'তুমি যদি জানতে পারো যে আইন আমাকে খুঁজছে, তাহলেও আমাকে চাকরিতে নেবে?'

'ওটা আমার মাথাব্যথা নয়। তাছাড়া তোমাকে এই গ্যারান্টি দিতে পারি, কোন ল-ম্যান অন্তত আমার র‍্যাঞ্চে ঢুকে তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

'এমনকি পিঙ্কারটনরাও না?'

'না। ওরাও না। তুমি যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকো তবে আমি তোমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেব।'

'ঠিক আছে। কবে রওনা দিচ্ছ?'

'কাল সকালে। খুব ভোরে সেলুনের সামনে হাজির থেকো। তুমি ছাড়া আরও চারজনকে ভাড়া করেছি আমি। সূর্য ওঠার আগেই রওনা দেব আমরা।'

হ্যান্ডশেক করে নিচু স্বরে নিজের পরিচয় দিল জন। মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। বলল, 'তোমার কাহিনী আমি শুনেছি। তবে চিন্তার কিছু নেই, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমি অ্যারন ফ্লেচার।'

র‍্যাঞ্চারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিনের বাকি সময়টুকু শহর দেখে কাটাল জন, পুরো রাত বিশ্রাম নিয়ে ভোরে লিভারি

স্টেবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে সেলুনের সামনে এলো। কাঠের সাইডওঅকের প্রান্তে বসে অপেক্ষা করল অ্যারন ফ্লেচারের জন্য।

একটু পরেই বাকি চারজনও এলো। রুক্ষদর্শন সব ক'জন, জনেরই মত উরুতে নিচু করে পিস্তল ঝুলিয়েছে। সবার চোখে সতর্ক দৃষ্টি, অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। দু'জনের চোখে নীচতার ছাপ, তাদেরকে প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করে ফেলল জন। ফ্লেচার যে নেস্টরদের উৎখাত করতে চাইছে তাদের কপালে খারাবি আছে, ভাবল জন, সে-ও তাদের একজন না হওয়ায় নিজের ভাগ্যকে অশেষ ধন্যবাদ দিল।

ফ্লেচার এলো একটু বাদে। একটা বাগিতে চড়ে এসেছে র‍্যাঞ্চার। বাগিটা উত্তর দিকে ছুটিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করতে ইশারা করল। নদীর পাড় ঘেঁষে স্টেজরোড ধরে এগিয়ে চলল ওরা। ফ্লেচার জানাল, শহর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে একটা স্টেজওয়ে স্টেশনে ব্রেকফাস্ট সারবে।

বাগির পেছনে চলতে চলতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো ওরা। ওদের একজন কুপারের কথা মনে করিয়ে দিল জনকে। লোকটা কুপারের মতই মাঝারি আকৃতির এবং মাঝবয়সী। মুখে পাতলা গোঁফ, লম্বা-পাতলা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভাবখানা দেখে মনে হয় পিস্তলে বেশ চালু। কিন্তু জন নিশ্চিত, ওর চেয়ে চালু নয়। লোকটা নিজেকে বেন ল্যান্ডি বলে পরিচয় দিল।

আরেকজন লালচুলো, বছর পঁচিশেক বয়স, নিজের নাম জানাল হুইপ হল্ট। তার ডান গাল জুলফির নিচ থেকে চিবুক পর্যন্ত কাটা। অন্যদের চেয়ে আলাদা স্টাইলে পিস্তল ঝুলিয়েছে, প্যান্টের হিপ পকেটের সঙ্গে ফিট করা একটা স্পেশাল হোলস্টারে রেখেছে ওটা। স্যাডলে একটু কাত হয়ে বসেছে যাতে শরীরে পিস্তলের চাপ না লাগে।

boighar.com

জন যে দু'জনকে পছন্দ করেনি তাদের মধ্যে রাত আর দিনের মত ফারাক। একজন লম্বা-পাতলা, যেন বাতাসের ঝাপটায় হেলে পড়বে। শুকনো, বিবর্ণ মুখ, মাথার পাতলা চুল ইঁদুর রঙা। ধূসর চোখজোড়ার দৃষ্টি মরা মাছের মত স্থির, ভাবলেশহীন। নাম বলল, ফোরম্যান। শুধুই ফোরম্যান।

চতুর্থ জনের নাম আইক লরিমার। বেঁটেখাটো, গাট্টাগোট্টা শরীর। অস্থির স্বভাবের লোক, চোখজোড়া এবং ডান হাত সর্বক্ষণ চরকির মত ঘুরছে। লোকটা জনকে একটা চকচকে বিষাক্ত সাপের কথা মনে করিয়ে দিল, যে সাপ সামনে যাকে পায় তাকেই ছোবল মারতে উদ্যত হয়।

মনে হলো ফোরম্যান ও লরিমার পরস্পরকে পছন্দ করে, যদিও দু'জনের মধ্যে কথা হয় খুব কম। তারা বাগির পিছু পিছু চলেছে। বাগির চাকার ধুলো খাওয়া এড়ানোর জন্য একটু পেছনে চলেছে ল্যান্ডি, হল্ট এবং জন।

লোকগুলোর সঙ্গে মনে মনে নিজের তুলনা করল জন। ওদেরকে নিজের সতীর্থ বলে মেনে নিতে মন না চাইলেও ও জানে, ওদের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয় ও। একজন ভাড়াটে গান স্লিঙ্গারে পরিণত হয়েছে ও এখন–ভবিষ্যতে আর কখনও সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারবে না।

উনিশ

সাউথ ওয়াইওমিঙের ভূমির গড়ন অনেকটা পুব অঞ্চলের মতই।

বইঘর.কম

ঘেসো জমি, মাঝে-মধ্যে সেজব্রাশ, জমি যেখানে অনুর্বর সেখানে গ্রীজউড জন্মেছে। বিস্তীর্ণ সমতলে এখানে-ওখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সুউচ্চ ব্লাফ, ওগুলোর চূড়া স্যান্ডস্টোনে ঢাকা। ভূমির বুক চিরে এদিক-সেদিক চলে গেছে অসংখ্য শুকনো ড্র, যেগুলো গ্রীষ্মের আকাশে ভাসতে থাকা মেঘ থেকে নেমে আসা হঠাৎ বৃষ্টিতে কানায় কানায় ভরে ওঠে।

অ্যান্টিলোপ প্রচুর দেখা যায় এখানে, কয়েকটা ছোট মোষের পালও দেখতে পেল জনরা। ইস্টার্ন ওয়াইওমিং, যেখানে মিস্টার সয়্যারের র‍্যাঞ্চ, সেখানকার মত এখানেও প্রথমে ক্যাটলম্যানরা বসতি গেড়েছিল। যেখানে পানির ভাল উৎস রয়েছে সেখানেই র‍্যাঞ্চ গড়েছে র‍্যাঞ্চাররা, প্রচুর পরিশ্রম করে জমির উন্নতি সাধন করেছে।

অবারিত ভূমির এ দেশে বাতাস কখনোই থামে না। দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসের সমুদ্রে ঢেউ তোলে হাওয়া। পুব ওয়াইওমিঙের মত এখানেও অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গৃহযুদ্ধের পর থেকে সেটলাররা দলে দলে আসতে শুরু করেছে, ঝরনা বা ক্রীকের পাড়ে বসতি করছে, ঘেসো জমি উপড়ে ফসল ফলাচ্ছে। আর ওদেরকে রক্ষা করছে সরকারী আইন।

মিস্টার সয়্যারের মত নমনীয় র‍্যাঞ্চাররা সেটলারদের জোরাল ভাবে বাধা দেয়নি। ওরা সেটলমেন্ট নিরুৎসাহিত করেছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি, হোমস্টেডাররা ওদের গরু চুরি করে খায় জেনেও ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু ফ্লেচারের মত একগুঁয়ে র‍্যাঞ্চাররা সহজে হাল ছেড়ে দেয়নি। তারা ওয়াইওমিং ক্যাটলম্যানস এসোসিয়েশন কিংবা কলোরাডো স্টক ব্রোকার্স এসোসিয়েশনের মত সংগঠন গড়ে তুলেছে, প্রয়োজনে ওদের হয়ে লড়াই বা খুন করার জন্য এক্সপার্ট ভাড়া করেছে। জনও ওই এক্সপার্টদেরই একজন।

boiqhar.com

চারদিন ধরে সোজা উত্তরে চলল ওরা, প্রতিদিন পঞ্চাশ-ষাট মাইল করে পেরিয়ে এলো। দ্বিতীয় দিনে সাউথ প্ল্যাট পেরুলো ওরা, তৃতীয় দিন সকালে লারামি রিভার এবং চতুর্থ দিন বিকেলে নর্থ প্ল্যাট অতিক্রম করল। একই দিন রাতে ফ্লেচারের ওয়্যাগন হুইল র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা।

ফ্লেচারের বিশাল বাঙ্কহাউজে অন্যান্য ক্রুদের সঙ্গে রাত কাটাল গানম্যানরা, সকালে জেগে উঠে কুকশ্যাকে ব্রেকফাস্ট সারল। রেগুলার ক্রুরা র‍্যাঞ্চের কাজে চলে যেতেই ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল গানম্যানরা। মিস্টার ফ্লেচার ওদেরকে ফোরম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বছর পঁয়ত্রিশেক হবে লোকটার বয়স, ষাঁড়ের মত চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল দেহ–গানম্যানদের দিকে একরাশ ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা।

র‍্যাঞ্চার বলল, 'ওর নাম জো ক্যানাভান, আমার ফোরমান'। ও আমার হয়ে কাজ করে, তোমরা সরাসরি ওর কাছ থেকে নির্দেশ নেবে। ও এখন তোমাদের নিয়ে সেটলারদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। আমরা প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে ওদেরকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ দেব।'

ওরা স্বেচ্ছায় না গেলে কি হবে সেটা জানা কথা, গানম্যানরা তখন তাদের কাজ শুরু করবে।

একশো বিশ সেকশন আয়তনের র‍্যাঞ্চ ফ্লেচারের, লম্বায় বারো মাইল এবং চওড়ায় দশ মাইল। র‍্যাঞ্চটার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কাটনোজ ক্রীক। ওটারই দক্ষিণ পাড়ে হোমস্টেডাররা বসতি গেড়েছে। ওদেরকে নিয়ে সেদিকে চলল ক্যানাভান, গোমড়া মুখে পথ চলেছে, ওদের সঙ্গে কোন কথাই বলছে না। ফোরম্যান আর লরিমারের চেহারায় রাগ জমে উঠতে দেখল জন, কিন্তু বেন ল্যান্ডি বা হুইপ হল্টের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই।

বইঘর.কম

ক্রীকের কাছাকাছি এসে মুখ খুলল ক্যানাভান, ওদেরকে পরিস্থিতির সার সংক্ষেপ খুলে বলল।

কয়েকজন নেস্টর ক্রীকের পাড় ঘেঁসে ফ্লেচারের জমিতে কোয়ার্টার সেকশনের ক্লেইম ফাইল করেছে। আরও ক্লেইম ফাইল হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ফ্লেচারের জমির বিরাট একটা অংশ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

নেস্টরদের প্রতি ফ্লেচারের কোন সহানুভূতি নেই। প্রচুর খাটাখাটি করেছে সে র‍্যাঞ্চটা গড়ে তুলতে, অনেক ঘাম ঝরিয়েছে, কয়েকবার জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছে। এখন নেস্টররা তার জমি গ্রাস করে নিতে চাইছে। ওদের উপর ক্ষুব্ধ হওয়ার জন্য ফ্লেচারকে মোটেই দোষ দিচ্ছে না জন।

ক্রীকের দক্ষিণ পাড়ে পশ্চিম দিক থেকে প্রথম বাড়িটা রেলরোড টাই দিয়ে বানানো। প্রেয়ারি সড দিয়ে ছাওয়া ছাত, নতুন হওয়ায় এখনও আগাছা জন্মায়নি। একটা কাঁটাতারে ঘেরা ছোট্ট কোরাল দেখা যাচ্ছে। কোরালে একটা মিউল ও দু'টো দুধেলা গাই বাঁধা। একর খানেক জমির ঘাস লাঙল দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়েছে, তবে এখনও কোন ফসল বোনা হয়নি।

হাড্ডিসার এক মহিলা দুই গাছের সঙ্গে টানানো দড়িতে কাপড় শুকাতে দিচ্ছে। মাঝবয়সী এক লোক গালে এক সপ্তাহের বাসি দাড়ি নিয়ে মূল ঘরের সঙ্গে লাগোয়া লীন টু-তে বসে জোয়াল মেরামত করছে। উঠোনে তিনটে ন্যাংটো বাচ্চা খেলা করছে। বারো বছর বয়সী এক বালক পানিতে ভেজানো র-হাইড দিয়ে একটা লাঙলের হাতল মেরামতের চেষ্টায় ব্যস্ত।

ওদের দিকে সবাই মুখ তুলে চাইল। বাচ্চা তিনটে ভয় পেয়ে দৌড়ে মহিলার পেছনে লুকাল। পুরুষ, মহিলা এবং বালকের চেহারায় ভীতি ও বিদ্বেষের ছাপ।

'কাল এ সময়ের মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে,'

boighar.com

ক্যানাভান বলল। 'নইলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।'

মিনমিনে কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল লোকটা। 'আমাদেরকে তাড়াবার কোন আইনগত অধিকার তোমাদের নেই। যেখানে সরকার...'

'চুলোয় যাক সরকার!' খেঁকিয়ে উঠল ক্যানাভান। 'কাল সকালে এ সময়ে এখানে এসে তোমাদেরকে যেন আর না দেখি।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে অন্য খামারগুলোর দিকে চলল ক্যানাভান, গানম্যানরা তাকে অনুসরণ করল। কয়েকটা বাড়ি দেখা গেল খুব মজবুত করে তৈরি। নেস্টরদের কেউ কেউ লাঙল চষা ছাড়াও গরুও পালে। ক্যানাভান জানাল, ওদের কারও কারও কাছে বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত গরু আছে।

কিছু কিছু নেস্টর বেশ সাহসী, ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় হাতে শটগান রেখেছে। সবাইকে একই কথা শোনাল ক্যানাভান। বলল, কাল সকালে এ সময়ের মধ্যে হয় সরো, নয় মরো। নেস্টরদের কারও কারও চেহারা দেখে মনে হলো তারা লড়বে।

ভিন্ন পথে র‍্যাঞ্চহাউজে ফিরে চলল ওরা। ক্রীক থেকে সামান্য দূরে এসে জন দেখল, তিনজন রাইডার ক্রীকের পাড় ঘেঁসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাচ্ছে, অন্যদের সংঘবদ্ধ করে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু ফ্লেচারের গানম্যানদের হাতে ওরা যে কচুকাটা হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরদিন ক্রীকের পাড়ে গেল না ওরা, ক্যানাভান ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলল। ওরা তাড়াতাড়ি হামলা না করলে নেস্টররা চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়বে। এরই মধ্যে কেউ কেউ চলে যাবারও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তাছাড়া বলে কয়ে হামলা চালালে নেস্টররা তা সংঘবদ্ধভাবে ঠেকানোর চেষ্টা করবে। ওদের অসতর্ক অবস্থায় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বেসামাল করে দেয়ার ইচ্ছে ক্যানাভানের।

বইঘর.কম

ওরা পাঁচজন বাঙ্কহাউজে শুয়ে-বসে দিন কাটাতে লাগল। বেশির ভাগ সময় পোকার খেলে কাটাল, প্রায় ক্ষেত্রে জনই জিতল। অবসর সময়ে বারবার কিটির কথা মনে আসায় মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল ওর।

এভাবে সপ্তাখানেক অলস সময় কাটানোর পর আবার কাজে নামল ওরা। ক্যানাভান গানম্যানদের দু'ভাগে ভাগ করল। জন আর লরিমারের উপর ক্রীকের পশ্চিম দিক থেকে অপারেশন শুরু করার ভার পড়ল, বাকিরা পুবদিক থেকে কাজ শুরু করবে।

সবচেয়ে পশ্চিমের শ্যাকটা এখনও দিব্যি দাঁড়িয়ে। গাই গরুটা কোরালে বাঁধা। বারো বছর বয়সী সেই বালক জমিতে মিউলে টানা লাঙল চষছে।

শ্যাকের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। উঠোনের বাচ্চা তিনটে ওদের দেখে ঘরের দিকে দৌড় লাগাল। ওরা শ্যাকের শ'খানেক গজ দূরে থাকতেই একটা শটগান গর্জে উঠল।

বালকটার দিকে তাকাল জন। সে মিউলটাকে তাড়াতাড়ি জোয়াল থেকে খুলে ওটার পিঠে চেপে দ্রুত ক্রীকের নিচের দিকে ছুটছে। উদ্দেশ্য বোধহয় অন্য নেস্টরদের সাবধান করে দেয়া।

'আমি ওর পিছু নিচ্ছি,' শীতল কণ্ঠে বলল লরিমার। 'তুমি বাকিদের ঠেকাও।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে বালকের পিছু নিল আউট-ল। জন জানে আর কোন আশা নেই ছেলেটার বাঁচার, লরিমারের তাজা ঘোড়া ওর লাঙল টানা ক্লান্ত মিউলটাকে সহজেই ধরে ফেলবে। ছেলেটার সঙ্গে বোধহয় একটা পিস্তল আছে, কিন্তু সেটা দিয়ে হয়তো গুলি করারই সুযোগ পাবে না।

ঠেকাতে হবে লরিমারকে, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল জন, নইলে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে সে। সমান প্রতিপক্ষ কিংবা রাসলারদের খুন করা ভিন্ন কথা। কিন্তু বারো বছর বয়সী এক বালককে ঠাণ্ডা

boighar.com

মাথায় খুন…

জীবনে অনেক বদনাম কুড়িয়েছে ও, কিন্তু এতটা নীচ এখনও হয়নি। দ্রুত লরিমারের ঘোড়ার পেছনে ঘোড়া ছোটাল জন।

বালকের অনেক কাছে চলে এসেছে লরিমার। ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল জন, কিন্তু কান দিল না তস্কর।

হঠাৎ মরিয়া হয়ে অস্ত্র বের করে মিউলের পিঠে পিছু ফিরে গুলি করল বালকটা। ফস্কে গেল গুলি। তার দ্বিতীয় গুলিটাও ফস্কে গেল।

জনের ধারণা ওটা একটা ডাবল ব্যারেল শটগান। তার মানে অস্ত্রটা এখন খালি।

আরও জোরে ঘোড়া ছোটাল জন। ছেলেটার বিশ-পঁচিশ গজ দূরে থাকতেই লরিমার ওর পিঠ লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করল। আবার চেঁচিয়ে উঠল জন। 'লরিমার! থামো! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি…'

বিকট বিস্ফোণের শব্দের নিচে তলিয়ে গেল জনের কণ্ঠ। গুলি করেছে তস্কর। গুলির ধাক্কায় স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল ছেলেটার ছোট্ট দেহ। প্রবল আক্ষেপে দু'হাতের মুঠোয় মাটি খামচাল কিছুক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

লরিমারের কয়েক গজ পেছনে ঘোড়ার রাশ টেনে থামল জন। ঘটনাটা ঠেকাতে না পারায় ভীষণ মনস্তাপে ভুগছে। বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি জেগে উঠেছে ওর, প্রত্যেকবার মানুষ খুন করার আগে যেমনটি জেগে ওঠে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে লরিমারও। নির্বিকার চেহারায় পিস্তলের খালি চেম্বার থেকে একটা খালি কার্তুজ বের করে তাতে নতুন শেল পুরল দুর্বৃত্ত।

'ড্যামিট, লরিমার।' শীতল কণ্ঠে বলল জন। 'ছেলেটাকে খুন করার কোন দরকার ছিল না।'

চকিতে ঘোড়া ঘুরিয়ে জনের মুখোমুখি হলো আউট-ল, চোখে খুনের নেশা। হঠাৎ কোমরে হাত চালাল। তার পিস্তল খাপমুক্ত হবার পর জনের ডান হাত নড়ে উঠল, কোমরের কাছ থেকে ড্র করল ও।

দু'টো গুলির শব্দ প্রায় একসাথেই হলো। ডান উরুতে তপ্ত সীসার ছ্যাঁকা অনুভব করল জন। হাত দিয়ে দেখল, রক্তে প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে।

ওদিকে জনের গুলিতে লরিমারের কপালে একটা অতিরিক্ত চোখ সৃষ্টি করেছে। গুলির ধাক্কায় দেহটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে মৃত ছেলেটার কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ল। নড়ল না আর।

রাস্তার মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে নিশ্চল বসে জন। অসহ্য ব্যথায় ঠোঁট কামড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত আভেনের ওপর বসে আছে। রক্ত এখন পায়ের পাতা চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়ছে।

জলদি ডাক্তার দেখাতে হবে, নইলে রক্তক্ষরণে মারা পড়বে। সিদ্ধান্ত নিল ও, র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে ফ্রেচারকে রিপোর্ট করবে প্রথমে, তারপর ক্ষতটার চিকিৎসা করিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে দক্ষিণের পথ নেবে।

এভাবে একটা জীবন বয়ে বেড়ানো যায় না। মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে শিকারীর কবলে পড়া পশুর মত পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সত্যের মুখোমুখি হওয়া অনেক ভাল। কপালে যা-ই ঘটুক, মনে মনে স্থির করল ও, ফোর্ট ওয়ার্থে ফিরে গিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

boiqhar.com

বিশ

লরিমারের কীর্তি শুনে ফ্লেচার আর ক্যানাভান দু'জনই ভীষণ অনুতপ্ত হলো। খুনী ভাড়া করলেও তারা আসলে চায়নি কেউ খুন হোক, বিশেষ করে বারো বছরের কোন বাচ্চা ছেলে তো নয়ই। ভেবেছিল হুমকি-ধমকি দিলেই হোমস্টেডাররা জান নিয়ে পালাবে। গানম্যানদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ওদের আজই বিদায় করে দিতে ক্যানাভানকে নির্দেশ দিল ফ্লেচার।

জনকে বাঙ্কহাউজে যেতে বলে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল র‍্যাঞ্চার। ডাক্তার এসে ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখে জানাল, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। গুলিটা হাড়ে লাগেনি, সামনে দিয়ে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করে ব্যথা কমার জন্য ওষুধ দিয়ে ওকে সপ্তাখানেক বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিল ডাক্তার।

কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার মত সময় জনের হাতে নেই। গভীর রাতে বিছানা ছাড়ল ও, পোশাক পালটে জিনিসপত্র স্যাডলব্যাগে ভরে ঘোড়াটা কোরাল থেকে বের করে ওটার পিঠে চেপে দক্ষিণের পথ নিল। ভীষণ ব্যথা করছে, ডান পা যেন লোহার মত ভারী হয়ে আছে, ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে জবজবে, ঝাঁকুনিতে যে কোনও মুহূর্তে ক্ষতটার মুখ খুলে গিয়ে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

ও জানে, ফোর্ট ওয়ার্থে যাওয়া যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ওর জন্য। লোকজন হয়তো ওকে দেখলেই গাছে লটকে দেবে। কিন্তু তবুও

বইঘর.কম

যেতে হবে ওকে, ব্যাঙ্কারকে খুন করার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে চললে হয়তো একদিন লরিমারের মত জান খোয়াতে হবে ওকেও। বেঁচে থাকলে হয়তো লরিমারের মত বারো বছরের বাচ্চাকে খুন করতেও হাত কাঁপবে না।

ভোরের আলো ফোটার পর প্রথম বারের মত বিশ্রাম নেয়ার জন্য থেমে পিস্তলটা স্যাডলব্যাগে পুরল জন, ব্যথা কমার জন্য ডাক্তারের দেয়া ওষুধ খেল। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেয়ার পর আবার নামল পথে।

দ্বিধায় ভুগছে ও, ফোর্ট ওয়ার্থে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে কি-না স্থির করতে পারছে না। তবুও কোন এক অদৃশ্য শক্তির টানে সামনে এগিয়ে চলেছে ও।

একা পথ চলতে গিয়ে কিটির কথা, ওর পেটে বেড়ে ওঠা সন্তানের কথা আরও বেশি বেশি মনে পড়ছে জনের। সাথে সাথে যে-কোন মূল্যে মিথ্যে অভিযোগ থেকে খালাস পেয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে যাবার ইচ্ছেও বাড়ছে।

চলার পথে যথাসম্ভব শহর আর জনপদগুলো এড়িয়ে চলল ও, রাতের বেলায় শাইয়্যান আর ডেনভার শহর দু'টো পাশ কাটাল। স্টেজকোচওয়ে স্টেশনগুলো থেকে সাপ্লাই কিনল ও, ওগুলোর একটাতে একজন ডাক্তারকে পেয়ে ডান উরুর ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজটা বদলে নিল। বিরামহীন পথ চলার কারণে ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে ক্ষতটা শুকোচ্ছে না। দিনের পর দিন শেভ না করে গালে দাড়িগোঁফ গজাতে দিল ও। হালকা দাড়ি, কিন্তু চেহারা এতেও আড়াল করা যাবে।

একদিন সকালে র‍্যাটন পাঁস পেরিয়ে আঙ্কল ডিক উটনের টোল রোড ধরে পুবে বাঁক নিল জন ওর ঘোড়াটার পায়ে ক্ষত হয়ে যাওয়ায় খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ঘোড়ার যত্ন নিতে বাধ্য হয়েই

boiqhar.com

দু'দিনের জন্য এক জায়গায় থামতে হলো ওকে। সিদ্ধান্ত নিল সামনের কোন একটা সেটলমেন্টে পৌঁছে ঘোড়াটা বদলে আরেকটা তাজা ঘোড়া নেবে।

ওর শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ক্রমে নোংরা ও কৃশ হয়ে উঠছে ও, চিন্তাশক্তিও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আহত পা-টা অনুভূতিহীন হয়ে উঠছে, ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরের অন্যত্রও।

তবুও প্রবল ইচ্ছেশক্তির জোরেই যেন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন বিশ-ত্রিশ মাইল করে এগিয়ে চলেছে জন। মাঝে-মধ্যে মনে হয় যেন এখুনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যাবে।

অবশেষে এক বিকেলে ফোর্ট ওয়ার্থে পৌঁছল ও। ও আর কিটি যে মেসকিট ঝোপটায় আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে গিয়ে পুরোপুরি অন্ধকার না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর পিছনের রাস্তা দিয়ে ঢুকল শহরে।

প্রথমে কার সঙ্গে দেখা করবে বুঝে উঠতে পারছে না ও। শেরিফের সঙ্গে তো নয়ই। কেবল মাত্র মিসেস ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। মহিলা হয়তো ওর কথা বিশ্বাস করবে। ও যে নির্দোষ সেটা মিসেস ফার্গুসনকে বিশ্বাস করাতে পারলে সে হয়তো কোন জাজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

পেছন থেকে বাড়িতে ঢুকল জন। একটা অ্যালিতে ঘোড়া বেঁধে খিড়কি দরজায় করাঘাত করল। পিস্তলটা স্যাডলব্যাগে রেখে এসেছে। প্রথমে ভেবেছিল আত্মরক্ষার খাতিরে ওটা সাথে রাখবে। পরে ভেবে দেখেছে, পিস্তল সাথে রাখলে হয়তো অস্ত্রটা ব্যবহার করার জন্য প্ররোচিত হবে, তখন আর কখনও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ হবে না।

বইঘর.কম

দরজা খুলল না। কিচেনের জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, মিসেস ফার্গুসন খাবার রান্না করছে। কিচেনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল ও। অল্পক্ষণ পর দরজা খুলে গেল।

জন তাড়াতাড়ি বলল, 'ভয় পেয়ো না, ম্যাম। আমি জন পার্কার, ব্যাঙ্কার লঙফিল্ডকে যে আমি খুন করিনি সেটা প্রমাণ করতে এখানে এসেছি।'

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল মিসেস ফার্গুসন, চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত। একটু পর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ভেতরে এসো।'

কিচেনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জন। মাথাটা বোঁ-বোঁ করছে, শরীরটা ভীষণ হালকা লাগছে, মনে হচ্ছে যেন এখুনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

'তোমার চেহারার এ দশা হয়েছে কেন, বাছা?' ভয়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল মহিলা।

'এক লোক আমাকে গুলি করেছিল। উরুর ক্ষতটা থেকে রক্ত ঝরে শরীরের এ দশা হয়েছে।'

'তুমি সোফাটায় বসো, আমি কফি নিয়ে আসছি।'

নরম গদি মোড়া সোফাটায় গা এলিয়ে দিল জন। একটু বাদে এক কাপ কফি নিয়ে ফিরে এলো মহিলা। কফি পান করে কিছুটা সুস্থ বোধ করল জন।

'আমি ব্যাঙ্কারকে খুন করিনি, মিসেস ফার্গুসন,' বলল ও। 'অন্যের দোষ আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিটির সেবা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

জনের দিকে এক প্লেট গরম খাবার বাড়িয়ে দিল মহিলা। 'আমি জানি নির্দোষ না হলে তুমি আবার ফিরে আসতে না। খাবারগুলো খেয়ে নাও, পরে এ বিষয়ে আলাপ করব।'

ওর খাওয়া শেষ হলে মহিলা বলল, 'তোমাকে দেখতে পেলে

boiabar.com

ওরা লিঞ্চ করবে, হয়তো শেরিফও সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

জন বলল, 'আমি শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, ম্যাম। আমার ধারণা সে-ই ব্যাঙ্কারকে খুন করেছে।'

মিসেস ফার্গুসনকে সেদিনের সব ঘটনা খুলে বলল জন।

'হুম!' সব শুনে মাথা দোলাল মহিলা। 'তাহলে জাজকে ডেকে আনব আমি।'

'সেটাই ভাল হয়, ম্যাম,' আকুতি মাখা কণ্ঠে বলল জন।

হ্যাটটা তুলে মাথায় চাপাল মহিলা, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিশ মিনিট পর ফিরে এলো। হাঁফাচ্ছে।

'তোমাকে এখুনি চলে যেতে হবে, জন,' রুদ্ধশ্বাসে বলল মহিলা। 'জাজ শেরিফের সঙ্গে দেখা না করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। সে এখন শেরিফের অফিসের পথে রয়েছে।'

উঠে দাঁড়াল জন, দ্রুত পেছন-দরজার দিকে চলল। তখুনি পেছনের উঠান থেকে জোরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। 'জন পার্কার। কোন চালাকি না করে বেরিয়ে এসো। আমরা পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলেছি।'

মিসেস ফার্গুসন ক্ষমা প্রার্থনা করছে এমন ভঙ্গিতে জনের দিকে তাকাল। 'আমি দুঃখিত, জন। জাজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না সেটা ভাবিনি।'

'যে লোকটা কথা বলছে ও কে?' জানতে চাইল জন।

'শেরিফ স্যাম গোল্ড।'

বুকের ভেতরটা ভীষণ ফাঁকা লাগছে জনের। পিস্তলটা স্যাডলব্যাগে রেখে দেয়ায় এখন ও সম্পূর্ণ অসহায়। ধরা পড়তে যাচ্ছে ও। শেরিফ যদি সত্যি ব্যাঙ্কারকে খুন করে ব্যাঙ্ক লুট করে থাকে তবে কিছুতেই সে ওকে ট্রায়াল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নেবে না। হয়তো ওকে লিঞ্চিং মবের হাতে ছেড়ে দেবে।

বইঘর.কম

'ওদেরকে বলো আমি সারেন্ডার করছি,' বলল জন।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল মিসেস ফার্গুসন। চেঁচিয়ে বলল, 'ওর সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, শেরিফ। ও সারেন্ডার করবে বলছে, কেউ গুলি করে বসতে পারে ভেবে বেরুতে পারছে না। তুমি ভেতরে আসবে, শেরিফ?'

'কিভাবে জানব যে ওর সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই?'

'তোমাকে আমি সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, শেরিফ।'

'ওকেই বেরিয়ে আসতে বলো, মিসেস ফার্গুসন।'

'জাজ! আপনি ওখানে আছেন?' আবার চেঁচাল মহিলা।

'বলো, মিসেস ফার্গুসন,' জবাবে জাজ বললেন।

'আপনি ভেতরে এসে ওকে বন্দী করুন, জাজ।'

শেরিফ বলল, 'ও কাজও করবেন না, জাজ। ওটা একটা চালাকি হতে পারে। ও হয়তো সাথে একটা অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, সেটা দিয়ে আপনাকে জিম্মি করে পালাবার ফন্দি খুঁজবে।'

মিসেস ফার্গুসন বলল, 'ও নিজের ইচ্ছেতেই ফোর্ট ওয়ার্থে এসেছে, জাজ। ও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চায়। ওর ধারণা ঘরের চৌকাঠ পেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে মেরে ফেলবে শেরিফ।'

কিছু একটা বললেন জাজ, বোঝা গেল না সেটা। অল্পক্ষণ পর সাবধানে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জন, হাত দু'টো কোমরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

'আমি কখনোই ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি বা ব্যাঙ্কারের খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না, জাজ,' বলল জন। 'সেদিন আমি কেবল অসুস্থ স্ত্রীর খাবার আর ওষুধ যোগাড়ের জন্য একটা চাকরি খুঁজতে শহরে এসেছিলাম। চাকরি চাইতেই ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলাম। ব্যাঙ্কার বোধহয় আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাই আমি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেরিফের কাছে ছুটে যায়। পরে শেরিফকে

boighar.com

সাথে নিয়ে ব্যাঙ্কে ফিরে আসতে দেখি ওকে। আমি তখন চাকরি না পেয়ে উপায়ান্তর না দেখে লিভারি বার্নে আমার ঘোড়াটা চল্লিশ ডলারে বিক্রি করছিলাম। স্যাডলব্যাগ কাঁধে ফেলে আমি যখন শহরের প্রান্তে চলে গেছি, তখনই একটা ভোঁতা গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু তখন বুঝিনি কী ঘটে গেল। অল্পক্ষণ পর শেরিফকে তড়িঘড়ি করে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি

জনের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন জাজ। 'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে এসো। ট্রায়ালের আগ পর্যন্ত জেলে থাকতে হবে তোমাকে।'

জাজকে অনুসরণ করে দরজার দিকে চলল জন। প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গেছে। ওদের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'ওই হারামখোরটাকে আমাদের হাতে তুলে দিন, জাজ। ওকে জেলে পুরে কাউন্টির পয়সা খরচ করার কোন মানে হয় না। ও-ই যে আসল খুনী সেটা মরার আগে জন লঙফিল্ডও বলে গেছে।'

কাকে বলে গেছে ও সেটাই জানতে চাইল জন।

'শেরিফকে বলে গেছে। শেরিফ ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসার আগেই মারা গিয়েছিল ও।'

ঘাড় ফিরিয়ে জাজের দিকে তাকাল জন। জাজ বললেন, 'আমি মিসেস ফার্গুসনের এখানে বিচারের কাজ শুরু করতে চাই না। ওকে জেলে আটক করো, শেরিফ। আমি তোমার বিরুদ্ধেও চার্জ আনতে যাচ্ছি।'

ভ্রূকুটি করে জাজের দিকে তাকাল শেরিফ। 'আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে যাচ্ছেন মানে?'

'ওর নিরাপত্তার জন্য। ও বলেছে তুমিই লঙফিল্ডকে খুন করে ব্যাঙ্ক লুট করেছিলে।'

দু'হাতের মুঠো খিঁচল শেরিফ। 'ওই মিথ্যুকটাকে আমি...'

বইঘর.কম

জাজ বললেন, 'ওর কোন ক্ষতি হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকেই দায়ী করব, শেরিফ।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল শেরিফ। জনের পাঁজরে শটগানের মাজল ঠেকিয়ে গুঁতো দিল ও। 'আগে বাড়ো।'

জাজের দিকে কাকুতি মাখা দৃষ্টিতে তাকাল জন। 'আপনি কি মনে করেন ও আমাকে জেল পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে দেবে, জাজ?'

'ও তোমার কোন ক্ষতি করবে না,' বললেন জাজ। 'কারণ সেজন্যে ওকে আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে জবাবদিহি করতে হবে।'

'কিসের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, জাজ?' প্রশ্ন করল জন। 'একজন পলায়নপর আসামীকে গুলি করে মারার জন্য? খুন আর ব্যাঙ্ক লুটের জন্য জবাবদিহিতার চেয়ে সেটাই কি সহজ হবে না ওর জন্যে?'

'চুপ করো তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। শটগানের মাজলটা জনের পাঁজরে আরও জোরে চেপে ধরল, হ্যামার টেনে ওটা কক করার ক্লিক শব্দ শোনা গেল।

শেরিফ কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে জমে গেল জন। জাজ চলে যাবার পরই ওকে শটগানের মাজল দিয়ে জোরে ঠেলা দিয়ে এমন দৃশ্যের সৃষ্টি করবে যেন ও পালিয়ে যাচ্ছে–তারপর ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মারবে।

'জাজ! লিভারিম্যানকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'ও বলবে আমি চল্লিশ ডলারে ঘোড়াটা বিক্রি করেছিলাম। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করলে আমি ঘোড়া বেচতে যাব কেন?'

পিনপতন স্তব্ধতা নেমে এলো হঠাৎ। লোকজন এখন কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্যাম গোল্ডের দিকে তাকাচ্ছে। কেউ একজন মন্তব্য করল, 'তাইতো বলি, ঘটনা ঘটার পর র‍্যাঞ্চ আর অত গরু

boighar.com

কেনার জন্যে টাকা পেল কোথায় স্যাম।'

চেঁচিয়ে উঠল স্যাম গোল্ড, 'বাজে বোকো না, ম্যান। আমি একটা র‍্যাঞ্চ কেনার জন্য অনেকদিন ধরে বেতনের পয়সা জমিয়েছি।'

এবার আরও হিংস্র হয়ে উঠবে লোকটা, ভাবল জন, যেকোনও ছুতো ধরে ওকে খুন করার চেষ্টা করবে। শেরিফ জানে, জনকে বাঁচিয়ে রাখলে লোকজনের মনে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো জনের বদলে তাকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

জনের পিঠে হাত দিয়ে জোরে ঠেলা দিল শেরিফ, কিন্তু সামনে হোঁচট খাওয়ার বদলে সটান মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল জন—ওর সাথে কোন পিস্তল নেই সেটা বোঝাবার জন্য হাত দুটো ছড়িয়ে রেখেছে।

ট্রিকটা কাজে না লাগায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল স্যাম গোল্ড, চোখে খুনীর দৃষ্টি নিয়ে শটগানটা উঁচু করতে শুরু করল।

'স্যাম! তোমার অস্ত্র ফেলে দাও!' চেঁচিয়ে বললেন জাজ। 'নইলে আমিই তোমাকে গুলি করে মারব।'

কিন্তু শেরিফের মধ্যে থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত আগে বেড়ে ওকে জোরে ধাক্কা মারলেন বিচারক। শেরিফের হাতের শটগান গর্জে উঠল, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে নিশানা ফস্কে গেল। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন জোর করে কেড়ে নিল অস্ত্রটা।

'তোমরা কয়েকজন ওকে একটা সেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে দাও,' নির্দেশ দিলেন জাজ।

'আমরা ওকে এখুনি ফাঁসিতে লটকাব, জাজ!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

'তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি,' অনমনীয় কণ্ঠে বললেন জাজ। 'ওকাজ করলে তোমাদেরকে পরে পস্তাতে হবে।'

বইঘর.কম

উঠে দাঁড়াল জন। বুঝতে পারছে ও এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। মনটা হালকা হয়ে গেল ওর, হঠাৎ মাথার উপর থেকে কয়েক মণ ওজনের পাথর নেমে গেছে যেন। লোকজন এখন অন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে, ছেলেটার উপর খামোকা অবিচার করা হয়েছে ভেবে অপরাধবোধে ভুগছে যেন।

সে রাতে, মিসেস ফার্গুসনের বাড়ির দোতলায় বেডরুমে ঘুমাচ্ছিল জন। মাঝ রাতের দিকে শোরগোল শুনে জেগে উঠল ও। মিসেস ফার্গুসন জানাল, জাজের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও লোকজন জেল ভেঙে স্যাম গোল্ডকে বের করে এনে কটনউড গাছের ডালে লটকে দিয়েছে।

মিসেস ফার্গুসনের সেবা-যত্নে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই মোটামুটি স্যাডলে বসার মত সুস্থ হয়ে উঠল জন। কিংস্টন সিটিতে কিটির কাছে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে মন। এরইমধ্যে জাজ ওকে ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর খুনের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন।

এক সকালে টাউন কাউন্সিলের সভায় ডাক পড়ল ওর। কাউন্সিলের একজন সদস্যা হিসেবে মিসেস ফার্গুসনও উপস্থিত রয়েছে। শহরের সবচেয়ে বড় জেনারেল স্টোরের মালিক ও মেয়র কার্ল হুপার বলল, 'শহরের লোকজন না জেনে তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছে সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, মিস্টার পার্কার। আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তোমাকে শেরিফের চাকরিটা দেব।'

জন বলল, 'কিন্তু আমি আর কখনও অস্ত্র হাতে নেব না বলে শপথ নিয়েছি। মিসেস ফার্গুসনের সামনেই আমার পিস্তলটা বোল্ডারের আঘাতে গুঁড়িয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু তোমার দক্ষতাকে ভাল কাজে লাগাতে দোষ কি?' বললেন জাজ। 'এতে করে দেশেরও উপকার করবে তুমি।'

ওদের সবার চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল জন।

boighar.com

বেন কুপারের শিক্ষাটাকে ভাল কাজে লাগানো যাবে এখন।

'কিন্তু আমাকে আমার স্ত্রীকে এখানে আনার জন্যে সময় দিতে হবে,' বলল ও।

'তাহলে তো ভালই হয়,' কচি খুকীর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মিসেস ফার্গুসন। 'আমার ছেলেমেয়েরা এখানে না থাকায় বাড়িটা এমনিতেই খালি পড়ে থাকে। তোমরা স্বচ্ছন্দে ওখানে থাকতে পারবে।'

সেদিনই কিংস্টনের পথ ধরল জন। জাজের সার্টিফিকেট এবং ফোর্ট ওয়ার্থের শেরিফ হিসেবে টাউন কাউন্সিলের নিয়োগপত্র বুক পকেটে রেখেছে, যেন কেউ চ্যালেঞ্জ করলেই দেখাতে পারে। শরীরটা বেশ ফুরফুরে লাগছে, আনন্দে নাচছে মন। কিটি এবং ওর অনাগত সন্তানকে ফোর্ট ওয়ার্থে আনতে যাচ্ছে ও। সন্তানটা ছেলে হলে ভাল, মেয়ে হলেও কোন আপত্তি নেই। গ্র্যান্ডপাও হয়তো সব শুনে ওকে ক্ষমা করে দেবেন।

কিংস্টনের লোকজন ওকে বিপদের সময় সাহায্য করেনি, কিন্তু ফোর্ট ওয়ার্থের লোকজন সেটা পুষিয়ে দিয়েছে।

অনেক অনেকদিন পর ঠোঁটের প্রান্তে একটা নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হাসি ফুটে উঠল ওর, দরাজ গলায় একটা জনপ্রিয় গান গাইতে গাইতে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রেয়ারির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল জন পার্কার।

***

WWW.BOIGHAR.COM

বইঘর.কম

৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে
গোলাম মাওলা নঈমের
ওয়েস্টার্ন
হরণ

গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে, বাড়ি ফিরছে যোদ্ধারা। কিন্তু টেক্সাসে অন্য এক যুদ্ধ শুরু করেছে পরাজিত কনফেডারেট কর্নেল অ্যাশফোর্ড। খুনে আর রেনিগেডদের একটা দল নিয়ে মেক্সিকোর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে সে, যাওয়ার পথে র‍্যাঞ্চে র‍্যাঞ্চে হানা দিচ্ছে, খুন-জখম আর লুটতরাজ করছে; এমনকি মেয়েরাও রেহাই পাচ্ছে না। মেয়েদের দাস হিসেবে বিক্রি করবে সে, বিনিময়ে পাওয়া টাকা-আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মেক্সিকো যাবে, তারপর লোকবল সংগ্রহ করে শুরু করবে আরেক গৃহযুদ্ধ।

ভুলটা সে করেছে ক্যালকিনদের র‍্যাঞ্চে হানা দিয়ে। বাধা দিতে গিয়ে আহত হলো বুড়ো ক্যালকিন। সব ঘোড়া আর কিছু গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেল কর্নেল অ্যাশফোর্ড, অপহরণ করল জেনি ক্যালকিন আর জেফরি ক্যালকিনের বাগদত্তা রুথ গ্রিফিনকে।

এদিকে বিধ্বস্ত, শূন্য র‍্যাঞ্চে ফিরে এল দুই ভাই জন আর জেফ ক্যালকিন। কর্নেল অ্যাশফোর্ডের পিছু পিছু ছুটল ওরা... মেক্সিকো কেন, দরকার হলে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে, কিন্তু যে কোন মূল্যে স্বজনদের উদ্ধার করবেই...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
boighar.com

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

আসমান,

ফুটকইল, সাপাহার, নওগাঁ।

কিছুটা বিলম্বে হলেও গোলাম মাওলা নঈমের ওয়েস্টার্ন *পেছনে শত্রু* এক নিঃশ্বাসে পড়লাম। প্রচ্ছদে নারীর আবারও প্রতিফলন নিঃসন্দেহে প্রচ্ছদটির জৌলুস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই সাথে কাহিনীর সঙ্গে প্রচ্ছদের একটা সামঞ্জস্য তো আছেই। চমৎকার, অতি চমৎকার! জেসন আরমিন, মলি ম্যালোন, ক্যাথরিন লরেন্স, বিল গ্লিসন, আর ড্যানিয়েল ফিঞ্চের মত চরিত্রের সমন্বয়ে লেখক যে হৃদয়গ্রাহী কাহিনী রচনা করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। আমার অন্তর থেকে নঈম আঙ্কেলকে ধন্যবাদ ও ভালবাসা জানাই।

আপনার ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম লেখকের দরবারে।

জি. মাওলা,

সরকারী সিটি কলেজ (২৪৫), রাজশাহী।

কাজী মায়মুর হোসেনের 'মৃত্যু উপত্যকা' পড়লাম। অনেকদিন পর এমন একটি বই পেয়ে কী যে ভাল লাগল! পরবর্তী বইয়ের জন্য পথ চেয়ে আছি।

এখনকার ওয়েস্টার্ন বইয়ে তেমন পিস্তল যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে না। আগের মত উত্তেজনাও আর বর্তমান কাহিনীগুলোতে পাচ্ছি না।

বইঘর.কম

আপনার সমালোচনা পশ্চিমা লেখকদের জানিয়ে দিলাম। তারা সিক্সগান নিয়ে আপনাকে খুঁজতে বেরোচ্ছে দেখে প্রশংসাটুকুও জানালাম। শুনে একগাল হেসে আবার বসে পড়েছে ওরা সেলুনের পোকার টেবিলে।

শুয়াইব আহমদ তারেক,
দঃ কাজলশাহ, সিলেট।

সেবা'র সাথে আমার সম্পর্ক চার বছরের কিছু বেশি সময় ধরে। কিশোর থ্রিলার তিন গোয়েন্দার মাধ্যমে হাতেখড়ি। বর্তমানে আমি সেবা'র ২৫৮টি বইয়ের মালিক। 'অভিনয়' ছাড়া তি.গো-র সব বই-ই আমার পড়া। তি.গো-র পাশাপাশি আমি ওয়েস্টার্নেরও একজন ভক্ত। সাম্প্রতিক সময়ের ওয়েস্টার্নগুলো এককথায় চমৎকার। বিশেষ করে নঈমদার 'ত্রাস' ও 'সামনে বিপদ' এবং মায়মুরদার 'খুনে ক্যানিয়ন' ফ্যান্টাস্টিক।

মায়মুরদার বেননকে নিয়ে লেখা 'দোষী' বইটির আলোচনা বিভাগে তানভীর রহমানের চিঠির উত্তরে আপনি যে আশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন, তা কি বাস্তবায়িত করেছেন?

'দোষী' বইটি খুঁজতে গিয়ে দেখছি আমার স্টকে নেই। কাকে কী আশ্বাস দিয়েছিলাম এতদিন পর তা আর মনে করতে পারছি না, কাজেই আপনার প্রশ্নের উত্তরটাও দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, দুঃখিত।

মোঃ আব্দুল হান্নান মিয়া,
সাফল্য ছাত্রাবাস, হাসপাতাল রোড, শালগাড়িয়া, পাবনা।

আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা প্রথম বর্ষে পড়ছি। বয়স ১৬ বছর। এই সেদিন আবারও আরেকটি সেবা'র বই পড়লাম। অনেক বই পড়ি, কিন্তু সেবা'র বইগুলো অত্যন্ত ভাল লাগে।

বিশেষ করে কাজি মাহবুব হোসেনের বই একটু বেশি ভাল লাগে। 'সেই এরফান' তো এককথায় চমৎকার। তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানাই। সেবা ও সেবা'র সাথে জড়িত সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা।

আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিন। সেবা'র বই আপনার ভাল লাগছে জেনে আমরা খুশি।

শাকিল,
জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।

সেবা প্রকাশনীর সাথে আমার পরিচয় তিন গোয়েন্দা দিয়ে। তিন

BanglaBook.org

বৎসর পূর্বে। এ পর্যন্ত সেবা'র প্রায় সাড়ে পাঁচশো বই পড়েছি। রানা, ওয়েস্টার্ন, অনুবাদ ও তিন গোয়েন্দা। যদিও এখন তিন গোয়েন্দা পড়া হয় না। দেরিতে হলেও চারটে ওয়েস্টার্ন শেষ করলাম। 'অপবাদ' ভাল, তবে কাহিনী ছোট–সুমনকে ধন্যবাদ। 'সেই এরফান' বইটিতে পুরনো আমেজ খুঁজে পেলাম–অপূর্ব। ইয়র্কিকে ফিরিয়ে আনায় মাহবুব ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তীতেও ইয়র্কিকে দেখতে চাই। 'নিঠুর আলাস্কা' ব্যতিক্রমধর্মী একটি ওয়েস্টার্ন। বইটি পড়ে মনে হলো সত্যিই ওয়েস্টার্ন পড়লাম। পরবর্তীতে উল্টো করে ধরা টেন-গজ শটগান হাতে কার্ল জনস্টনকে দেখতে চাই। মায়মুর ভাইকে ধন্যবাদ। এই চিঠি শেষ হলে 'বারুদ' পড়ব, তারপর শেষ–সামনে পরীক্ষা।

সকলকে শুভেচ্ছা।

আমাদের সবার শুভেচ্ছা ও দোয়া রইল।

রেজা / সোহাগ,

সুপ্ত হাউস, থানা কাউন্সিল, সি.এন্ড.বি রোড, বরিশাল।

কাজীদা ও অন্যান্য লেখকবর্গ সহ সেবা প্রকাশনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের জন্য একের পর এক সুন্দর সুন্দর বই প্রকাশ করছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। সেবার অনুবাদ, ওয়েস্টার্ন এবং তিন গোয়েন্দার বইগুলি খুব ভাল লাগে। ওয়েস্টার্ন 'নিঠুর আলাস্কা' সম্প্রতি পড়েছি। কাজী মায়মুর হোসেনকে চমৎকার বইটির জন্য ধন্যবাদ।

তিন গোয়েন্দার পাঠিকা ও ভক্ত ঢাকার মিরপুরের সিতারুম মুনিরা দৃষ্টির চিঠিগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সত্যি, চমৎকার তার মনের ভাব প্রকাশের ভাষা ও লেখার স্টাইল। এমন একজন সুন্দর ও সৃষ্টিশীল মনের মানুষের চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে আসতে এবং সম্ভব হলে পত্রমিতালী করতে আমি খুবই আগ্রহী। তার পূর্ণ ঠিকানা আমার জানা নেই। জানি না তিনি এগিয়ে আসবেন কি না। আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে আমি দৃষ্টির সুদৃষ্টি কামনা করছি।

এসব ক্ষেত্রে নিজের শিক্ষা, বয়স, হবি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি জানানো উচিত ছিল না? যাই হোক, আমাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি পেয়ে ভাল লাগল। অনুবাদের জন্য যেসব বইয়ের নামোল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে মেরি শেলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' বইটির অনুবাদ সেবা থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্যগুলোর ব্যাপারে আমরা ভেবে দেখব।

বইঘর.কম